german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by:
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

In cooperation with

প্রশিক্ষণার্থীর হ্যান্ডবুক

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) স্থানীয়করণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ

ইম্প্রুভড কো-অর্ডিনেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইমেট ফাইন্যান্স (আইসিআইসিএফ) প্রজেক্ট, জিআইজেড বাংলাদেশ

প্রকাশনায়

ডয়েচে গেজেলশ্যাফট ফুর ইন্টারনাতশিওনালে সুজামেনআরবাইট (জিআইজেড) জিএমবিএইচ

রেজিস্টার্ড অফিস

বন এবং এসবর্ন, জার্মানী

জিআইজেড বাংলাদেশ

পিও বক্স ৬০৯১, গুলশান ১
ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
টেলিফোন: +৮৮০ ৯৬৬ ৬৭০১ ০০০
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৫৫০৬ ৮৭৫৩
ইমেইল: giz-bangladesh@giz.de
ওয়েবসাইট: www.giz.de/bangladesh

প্রকল্প

ইম্প্রুভড কো-অর্ডিনেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইমেট ফাইন্যান্স (আইসিআইসিএফ)

লেখক

জনাব সালেহ আহমদ মোজাফফর, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, যুগ্ম পরিচালক (উপসচিব), জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
জনাব কামরুন নাহার, সহকারী পরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
জনাব মনিকা মিত্র, রিসার্চ অফিসার, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
ড. ইশরাত ইসলাম, অধ্যাপক, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বুয়েট
ড. মোহাম্মদ শাকিল আখতার, অধ্যাপক, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বুয়েট
মিজ সাদিয়া আফরোজ, সহকারী অধ্যাপক, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বুয়েট
মিজ সুমাইয়া তাবাসসুম, রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বুয়েট
মিজ লুসিয়ানা মায়া, সিনিয়র প্রশিক্ষক এবং উপদেষ্টা, ফুটুরবানোস জিবিআর
জনাব ইভান্দ্রো হোলজ, সিইও, ক্লারব
জনাব জর্জ মারিয়ানো রোসি, আরবান ম্যানেজার, ক্লারব

সম্পাদক

ড. ফেরদৌস আরা হোসাইন, প্রিন্সিপাল এ্যাডভাইজর, আইসিআইসিএফ প্রকল্প, জিআইজেড বাংলাদেশ
মিজ রিদিতা রকিব, এ্যাডভাইজর, এসডিজি স্থানীয়করণ, আইসিআইসিএফ প্রকল্প, জিআইজেড বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ, অলংকরণ ও মুদ্রণ

ইনটেন্ট

ফটো ক্রেডিট

জিআইজেড বিডি/রিদিতা রকিব,বুয়েট/সুমাইয়া তাবাসসুম, জিআইজেড বিডি/ফোরথট পিআর

ISBN Number: ৯৭৮-৯৮৪-৩৫-৪৪৯৬-৪

জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিএমজেড) এর পক্ষে, জিআইজেড এই প্রকাশনার বিষয়বস্তুর জন্য দায়বদ্ধ।

সেপ্টেম্বর ২০২৩, ঢাকা, বাংলাদেশ

বাণী

২০১৫ সালের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে এমডিজির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর গত ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষার্ধে জাতিসংঘের বিশেষ সম্মেলনে সদস্য সকল রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সমর্থনে এসডিজি গৃহীত হয়। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও বৈষম্যহীন একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলাই এসডিজির মূল লক্ষ্য।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা মানব উন্নয়নে বিষয়টিকেই বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এসডিজিতে মানুষের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন স্বপ্নকেও আরো বিস্তৃত করে সকল প্রকার জীববৈচিত্র, সাগর, পাহাড়, বনাঞ্চল রক্ষা, পরিবেশবান্ধব উদ্ভাবনের ওপর জোর দেয়াসহ কার্যকর জবাবদিহিমূলক এবং অংশীদারত্বমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এসডিজির অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা এবং উন্নয়নমুখী, সেবাধর্মী ও কার্যকর করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমি বিশ্বাস করি, নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে SDG বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এজন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। প্রশিক্ষণের এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) নিয়মিত করে যাচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় এনআইএলজি ইতিমধ্যে একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল চূড়ান্ত করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি জেনেছি যে, ম্যানুয়ালটি চূড়ান্ত করার আগে BUET টিম কর্তৃক TNA করা এবং এনআইএলজি টিম কর্তৃক খসড়া ম্যানুয়াল প্রস্তুত ও Validation Workshop-এর মাধ্যমে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণের মতামত গ্রহণপূর্বক এটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ ম্যানুয়াল প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ম্যানুয়ালটি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের গৃহীত কর্মসূচি ও তফসিলভুক্ত কার্যাবলি বাস্তবায়নে SDG Monitoring Tools-এর মাধ্যমে SDG স্থানীয়করণ ও এর অভীষ্ট অর্জনে বিশেষ সহায়ক হবে।

জনাব মোঃ আখতার হোসেন
এসডিজি- বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'Leave No One Behind, এ স্লোগানকে সামনে রেখে জাতিসংঘের ৭০তম সাধারণ অধিবেশনে ২০৩০ সালের মধ্যে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতিসংঘের অন্যতম সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশ সরকার উক্ত উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ।

এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রের সকল অংশীজনের অংশগ্রহণ (Whole of society) নিশ্চিত করেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং বদ্বীপ পরিকল্পনায় এসডিজি অভীষ্টসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এগুলোর বাস্তবায়ন নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। বিশেষ করে এসডিজির স্থানীয়করণ অর্থাৎ স্থানীয় সম্পদ, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও সাধারণ জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে একটি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার (৩৯+১)=৪০টি সূচক অনুমোদন করেছে। প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তাদের নাগরিকগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত সূচকসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (NILG) এসডিজির স্থানীয়করণ ত্বরান্বিত করতে উন্নয়ন সহযোগী GIZ-এর সহযোগিতায় ICICF প্রকল্পের আওতায় নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি প্রশিক্ষণার্থী হ্যান্ডবুক প্রস্তুত করেছে। এছাড়া নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য SDG Monitoring Tools তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের স্ব স্ব কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহ SDG অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তা অনুধাবন করতে পারবে। এর ফলে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ নীতি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসডিজি অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে মর্মে আশা করছি।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই হ্যান্ডবুকটির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহ সরকারের এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

জনাব মুহম্মদ ইব্রাহিম
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট "২০৩০ এজেন্ডা" গৃহীত হয়। সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে "২০৩০ এজেন্ডা" এমন একটি কর্মপরিকল্পনা, যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। অতি দারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, আর এটাই হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আগামী প্রায় দেড় দশক বিশ্বের সকল দেশ এই অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নে কাজ করবে, যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে; সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ও অসমতা হ্রাসের গুরু দায়িত্ব পালন করাসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার কাজ এগিয়ে নেয়া যাবে। আর এসব কর্মকাণ্ডের মূলমন্ত্র হবে "কাউকে পশ্চাতে রেখে নয় (No one will be left behind)" এর নীতি অনুসরণ।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে, কিছু সূচকের অগ্রগতি ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সঠিক পথে রয়েছে। আবার কিছুসংখ্যক সূচকের অগ্রগতি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় আনয়নের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এসডিজির ২৩২টি সূচকের মধ্যে দেশে এ যাবৎ প্রাপ্ত ৮৩টি সূচকের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এই পুস্তিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অভীষ্ট ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ -এর সূচকগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে উপাত্তের অভাব এখনো একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। 'সমাজের সবাইকে নিয়ে' এগিয়ে যাওয়ার টেকসই উন্নয়ন দর্শনকে ধারণ করে বাংলাদেশ সরকার এসডিজির প্রতিটি অভীষ্ট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা প্রদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামনে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলো হলো- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তির পরিসর বাড়ানো, স্থিতিশীল সুশাসন এবং জলবায়ু পরিবর্তনরোধ ও অভিযোজন। এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এবং জাতীয় নীতিনির্ধারকগণ বর্তমানে প্রতিটি SDG অভীষ্টের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য SDG-এর স্থানীয়করণের গুরুত্বের ওপর জোর দিচ্ছে। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করে থাকে। এই ধরনের কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা। এসডিজি বাস্তবায়ন এবং উন্নয়নের সুফল সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে।

GIZ -এর সহযোগিতায় ICICF প্রকল্পের আওতায় জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি), এসডিজির স্থানীয়করণ ত্বরান্বিত করতে নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। জিআইজেড-এর কারিগরি সহায়তায় স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে প্রশিক্ষণার্থীগণের জন্য একটি হ্যান্ডবুক এবং প্রশিক্ষক ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হচ্ছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশনে স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ এবং পাইলটিং এরপর বুয়েট এবং এনআইএলজি টিমের সাথে একটি আন্তর্জাতিক দল যৌথভাবে উপকরণগুলো প্রস্তুত করছে। এ ম্যানুয়ালের মাধ্যমে নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে SDG স্থানীয়করণ কীভাবে সম্ভব, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে স্থানীয় পরিকল্পনার সংযোগ তৈরি, স্থানীয় উন্নয়ন নীতির জন্য একটি কাঠামো প্রদান এবং কীভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির মাধ্যমে এসডিজি অর্জনে সহায়তা করতে পারে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য SDG Monitoring Tools তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তাদের গৃহীত কর্মসূচি ও প্রকল্প SDG অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তা অনুধাবন করতে পারবে। এর ফলে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলি স্থানীয় পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে, প্রয়োজনীয়তা এবং সংস্থানগুলি চিহ্নিত করে, স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশীদারত্ব বিকাশ করে এবং স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ নীতি ও প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসডিজি অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি চূড়ান্ত করার পূর্বে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ এবং ভেলিডেশন কর্মশালা করে সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর এসডিজি- বিষয়ক সমন্বয় সেল, গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিটকে তাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাই ICICF প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রস্তুতে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য। বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রধানমন্ত্রীর এসডিজি বিষয়ক সমন্বয় সেলের মুখ্য সমন্বয়ক জনাব আখতার হোসেন স্যারের প্রতি ভেলিডেশন কর্মশালায় তাঁর মূল্যবান মতামত প্রদান করে ম্যানুয়ালটির উৎকর্ষ সাধনের জন্য।

আমি এই ম্যানুয়াল প্রস্তুতের সাথে জড়িত মিজ লুসিয়ানা মাইয়া, জনাব ইভান্দ্রো হোলজ এবং জনাব জর্জে মারিয়ানো রোসি, ড. ইশরাত ইসলাম, ড. মোহাম্মদ শাকিল আখতার, মিজ সুমাইয়া তাবাসসুম, জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, জনাব কামরুন নাহার, জনাব মনিকা মিত্রকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সার্বক্ষণিক পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে ম্যানুয়ালটি তৈরিতে সহযোগিতা প্রদানের জন্য GIZ -এর উপদেষ্টা ড. ফেরদৌস আরা হোসাইন এবং মিজ রিদিতা রকিবকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এই হ্যান্ডবুকটি নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের এসডিজি স্থানীয়করণের Tools এবং পদ্ধতিগুলি শিখতে সাহায্য করবে। এভাবে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহ তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

জনাব সালেহ আহমদ মোজাফফর

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট

Preface

Germany has been providing development assistance to Bangladesh since its independence in 1971. Over the years, GIZ has been committed towards implementing bi-lateral projects in Bangladesh in the areas of climate change adaptation and mitigation with the financial support of Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ). Germany remains supportive towards partner countries such as Bangladesh in the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Bangladesh was one of the first countries to align its national development plans with the SDGs, and to launch a voluntary National Review in 2017 to report on its progress towards achieving the goals. Through the review, Bangladesh highlighted its achievements in reducing poverty, expanding access to education and healthcare, and promoting gender equality, while acknowledging the challenges that remain in areas such as climate change, sustainable cities, environmental degradation, and inequality. To address these challenges, the commitment made in the framework of the 2030 Agenda for Sustainable Development and its Sustainable Development Goals (SDGs) to "Leave No One Behind" (LNOB) is the utmost significant and transformative component. Thus, the process of localizing SDGs in Bangladesh involves identifying specific targets and indicators that are relevant to local needs and priorities. This ensures that resources are directed towards areas with the greatest need and that local communities are actively engaged in the process of achieving the SDGs. This marked a comprehensive approach to the incorporation of Local Government Institutions (LGIs) by enhancing the capabilities of City Corporations and Municipalities in the process of localizing the Sustainable Development Goals (SDGs).

I am delighted that the National Institute of Local Government (NILG), with the assistance of GIZ's technical support, has developed a training manual on "Tools and Methods of SDG Localisation in the City Corporations and Municipalities of Bangladesh" as well as an excel tool to assist City Corporations and Municipalities in identifying the scope for SDG localization and accomplishments. I am happy to know that selected Local Government Institutes (LGIs) in Bangladesh have been trained by the experts from GIZ, NILG and BUET and there is scope to institutionalise this tool. I would earnestly request Local Government Division (LGD) to consider the tool for all city corporations and municipalities. I would like to express my gratitude to LGD for their support in this process.

The officials of the Governance Innovation Unit (GIU), Prime Minister's Office (PMO), who have guided and contributed to the development process of the training manual, have my sincere appreciation. I would also like to express my gratitude to BMZ for their trust and support and commend the Improved Coordination of International Climate Finance (ICICF) project for their close collaboration with the National Institute of Local Government (NILG) for developing capacities to localize the Sustainable Development Goals (SDG) in the context of Bangladesh.

Dr Andreas Kuck
Country Director
GIZ Bangladesh

বাণী

জার্মান ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশনের একটি অগ্রাধিকারমূলক খাত- বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সাথে অভিযোজন। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) ২০১৬ সালে কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অধীনে একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সেল-এর জন্য জার্মান সরকারকে অনুরোধ করে। তদানুসারে জার্মান সরকার জিআইজেড-এর অধীনে ইম্প্রুভড কো-অর্ডিনেশন অব ইন্টারনেশনাল ক্লাইমেট ফাইন্যান্স (আইসিআইসিএফ) প্রকল্পের জন্য ৩.৫ মিলিয়ন ইউরো মঞ্জুর করে।

এ প্রকল্পের আওতায়, জার্মান ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলের দ্বি বা বহুপাক্ষিক উৎস খুঁজতে, সঠিক পন্থা চিহ্নিতকরণ, সক্ষমতা সমৃদ্ধকরণ, কর্ম প্রক্রিয়া ও কাঠামো উন্নতকরণে সহায়তা করে। জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনের উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যেমন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা ইত্যাদির সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আইসিআইসিএফ কাজ করেছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) স্থানীয়করণে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা, সক্ষমতা উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন নির্দেশক চিহ্নিতকরণে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট ও জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রকল্পের আওতায়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার জন্য একটি ট্রেনিং হ্যান্ডবুক, ট্রেনিং ম্যানুয়াল এবং এক্সেল টুল তৈরি করে।

এ ট্রেনিং হ্যান্ডবুক-টি এসডিজি স্থানীয়করণে, সরকার পর্যায়ে অংশগ্রহণ, এসডিজি লক্ষ্য অর্জনের পদক্ষেপ শনাক্তকরণে এবং সেগুলো নথীকরণের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে রিপোর্ট করতে সহায়তা করে। আইসিআইসিএফ-এর কারিগরি সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা করে, যেন এসডিজি অর্জনে স্থানীয় পর্যায়ে 'টুল অ্যান্ড মেথড' প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক পরিকল্পিত অভিযোজনের পদক্ষেপ নেওয়া যায়। এতে স্থানীয় পর্যায় হতে অধিক প্রায়োগিক জলবায়ু পরিবর্তনভিত্তিক প্রকল্পের ধারণা সংগঠিত হবে। সক্ষমতা- বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ২টি সিটি কর্পোরেশন যেমন খুলনা ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এবং ২টি পৌরসভা যেমন সাতক্ষীরা ও সিরাজগঞ্জ পৌরসভার স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে এনআইএলজি উপরোক্ত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার এসডিজি কার্যকরী কর্ম ও প্রক্রিয়াগুলো একটি 'রাইট-সপ' এর মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে লিপিবদ্ধ করে। এসডিজির স্থানীয়করণের চূড়ান্ত অংশ হিসাবে, সংগৃহীত কর্মপ্রক্রিয়াগুলো অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও চর্চার জন্য গ্রন্থাগত করা হয়।

"ট্রেনিং ম্যানুয়াল ফর এসডিজি লোকালাইজেশন ইন সিটি কর্পোরেশন অ্যান্ড মিউনিসিপালিটিস অব বাংলাদেশ"-এর প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য, আমি গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ দিতে চাই। আমাদের আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মিজ লুসিয়ানা মাইয়া, জনাব ইভান্দ্রো হোলজ এবং তাদের দলের সদস্যদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জাতীয় পর্যায়ে বুয়েট-এর ড. ইশরাত ইসলাম, ড. শাকিল আখতার ও তাঁদের দলের সদস্যদের ধন্যবাদ দিতে চাই তাদের প্রায়োগিক ইনপুটের জন্য, যা এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও বিভিন্ন অনুশীলনী প্রস্তুতে অসামান্য ভূমিকা রেখেছে।

'টুল অ্যান্ড ট্রেনিং'-এর প্রক্রিয়া চূড়ান্তকরণে যে গতিশীল নেতৃত্ব এনআইএলজি দিয়েছে তার জন্য আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের অঙ্গীকার ও নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সক্ষমতা শক্তিশালী হবে, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

Hussain

ড. ফেরদৌস আরা হোসাইন
প্রিন্সিপাল অ্যাডভাইজার, আইসিআইসিএফ
জিআইজেড বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ভূমিকা

৯-১১ প্রেক্ষাপট
১১-১২ প্রশিক্ষণ সম্পর্কে

মডিউল-১: এসডিজি- সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা

১৩-১৪ ১.১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) পটভূমি
১৪-১৬ ১.২ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ
১৬-২০ ১.৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং SDG
২১-২৮ ১.৪ SDG অর্জনে সরকারের উদ্যোগ ও সাফল্য

মডিউল-২: জাতীয় ও স্থানীয় উন্নয়ন কাঠামো এবং এসডিজির সাযুজ্যতা

২৯-৩৫ ২.১ বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন কাঠামোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৩৫-৩৮ ২.২ SDG বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা
৩৮ ২.৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

মডিউল-৩: বাংলাদেশে এসডিজি স্থানীয়করণ

৩৯ ৩.১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ সম্পর্কিত ধারণা
৩৯-৪১ ৩.২ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া
৪২-৪৪ ৩.৩ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এসডিজি স্থানীয়করণ অনুশীলন

মডিউল-৪: প্রকল্প প্রণয়নে এসডিজি

৪৫-৫২ ৪.১ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কাঠামো (Logical Framework)
৫৩-৫৬ ৪.২ এসডিজি বাস্তবায়নে অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও সম্পৃক্তকরণ
৫৭-৬২ ৪.৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ এবং বিদ্যমান সুযোগসমূহ বিশ্লেষণ
৬২-৬৪ ৪.৪ স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও ব্যবহার

মডিউল-৫: এসডিজি ডাটা রিপোর্টিং ও মনিটরিং টুলস ব্যবহার

৬৫-৬৭ অনুশীলন: অভ্যন্তরীণ এসডিজি ট্র্যাকিং টুলস (এক্সেল শিট ও সিটি ওয়ার্ক)

৬৮ ভবিষ্যৎ করণীয়
৬৯ সংযুক্তি
৭৯ তথ্যসূত্র

অভীষ্ট: প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যাবলি এবং প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণার্থী পরিচিতিকরণ

প্রেক্ষাপট

বর্তমান বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি শহরে (সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহে) বসবাস করে আর বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাসের সিংহভাগই নির্গত হয় নগরকেন্দ্রিক কার্যকলাপের কারণে (Revi et al., 2014; Satterthwaite, Huq, Pelling, Reid, & Lankao, 2007)। যদিও শহরগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি; তা সত্ত্বেও শহরের এক বিরাট জনগোষ্ঠী দরিদ্র এবং অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করেন। তারা নগরজীবনের অনেক মৌলিক সেবা থেকে বঞ্চিত। এ রকম একটি বাস্তবতায় ২০১৫-১৬ সময়ে বিশ্ব সম্প্রদায়, বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার প্রণয়নে সম্মত হয়। এসব অঙ্গীকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের ২০৩০ এজেন্ডা, New Urban Agenda এবং প্যারিস চুক্তি। ২০২০ সালের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৫৬% নগর এলাকায় বসবাস করেন, যা ২০৩০ সালের মধ্যে ৬০ শতাংশে উন্নীত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে নগরাঞ্চলসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০১৬-২০৩০ (Sustainable Development Goal 2016-2030) অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধে প্রয়োজনীয় কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের সব জাতীয় নথি ও অধিকাংশ খাতভিত্তিক নথিতে এই বৈশ্বিক এজেন্ডাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ এবং অন্যান্য অনেক দেশে স্থানীয় পর্যায়ে ও স্থানীয় অনুঘটকদের বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য এখনো অনেক সমর্থন ও নির্দেশনা প্রয়োজন। এই সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক রূপরেখায় এখনো বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট চাহিদা ও তাদের বিষয়ে উপলব্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। 'Leaving No One Behind' (LNOB) অর্থাৎ 'অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়ন' নীতিকে জাগ্রত রাখতে হলে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি অত্যাবশ্যক। ২০১৪ সাল থেকেই বাংলাদেশে German Development Coorporation (GIZ)-এর সহায়তার ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজনের বিষয়টি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এছাড়া ২০১৯ সালে গৃহীত 'Improved Coordination of International Climate Finance (ICICF)' প্রকল্পটি এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য নিম্নলিখিত ফলাফলসমূহ অর্জন করা:

(১) প্রথমত বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনকেন্দ্রিক প্রকল্পগুলোর জন্য কীভাবে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে অর্থায়নের পরিমাণ বাড়ানো যায়, সেই লক্ষ্যে সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD) এ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ICICF সহায়তা করছে। এর অংশ হিসেবে, ERD-তে একটি আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন সেল (International Climate Finance Cell) স্থাপন করা হবে।

(২) ICICF project-টি, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায় থেকে ভালো মানের জলবায়ু পরিবর্তনকেন্দ্রিক প্রকল্পকেন্দ্রিক প্রকল্প প্রস্তাব যাতে উঠে আসে, যা দিয়ে সহজেই বিদেশি অর্থায়নের সুযোগ তৈরি হয়, সেই লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। পাশাপাশি প্রকল্পটি দেশের বেসরকারি খাত থেকে কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন খাতে আরো বিনিয়োগ আনা যায় সে জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সরাসরি কাজ করে যাচ্ছে।

(৩) স্থানীয় সরকার পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনকেন্দ্রিক প্রকল্প এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট'সমূহের সংযোগ ঘটানোর জন্য ICICF project বেশ কয়েকটি সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার সাথে কাজ করছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ঠসমূহের স্থানীয়করণ এবং জলবায়ুকেন্দ্রিক প্রকল্প প্রস্তাব সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিই এই ধাপের উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় এবং জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের (National Instititute of Local Government, NILG) সাথেও কাজ করছে।

বাংলাদেশ সরকার তার স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে (২০১৬-২০৩০) বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। পাশাপাশি এসব পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ব্যবস্থাপনার বিষয়েও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব পরিকল্পনার

মধ্যে রয়েছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫); প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১); বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ ইত্যাদি। বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) চারটি পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্জনের প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ শুরু হয়েছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে। এমন বাস্তবতায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ছয়টি প্রতিপাদ্যের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর মধ্যে নিম্নোক্ত পাঁচটি প্রতিপাদ্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য নির্ধারিত অভিযোজন ও প্রশমন অভীষ্টের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত:

- GDP-এর প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা ত্বরান্বিতকরণ ও দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাস;
- উন্নয়নের প্রক্রিয়া থেকে প্রতিটি নাগরিকের সুফল প্রাপ্তি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নাগরিকদের ক্ষমতায়নের জন্য একটি ব্যাপকভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল প্রণয়ন এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তাভিত্তিক আয় হস্তান্তরের উদ্যোগ নেওয়া;
- একটি দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত-সহিষ্ণু টেকসই উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়ন ;
- প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং অবশ্যম্ভাবী নগরায়ণের বিষয়টিকে সফলভাবে ব্যবস্থাপনা ;
- দেশের অর্থনীতিকে উচ্চমধ্যম আয়ের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্বদানকারী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সাধন ও তার উন্নয়ন;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন ও এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের প্রভাবের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া।

এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে GIZ-এর ‘Improved Coordination of International Climate Finance (ICICF)’ শীর্ষক প্রকল্পে যেসব প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারিত হয়েছে, তা হলো – জলবায়ু প্রকল্পের নকশা প্রণয়নে স্থানীয় পর্যায়কে অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টর সঙ্গে সম্পর্কিত একটি জলবায়ু প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে গৃহীত অভিযোজন প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের অংশীজনদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে একটি এসডিজি-সম্পর্কিত জলবায়ু পরিবর্তনকেন্দ্রিক প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়কে কীভাবে যুক্ত করা যায়, সে বিষয়ে তাগিদ দেয়া প্রয়োজন। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টর লক্ষ্যমাত্রার প্রয়োজনসমূহ এবং স্থানীয় উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর (টার্গেট গ্রুপ) চাহিদাসমূহ একত্রিত করা হলে জলবায়ু প্রকল্পগুলোয় আন্তর্জাতিক অর্থায়ন পাওয়ার বিষয়টি আরও কার্যকর হবে। এটি সব প্রাসঙ্গিক অংশীজন, বিশেষ করে ‘বিপদাপন্ন’ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনসমূহ ২০৩০ এজেন্ডার আলোকে প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে, যা চূড়ান্তভাবে ‘Shared Responsibility’ অর্থাৎ ‘অংশীদারত্বমূলক দায়িত্ব পালন’ এবং ‘Leaving No One Behind’ (LNOB) অর্থাৎ ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই’ উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। সিটি করপোরেশন/পৌরসভাগুলোকে ICICF প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়ে যে আখ্যানটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো এসব সংস্থায় বিভিন্ন ধরনের উত্তম চর্চা বৃদ্ধির পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিষয়ে অবহিতকরণ-সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। আবশ্যিকভাবে বলা যায়, যেসব জলবায়ু প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এরই মধ্যে স্থানীয় টার্গেট গ্রুপ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টর লক্ষ্যমাত্রা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রাধিকার বৃদ্ধি পাবে।

এই প্রকল্পের তৃতীয় ফলাফলের (Outcome) (অভিযোজন প্রকল্পের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের অনুঘটকসমূহের অন্তর্ভুক্তি) আওতায়, জলবায়ু-সংক্রান্ত অগ্রগতি সাধন ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে এসডিজির স্থানীয়করণ নিশ্চিতে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাসঙ্গিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের (NILG) ওপর জাতীয়ভাবে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন বিষয়ে দক্ষ জনসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (ToT) ম্যানুয়াল তৈরি করেছে এবং তা বাস্তবায়ন করেছে। এই ম্যানুয়ালটি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে স্থানীয়করণের ক্ষেত্রে একটি উপকারী উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়েছে। NILG-এর পাশাপাশি ICICF প্রকল্পটিও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে স্থানীয়করণ সম্প্রসারণে প্রশিক্ষণ অর্জন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে নিশ্চিতভাবে কিছু সুযোগের সৃষ্টি করেছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিবেশগত ও টেকসই উদ্যোগ-সংক্রান্ত বিষয় সমাধান করা সম্ভব হবে।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানসমূহ হলো-

- ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নে স্থানীয় অনুঘটকসমূহের প্রাসঙ্গিকতা ও সম্পৃক্ততা বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া এবং স্থানীয় পর্যায়ে বৈশ্বিক অভীষ্টসমূহ অনুধাবন করা
- প্রাসঙ্গিক লক্ষ্য ও সূচকগুলো হাতে-কলমে অনুশীলনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা লাভে উৎসাহিত করা
- দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্য সুসংহত ধারণা প্রদান
- সহকর্মী ও সমমনা ব্যক্তিদের কাছ থেকে শেখা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের সুযোগ প্রদান

প্রশিক্ষণ সম্পর্কে

প্রশিক্ষণের উপকরণ, পদ্ধতি এবং স্থানীয়করণের উপায়সমূহ 'City WORKS' শীর্ষক টুলসের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। GIZ-এর অনুশীলনভিত্তিক ও মিথস্ক্রিয়াভিত্তিক শিক্ষণ ব্যবস্থার ও 'Sector Program Cities'-এর দীর্ঘমেয়াদি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে City WORKS তৈরি করা হয়েছে।

শহরগুলোতে বৈশ্বিক এজেন্ডার প্রভাব সম্পর্কে অনুধাবন করা, বিশ্লেষণ করা ও সমস্যা মোকাবিলার বিষয়ে সহায়তা করার জন্য বেশ কিছু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত টুলের সমন্বয়ে City WORKS টুলটি তৈরি করা হয়েছে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য City WORKS Toolkit টি বেশ কিছু ধাপে কাজ করে। এ ধাপগুলো হলো:

- এটি বৈশ্বিক জলবায়ু অভীষ্টসমূহ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের মধ্যে (SDG) আন্তঃসংযোগ পর্যালোচনা করে এবং স্থানীয় পর্যায়ের চ্যালেঞ্জ ও সুযোগসমূহের ব্যাপারে একটি সামগ্রিক ধারণা প্রদান করে।
- শহরগুলোকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও জলবায়ুর প্রাসঙ্গিক দিকগুলো চিহ্নিত করা ও অগ্রাধিকার নির্বাচন করতে সহায়তা করে। একই সাথে শহরগুলোর চলমান প্রকল্পগুলোকে জাতীয় পর্যায়ে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অবহিতকরণ ফরম্যাটের সঙ্গে সংযুক্ত করে।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রচেষ্টাসমূহ দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে যৌথভাবে স্থানীয় পর্যায়ের স্বপ্রণোদিত পর্যালোচনা ফরম্যাট (জাতীয় সূচক স্থানীয়করণসহ) তৈরি ও নিরীক্ষণ।
- ফলাফলভিত্তিক কাজ করা এবং প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে শহরগুলোকে দীর্ঘ মেয়াদে সহায়তা করা।

বাংলাদেশে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য City WORKS ধারণাটি প্রয়োগ করে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করা হবে:

(ক) ২০৩০ এজেন্ডা/টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও অন্যান্য বৈশ্বিক এজেন্ডা অর্জনের লক্ষ্যে সম্ভাব্য প্রকল্প ধারণাগুলোকে একই সূত্রে সমন্বয় করা এবং

(খ) জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্য ইতিবাচক সামাজিক, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক প্রভাবের বিশ্লেষণ এবং উন্নয়ন করা।

কোনো প্রকল্পের সঙ্গে যদি স্থানীয় পর্যায়ের স্থানীয় উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন ও অবদানকে সংযুক্ত করা হয়, তাহলে সেই প্রকল্পে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে অর্থায়নের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। এভাবে প্রকল্প প্রণয়ন করা হলে সব ধরনের অংশীজন, বিশেষ করে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনসমূহকে ২০৩০ এজেন্ডার 'Shared Responsibility' অর্থাৎ 'অংশীদারত্বমূলক দায়িত্ব পালন' এবং 'Leaving No One Behind' (LNOB) অর্থাৎ 'অন্তর্ভুক্তমূলক টেকসই উন্নয়ন' নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে।

অনুশীলনভিত্তিক ও মিথস্ক্রিয়াভিত্তিক শিক্ষণের মূল লক্ষ্য হলো ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে শিক্ষণ বার্তাগুলো পৌঁছানো।

প্রতিটি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মডিউল থাকবে এবং অধিকাংশ প্রশিক্ষণেই একই ধরনের কার্যক্রম অনুসরণ করা হবে, যার মধ্যে রয়েছে খেলা, চিত্র ও প্রায়োগিক অনুশীলন:

- প্রতিটি প্রশিক্ষণের শুরুতে প্রশিক্ষক নির্দিষ্ট অনুশীলনের অন্তর্ভুক্ত কার্যকলাপের তাত্ত্বিক পটভূমিসহ একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবেন।
- কেস স্টাডিভিত্তিক হাতে-কলমে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে নগর ও জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রায়োগিক জ্ঞান লাভের সুযোগ পাবেন।

- পূর্ণাঙ্গ/সমাপনী/ফলাফলভিত্তিক সেশনে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের কার্যক্রম আলোচনা করা হবে। এ সেশনে প্রশিক্ষণার্থীরা পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে নিজের গ্রুপের যে কাজ করেছে, তা সবাইকে জানাবে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষকরা প্রশ্নাবলির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের সহায়তা করবেন এবং ক্ষেত্রমতো প্রয়োজনে বিকল্প উপায় ও সংশোধনের প্রস্তাব দেবেন। অবশেষে অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজস্ব অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা প্রয়োগ করে সক্ষমতার মাত্রা নিরূপণের সুযোগ পাবেন।

শেখা/শিক্ষণ কার্যক্রমকে সহায়তার জন্য প্রশিক্ষণ সামগ্রীর বিভিন্ন সেট তৈরি করা হয়েছে:

- প্রতিটি মডিউলের পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডগুলো (এটি প্রথমে প্রশিক্ষক উপস্থাপন করবে এবং পরে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে সফট কপি হিসাবে হস্তান্তর করা হবে) প্রদান করা হবে। এ পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডগুলোতে প্রতিটি মডিউলের বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রশিক্ষণের কার্য সম্পাদন/দলীয় অনুশীলনের বিষয়ে ব্যাখ্যা থাকবে।
- প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা প্রধানত যে উপাদানগুলো ব্যবহার করবেন, তা হলো প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল/হ্যান্ডআউট, যাতে নির্দেশাবলি এবং কেসস্টাডি ও অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও অতিরিক্ত তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে।
- প্রশিক্ষকের হ্যান্ডবুকও প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মৌলিক বিষয়গুলো ছাড়াও (পার্ট ১) এটি প্রতিটি মডিউল চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যও দেয়া আছে (পার্ট ২-ফ্যাসিলিটেশন পরিকল্পনা)।
- মূল্যায়ন, প্রাক্ ও প্রশিক্ষণ-পরবর্তী মূল্যায়নের পাশাপাশি উপকরণগুলোর একটি তালিকাও সরবরাহ করা হয়েছে।

একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে দলগত কাজ ও প্রায়োগিক অধিবেশনে একজন প্রশিক্ষণার্থীকে খুবই বন্ধুসুলভ ভঙ্গিতে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে হবে। সেটা করা গেলেই এ প্রশিক্ষণ সফলতা পাবে এবং সবার জন্য ভালো অভিজ্ঞতা বয়ে আনবে। তদুপরি একটি সফল দলগত অনুশীলনের জন্য নিম্নে কিছু নির্দেশিকা তুলে ধরা হলো:

- একটি কার্যকর ও দক্ষ দলগত কার্য সম্পাদনের জন্য একটি ওয়ার্কিং গ্রুপের একজন সহযোগী, একজন সময় রক্ষক ও একজন উপস্থাপক নির্বাচন করা উচিত।
- প্রয়োজনীয় সময় নিয়ে নিজের ওপর অর্পিত কাজের বিবরণ পড়তে হবে।
- সকলেই স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করবেন এবং দলের অন্য সদস্যরা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন কি না, খেয়াল রাখবেন।
- ওয়ার্কিং গ্রুপগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করবে।
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী (Facilitator) এবং সহায়তাকারীদের (Resource Person) কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।
- সঠিক উত্তর নিরূপণ এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য নয় বরং বিভিন্ন পদ্ধতিগত বিষয় আত্মস্থ করা এই প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য।

এসডিজি- সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা

অধ্যায় ১

১.১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) পটভূমি

উন্নয়ন আলোচনায় টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি প্রথম আসে গত শতাব্দীর আশির দশকের শেষ দিকে। জাতিসংঘের আওতাধীন 'ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (WCED)' ১৯৮৭ সালে Our Common Future নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে, যা ব্রুন্ডল্যান্ড কমিশন নামেও পরিচিতি, সেখানে প্রথম টেকসই উন্নয়নের ধারণা পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করবে, এমন উন্নয়নকে ব্রুন্ডল্যান্ড কমিশন, 'টেকসই উন্নয়ন' বলে সংজ্ঞায়িত করেছে। পরবর্তীকালে এই ধারণাটি বিশ্ববাসীর কাছে সুপরিচিত হয়ে ওঠে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত 'ধরিত্রী সম্মেলন' -এর মাধ্যমে।

পরিবেশকে কেন্দ্র করে 'টেকসই উন্নয়ন' আর মানুষের মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করতে 'মানব উন্নয়ন' -এর মতো গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ধারণাগুলোর বিকাশ ও বিস্তার ঘটে গত শতাব্দীর শেষ দশকে। পরবর্তী সময়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহে উন্নয়নকে তরান্বিত করতে জাতিসংঘ ২০০০ সালে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' সংক্ষেপে এমডিজি (MDG) ঘোষণা করে, যা ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়। উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে এমডিজির লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অর্জন অসামান্য। উল্লেখ্য, এমডিজিতে লক্ষ্য ছিল ৮টি, যেখানে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শিক্ষা এবং আর্থসামাজিক অসমতার বিরুদ্ধে বৈশ্বিক লড়াইয়ের প্রতিজ্ঞা ছিল।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG)

নতুন সহস্রাব্দকে সামনে রেখে ২০০০ সালে বিশ্বনেতৃবৃন্দ আগামীর বিশ্বকে ক্ষুধা, দারিদ্য ও বঞ্চনামুক্ত দেখার প্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করেন এমডিজি। MDG- তে আটটি লক্ষ্য ও এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য আটটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্যগুলো হলো-

১. অতি দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণ
২. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা
৩. জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায় উৎসাহিত করা
৪. শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা
৫. মাতৃস্বাস্থ্য ও মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি সাধন করা
৬. এইচআইভি এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য প্রাণঘাতী মহামারি রোগের প্রাদুর্ভাব রোধ করা
৭. টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং
৮. উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারত্ব নিশ্চিত করা।

২০১৫ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার আগে থেকেই বিশ্বনেতৃবৃন্দ ভাবতে থাকেন আরও নতুন আরও

বিস্তৃত একটি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা তৈরির বিষয়টি নিয়ে, যা শুধু বর্তমান প্রজন্মই নয় বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়ন বাস্তবতাকেও উন্নততর করবে। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বব্যাপী অসংখ্য সভা, সেমিনার ও কর্মশালায় হাজারো তরুণ শিক্ষার্থী, উন্নয়ন গবেষক ও কর্মী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে তৈরি হয় 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা। পরবর্তীকালে ২০১৫ সালের ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের বিশেষ সম্মেলনে সকল রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সমর্থনে গৃহীত হয় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও বৈষম্যহীন একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলাই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল অনুপ্রেরণা। আর এই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মূলে আছে এ ধরিত্রীর প্রতি ভালোবাসার ডাক, আছে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে মাটি, পানি ও বায়ুর মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশের উপাদানসমূহের সীমিত ও দূষণমুক্ত ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেয়ার আহ্বান। যেখানে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) মানব উন্নয়নের বিষয়টিকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, সেখানে মানুষের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন স্বপ্নকে আরও বিস্তৃত করে নিয়ে আসা হয়েছে সকল প্রকার জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার দায়িত্ব, আরও আনা হয়েছে সাগর, পাহাড় ও বনাঞ্চল রক্ষা করার কথাও। জোর দেয়া হয়েছে পরিবেশবান্ধব উদ্ভাবনের ওপর এবং ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে নবায়নযোগ্য শক্তির যেমন: সৌর, জলীয় ও বায়ু থেকে রূপান্তরিত শক্তি ব্যবহারকে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ দেড় দশক (২০১৬-২০৩০) ধরে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি টেকসই সমাজ গড়ার প্রয়াসকে ত্বরান্বিত করবে। আগামী দশকে তথা তৎপরবর্তী সময়ে কার্যকর জবাবদিহিপূর্ণ ও অংশীদারত্বমূলক সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলভিত্তি হলো এই SDG।

১.২ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ

চিত্র ১.১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১: সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান (End poverty in all its forms everywhere)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২: ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৩: সকল বয়সী মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৪. সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫: জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন (Achieve gender equality and empower all women and girls)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬: সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা (Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৭: সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা (Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৮: সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন (Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৯: অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১০: অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা (Reduce inequality within and among countries)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১১: অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা (Ensure sustainable consumption and production patterns)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩: জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ (Take urgent action to combat climate change and its impacts)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৪: টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৫: স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ (Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬: টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ (Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা (Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development)

অনুশীলন ১.১: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টর জোড়/জুটি মেলানো (Pair-matching of SDGs)

এই অনুশীলনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণার্থীরা পরিচিত হবেন। একই সাথে প্রশিক্ষণার্থীরা এক অপরের সাথে পরিচিত হবেন।

করণীয়

ধাপ ১: প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে একটি কার্ড দেওয়া হবে। যে কার্ডে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নম্বর অথবা অভীষ্টের বর্ণনা দেওয়া থাকবে।

ধাপ ২: এরপর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে বলা হবে তার কার্ডে প্রদত্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নম্বর অথবা অভীষ্টের বর্ণনাপ্রাপ্তকে খুঁজে বের করতে এবং প্রশিক্ষককে জানাতে।

ধাপ ৩: কিছুসংখ্যক অংশগ্রহণকারীকে তাদের প্রাপ্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নম্বর অথবা অভীষ্টের বর্ণনা সকলের সামনে উপস্থাপন কারার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

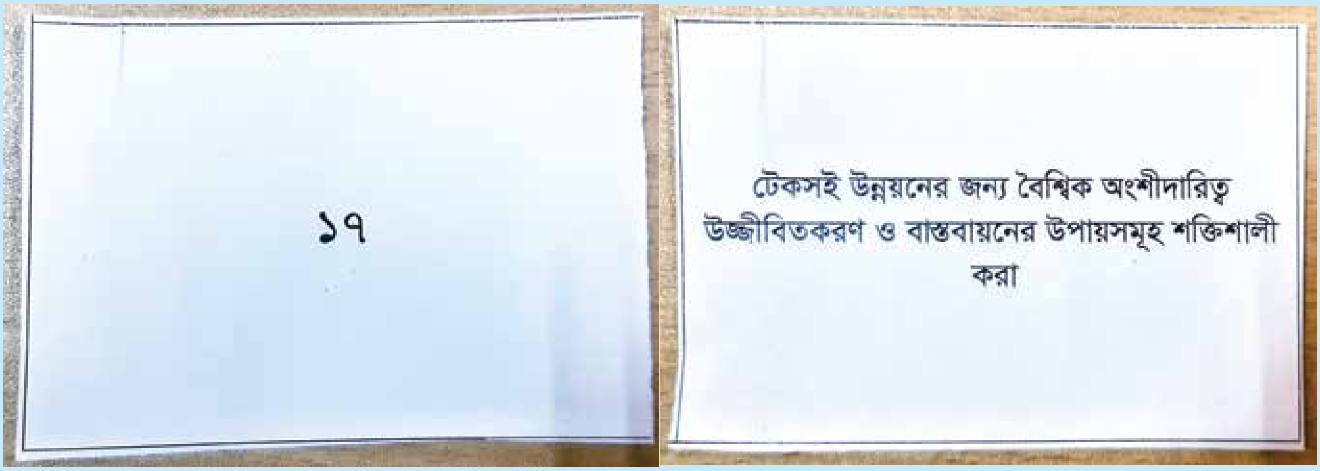

চিত্র ১.২: পাইলট প্রশিক্ষণে অনুশীলিত জোড় মেলানোর নমুনা

নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটে আপনি সিটি ওয়ার্কসের উপাদানের বিষয়ে আরও বেশি তথ্য/নির্ঘণ্ট পেতে পারেন
https://localising-global-agendas.org/city-works-toolkit/raise-awareness/pair-matching-action-learning/
https://localising-global-agendas.org/wp-content/uploads/03_Pair-Matching_Material.pdf

মতামত

১.৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং SDG

উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন

উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। উন্নয়ন যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর প্রভাব ফেলে তেমনি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উন্নয়ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে প্রভাবিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রায় এক শতাংশ কম হবে বলে গবেষকরা আশঙ্কা করছেন (Wade & Jennings, 2016)। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি শুধু অর্থনীতিতে পড়বে না বরং স্বাস্থ্য, কৃষি, বন, যোগাযোগ তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পড়বে।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের একটি বাংলাদেশ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা, জলবায়ু পরিবর্তনের একটি প্রভাব যা বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত অনুভব করছে। গবেষণায় জানা যাচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের উপকূলে বন্যা বেড়ে গেছে, তট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, লবণাক্ততা বাড়ছে। যার ফলে বন উজাড় হচ্ছে, জীববৈচিত্র নষ্ট হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, কৃষি খাতে তথা জীবনযাত্রায় ক্ষতিকর প্রভাবে মানুষ আদি বসতভিটা, জীবিকা ছেড়ে নিকটবর্তী বড় শহর ও ঢাকায় অভিবাসন করছে। উদাহরণস্বরপ বলা যায় যে ২০২২ সালেই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশে প্রায় সত্তর লক্ষ লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে (Sakib, 2022)। এই বাস্তুচ্যুত জনগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শহরে আশ্রয় নেয় এবং নগর দরিদ্রে পরিণত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে উন্নয়নের সকল মাপকাঠিতে এরা শহরের সবচেয়ে দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী (Brien & Leichenko, 2000)।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব শুধু উপকুলে পড়ছে, তা নয় বরং বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ অনুসারে ৬৪টি জেলার প্রায় সব কটিতে প্রভাব পড়ছে। এর পেছনে তিনটি কারণ আছে- বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থান। বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ এবং পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নদী অববাহিকায় (গঙ্গা-ব্রক্ষপুত্র- মেঘনা) অবস্থিত। কিন্তু বাংলাদেশের তটরেখা অগভীর। একইভাবে কিছু নগররাষ্ট্রকে বাদ দিলে বাংলাদেশ, পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ অতি দরিদ্র। এই সব কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিতে বসবাস করছে।

স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

জলবায়ু পরিবর্তন, এর কারণে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীতে এর প্রভাব স্থানীয় পর্যায়ে অনেক বেশিভাবে অনুভূত হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ -পশ্চিম অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি জীবনযাত্রার প্রতিটি পর্যায়ে অনুভূত হচ্ছে। লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে কৃষক ধান চাষের পরিবর্তে চিংড়ি চাষ করছে, খাওয়ার পানি সংগ্রহের দায়িত্ব যা ঐতিহ্যগতভাবে নারীদের কাজ ছিল, তা পুরুষরা করছে, জীবিকার তাগিদে পরিবারের সক্ষম পুরুষেরা সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর বা ঢাকা শহরে চলে আসছেন। অন্যদিকে এই সব জলবায়ু অভিবাসীর জন্য নগর স্থানীয় সরকারের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৌরসভা, সিটি করপোরেশনসমূহকে তার পরিবহন, পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, আবাসন তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে তার ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন পড়ছে; যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে করতে পারছে না। সুতরাং আমাদের শহরগুলোর জন্য টেকসই উন্নয়ন হয়ে পড়ছে সুদূর্স্থিত। এই সমস্যাগুলোতে যে শুধু বাংলাদেশের শহরগুলোই ভুগছে তা নয়, উন্নয়নশীল দেশের সকল শহরের জন্যই এটা প্রযোজ্য। এই বাস্তবতা মাথায় নিয়েই 'জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ' টেকসই উন্নয়নের ১৩ নং অভীষ্ট হিসেবে গৃহীত হয়। ১৩ নং অভীষ্টের সকল লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকগুলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব হ্রাস করার প্রক্রিয়া সহজতর করবে বলেই আশা করা হচ্ছে। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে টেকসই উন্নয়নের প্রতিটি অভীষ্ট একটি অন্যটির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং অভীষ্ট ১৩ অর্জন নিম্নোক্ত অভীষ্ট অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে (Campbell, et al., 2018) -

অভীষ্ট ৩: সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

অভীষ্ট ৬: সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের জন্য টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

অভীষ্ট ১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা

অভীষ্ট ১৪: টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার

অভীষ্ট ১৫: স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণ, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবিলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টির পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ।

টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ সালে যে সকল বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম দারিদ্র্য নিরসন, ধরিত্রীর সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ ও সকল জনগোষ্ঠীর শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের বিশেষ সম্মেলনে এটি গৃহীত হয়েছিল। এ উন্নয়ন এজেন্ডায় ১৭টি অভীষ্ট যুক্ত করা হয়েছে, সমষ্টিগতভাবে যেগুলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ বা এসডিজি (এজেন্ডা ২০৩০) হিসেবে পরিগণিত। এ এজেন্ডায় ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা ও ২৩২টি সূচক রয়েছে। এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়ন অনেকাংশে নির্ভর করছে শহর ও স্থানীয় সরকারসমূহের পদক্ষেপের ওপর।

অনুশীলনী ১.২: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে চিহ্নিতকরণ (Spot the Agenda)

এই অনুশীলনটি প্রশিক্ষণার্থীকে স্থানীয়ভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহকে অনুধাবন করা এবং প্রাত্যহিক উন্নয়ন কাজকর্মে সেগুলোকে অনুসরণ করতে সহায়তা করবে।

করণীয়

ধাপ ১: প্রশিক্ষণার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করা হবে।

ধাপ ২: প্রতিটি দলে পর্যালোচনা করার জন্য দু-তিনটি ছবি দেয়া হবে (নমুনা ছবি সংযুক্ত)।

ধাপ ৩: প্রশিক্ষণার্থীদের বলা হবে তারা যেন পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ছবিতে প্রদর্শিত বিষয়ের সাথে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ চিহ্নিত করে লিপিবদ্ধ করেন।

ধাপ ৪: প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ সকলের সামনে উপস্থাপন করবেন।

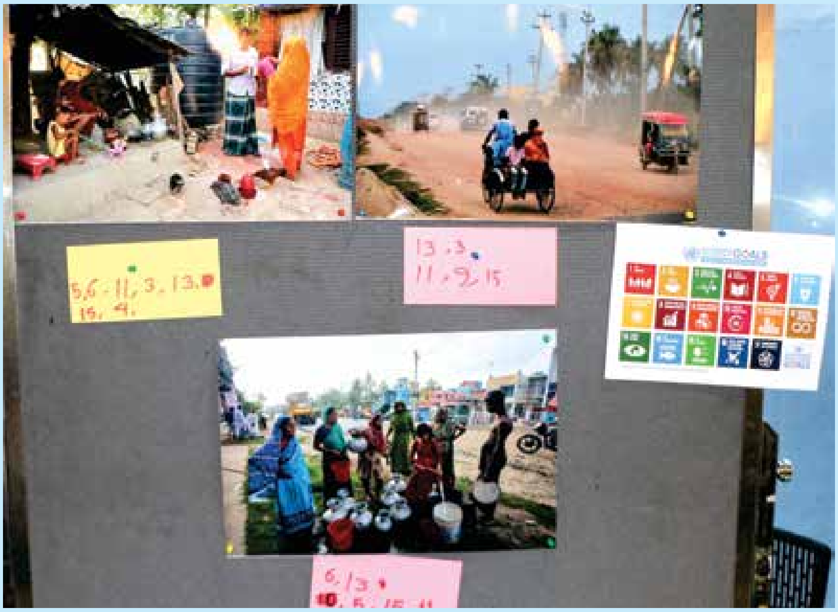

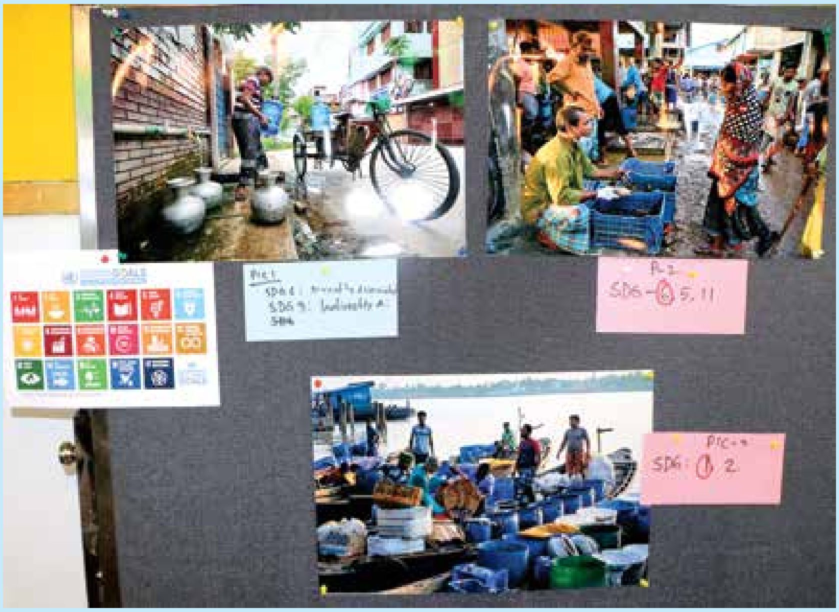

চিত্র ১.৩ : খুলনায় পাইলট প্রশিক্ষণে অনুশীলিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে চিহ্নিতকরণ

নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটে আপনি সিটি ওয়ার্কসের উপাদানের বিষয়ে আরও বেশি তথ্য/নির্ঘণ্ট পেতে পারেন
https://localising-global-agendas.org/city-works-toolkit/raise-awareness/picture-collection-spot-the-agenda/

PADMA

১.৪ SDG অর্জনে সরকারের উদ্যোগ ও সাফল্য

SDG অর্জনে বাংলাদেশ Whole of Society নীতি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে SDG মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সাযুজ্য রেখে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০) প্রণয়ন করা হয়। একই সঙ্গে উক্ত পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে এসডিজির অভীষ্টগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছিল। এসডিজি অর্জনকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ-

বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ	এসডিজি পর্যবেক্ষণের জন্য গৃহীত উদ্যোগ
• টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের এর সাথে সাযুজ্য রেখে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন • লিড, কো-লিড এবং সহযোগী হিসাবে মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কার্যাবলির সাথে SDG ম্যাপিং • SDG কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন • SDG বাস্তবায়নে অর্থায়ন কৌশল • প্রশাসনের নবীন কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ মডিউলে SDG অন্তর্ভুক্তকরণ • ৩৯+১ অগ্রাধিকার সূচক নির্ধারণ ও অনুমোদন • স্কুল পাঠ্যক্রমে SDGs অন্তর্ভুক্ত করা (গ্রেড VI থেকে X) • জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির প্রকল্প গ্রহণ • বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) -এ SDG অন্তর্ভুক্ত • এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত ও এনজিওগুলোকে সম্পৃক্ত করা • এসডিজি বাস্তবায়নে যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করা • পরিষেবা প্রদানে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ (স্বল্প ব্যয় স্বল্প সময়, ন্যূনতম ভিজিট)	• SDG মনিটরিং এবং মূল্যায়ন ফ্রেমওয়ার্ক • ২০১৭ সালে SDG এর প্রথম স্বেচ্ছাসেবী জাতীয় পর্যালোচনায়/Voluntary National Reviews (VNRS) অংশগ্রহণ • ডেটা গ্যাপ বিশ্লেষণ (১৭৬ সূচকের উপাত্ত প্রাপ্যতা) • SDG ট্র্যাকার চালু করা হয়েছে • ২০২০ সালে জাতিসংঘের ২য় VNR -এ অংশগ্রহণ • এসডিজি পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন স্তরে কমিটি গঠন।

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ৩৯+১ সূচক

২০১৮ সালের প্রতিবেদনের পর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে অধিকতর ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে যেসব উদ্যোগ সন্নিবেশিত হয়েছে, সেগুলো হলো:

(ক) মন্ত্রণালয়গুলো SDG বাস্তবায়নে নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে;

(খ) SDG অগ্রগতি পরিমাপক চালু করা হয়েছে;

(গ) SDG অভীষ্ট অর্জনে অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণসহ অর্থায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে;

(ঘ) SDG বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রথম জাতীয় সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে;

(ঙ) উপাত্ত সমন্বয়ের জন্য জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে;

(চ) বাংলাদেশে জাতিসংঘের যেসব অঙ্গ সংগঠন কার্যরত, তাদের সঙ্গে সরকারের সহযোগিতা কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে;

(ছ) SDG স্থানীয়করণের জন্য সরকার ৪০টি (৩৯+১) সূচক অনুমোদন করেছে। ১৭টি অভীষ্টের জন্য ৩৯টি সূচককে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে ১১টি আছে জাতীয় সূচক। এ সূচকগুলোয় অগ্রগতি হলে তার ইতিবাচক প্রভাব অন্যগুলোর ওপরও পড়বে।

৩৯+১ সূচকসমূহ নিম্নরূপ

SDG বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার প্রতিটি অভীষ্টের জন্য বেশ কয়েকটি লক্ষ্য-সূচক চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে দেশের জন্য ৩৯টি সূচক চিহ্নিত করার পাশাপাশি, এর বাইরে আরেকটি অতিরিক্ত সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে অন্তর্ভুক্তমূলক টেকসই উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক সূচকটিকে +১ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে নিম্নরূপ ৩৯+১ সূচককে অগ্রাধিকার দিয়েছে–

1 NO POVERTY	১. চরম দারিদ্র্য ৩% এর নিচে কমানো ২. দারিদ্র্য কমিয়ে ১০% এর নিচে আনা
2 ZERO HUNGER	৩. অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশু বিকাশের ব্যাপকতা হ্রাস করে ১২% এর নিচে কমিয়ে আনা ৪. ন্যূনতম ৫৫% চাষযোগ্য জমি বজায় রাখা
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	৫. প্রতি ১০০০ জীবিত নবজাতক মৃত্যুর হার ১২ এ হ্রাস কমিয়ে আনা ৬. অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী প্রতি ১০০০ জীবিত শিশুর মৃত্যুর হার ২৫-এ হ্রাস করা ৭. মাতৃমৃত্যুর অনুপাত প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশু ৭০-এ হ্রাস করা ৮. প্রতি ১০০,০০০ জনসংখ্যার সড়ক দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যুহার ১.২ এ হ্রাস
4 QUALITY EDUCATION	৯. প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার হবে ১০০% ১০. জুনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল পরীক্ষায় পাসের হার হবে ১০০% ১১. SSC- তে পাস করা মোট ছাত্র-ছাত্রীর চেয়ে কমপক্ষে ২০% বেশি ছাত্র SSC-তে (টেকনিক্যাল) পাস করতে হবে। ১২. ১০০% বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট, নিরাপদ পানীয় জল এবং মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেট সুবিধা নিশ্চিত করা ১৩. প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ১০০% স্কুলে শিশুবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা
5 GENDER EQUALITY	১৪. ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বাল্যবিবাহের হার শূন্যে নামিয়ে আনা ১৫. ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বাল্যবিবাহের হার ১০% এ নামিয়ে আনা ১৬. শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণের হার ৫০% এ উন্নীত করা
6 CLEAN WATER AND SANITATION	১৭. ১০০% জনসংখ্যার নিরাপদ পানীয় জলে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা ১৮. ১০০% জনসংখ্যার নিরাপদ স্যানিটেশন সুবিধায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY	১৯. ১০০% জনসংখ্যার বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিতকরণ ২০. মোট জ্বালানি খরচের ১০% হবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	২১. জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১০% এর বেশি হবে ২২. বেকারত্বের হার ৩% এর কম হবে ২৩. শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের আওতায় না থাকা যুবকদের সংখ্যা ১০% এর নিচে আনা

9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE	২৪. ১০০% রাস্তা সব মৌসুমের জন্য চলাচল উপযোগী হওয়া ২৫. জিডিপিতে উৎপাদন অবদান ৩৫% হবে ২৬. উৎপাদনে (Manufacturing) কর্মসংস্থান হবে ২৫% ২৭. আইসিটি খাতে উদ্যোক্তা ১০ গুণ বাড়ানো হবে
10 REDUCED INEQUALITIES	২৮. সর্বোচ্চ ১০% ও সর্বনিম্ন ১০% জনসংখ্যার মধ্যে আয়ের অনুপাত ব্যবধান ২০ -এ হ্রাস করা ২৯. প্রবাসী কর্মীদের কর্মসংস্থানের খরচের (recruitment cost) সাথে তাদের বার্ষিক আয়ের অনুপাত ১০%
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	৩০. সকল গণপরিবহনে মহিলা, শিশু, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কমপক্ষে ২০% আসন সংরক্ষণ রাখতে হবে
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION	৩১. ১০০% শিল্পকারখানায় কার্যকর বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা
13 CLIMATE ACTION	৩২. দুর্যোগজনিত কারণে মৃত, নিখোঁজ ব্যক্তি এবং সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা প্রতি ১০০,০০০ জনসংখ্যায় ১৫০০ -এর নিচে নামিয়ে আনা
14 LIFE BELOW WATER	৩৩. সংরক্ষিত মোট সামুদ্রিক এলাকার সম্প্রসারণ ৫% হবে
15 LIFE ON LAND	৩৪. মোট ভূমি এলাকার তুলনায় বনভূমি ১৮% উন্নীত করা ৩৫. মোট ভূমির তুলনায় বৃক্ষ-আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ২৫% এ বৃদ্ধি করা
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS	৩৬. ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের ১০০% জন্মনিবন্ধন করতে হবে ৩৭. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক গৃহীত মোট অভিযোগের ৬০% নিষ্পত্তি করা
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS	৩৮. সরকারের রাজস্ব জিডিপি অনুপাত ২০% বৃদ্ধি করা ৩৯. ১০০% জনসংখ্যাকে ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনা

জেলা ও উপজেলা পর্যায়	প্রসঙ্গ: অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়ন (LNOB)	স্থানীয় উন্নয়নে অগ্রাধিকার	ঝুঁকিপূর্ণ/প্রান্তিক (Vulneribility)

(৩৯+১ সূচকগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, ০৩/১২/২০১৮ মন্ত্রিসভার বৈঠক)

SDG অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য

SDG বাস্তবায়নের পুরো প্রক্রিয়ায় সরকার সংগতিপূর্ণভাবে 'Whole of Society' পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে। 'অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়ন' নীতির গুরুত্বারোপ করে সরকার আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী/অঞ্চলের কিছু প্রামাণ্য বিষয় ও তাদের পিছিয়ে থাকার জন্য দায়ী কিছু অন্তর্নিহিত নৈমিত্তিক অনুঘটকের ভিত্তিতে এসডিজির নিরিখে কতিপয় এজেন্ডা চিহ্নিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতোধারায় আনতে প্রয়োজনীয় নীতিকাঠামো প্রণয়নে চারটি স্তম্ভের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো:

(১) আয়-বৈষম্য সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা;
(২) শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত বিষয়ে ব্যবধান কমানো;
(৩) সামাজিক ও লৈঙ্গিক বৈষম্য বিলোপ; এবং
(৪) প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও পিছিয়ে পড়া এলাকার জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা। এর বাইরেও 'অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়ন' নীতি বাস্তবায়নে কিছু নির্দিষ্ট কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয়েছে। এ নীতি বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে এবং ক্রসকাটিং যেসব উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি জোরদারকরণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা, সামাজিক ও আয়-বৈষম্য কমানো, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, যথোপযুক্ত সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ, পিছিয়ে পড়া সামাজিক গোষ্ঠী/এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ।

SDG ২০৩০ বৈশ্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে ২০২০ সালে। কাজেই 'SDG অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০' এ এজেন্ডা বাস্তবায়নের সফলতা, চ্যালেঞ্জ ও কর্মোদ্যোগের ঘাটতির বিষয়ে হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরেছে, যা ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। পরবর্তী সময়ে 'এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২২' প্রণয়ন করা হয়। মার্চ ২০২০ থেকে পরিবার, কমিউনিটি এবং সমাজের মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। বিশেষ করে ২০২০ সালে আর্থসামাজিক খাতে ক্ষতিগ্রস্ততা ছিল উল্লেখযোগ্য, জিডিপি প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে মন্থর হয়, রপ্তানি আয় তীব্রভাবে হ্রাস পায়, সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের হার হ্রাস পায় এবং সরকারের রাজস্ব আয় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ তার জনসংখ্যার অধিকাংশকেই টিকাদান কর্মসূচির আওতায় আনে এবং অর্থনীতির অন্যান্য খাত পুনরুদ্ধারের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নানামুখী উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ ২০২১ সালের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে।

SDG অর্জন ২০১৬-২২

এসডিজি ২০৩০ বৈশ্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটবে ২০২০ সালে (৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা)। কাজেই 'এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০' -এ এজেন্ডা বাস্তবায়নের সফলতা, চ্যালেঞ্জ ও কর্মোদ্যোগের ঘাটতির বিষয়ে হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরে যা ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। ২০২০ পর্যন্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাংলাদেশের অর্জন নিম্নের ছকে দেয়া হলো:–

এসডিজি গোল	এসডিজি অর্জন
1 NO POVERTY এসডিজি ১: দারিদ্র্য বিলোপ	• জাতীয় উচ্চ দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাতের ভিত্তিতে জাতীয় দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়। • ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে এ দারিদ্র্য ৩১.৫ শতাংশে নেমে আসে এবং ২০১৬ সালে তা নেমে আসে ২৪.৩ শতাংশে। সাম্প্রতিক প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, এ দারিদ্র্য ২০১৯ সালে ২০.৫ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। • নিম্ন দারিদ্র্য বা হতদারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর হার ১০.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। • সামাজিক সুরক্ষা জাল বিস্তৃতকরণ কার্যক্রমে আওতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি মোট ব্যয়ের তুলনায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা খাতের মতো প্রধান প্রধান সেবা খাতে সরকারি ব্যয় লক্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে।

এসডিজি গোল	এসডিজি অর্জন
এসডিজি ২: ক্ষুধা মুক্তি	• অপুষ্টি রোধে বাংলাদেশ কিছুটা অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০২০ সালে দেশে অপুষ্টির শিকার জনগোষ্ঠীর হার নেমে আসে ৯.৭ শতাংশে, ২০১৬ সালে যা ছিল ১৬.৪ শতাংশ। • উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের খর্বতা কমানোর ক্ষেত্রে। ২২ বছরের ব্যবধানে এটি অর্ধেকে নেমে এসেছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে দেশে পাঁচ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে খর্বকায় শিশুর (দীর্ঘকালীন অপুষ্টির ফল) হার ছিল ৬০ শতাংশ। ২০১৯ সালে তা ২৮ শতাংশে নেমে এসেছে। • ২০১৪ সালে কৃশতার শিকার শিশুর হার ছিল ১৪ শতাংশ, যা ২০১৯ সালে ৯.৮ শতাংশে নেমে আসে। • ২০০৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে কম ওজনের শিকার শিশুর হার প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। ২০০৭ সালে এ হার ছিল ৪১ শতাংশ এবং ২০১৯ সালে তা ২২.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। • সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষিমুখিতা সূচকে (Agricultural Orientation Index) ২০১৩ সালে বাংলাদেশের প্রাপ্ত স্কোর ছিল ০.২০। ২০১৬ সালে তা দ্বিগুণ হয়ে যায়, যা ইতিবাচক। এ হার বেড়ে ২০১৯ সালে হয় ০.৪১ শতাংশ।
এসডিজি ৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ	• দেশে মাতৃমৃত্যুর হার স্থিতিশীলভাবে কমে এসেছে এবং দক্ষ ধাত্রী ও স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে সন্তান প্রসবের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। • পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার ২০২০ সালে প্রতি হাজারে ১৬৩ জনে নেমে এসেছে, ১৯৯৫ সালে যা ছিল ১২৫ জন। • ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে প্রতি এক হাজার মানুষের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমিতের হার ০.০১৫। • বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ২০২০ সালে প্রতি লাখে যক্ষ্মা আক্রান্তের সংখ্যা ২১৮ জন। • ২০১৭ সালে প্রতি হাজার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১.৬৪ জন। ২০১৯ সালে তা ০.৯২ জনে নেমে এসেছে। • ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের বিয়ের হার ১৯৯৯ সালে প্রতি হাজার নারীর মধ্যে কৈশোরে বিয়ে হতো ১৪৪ জনের। ২০১৯ সালে তা ৮৩ জনে নেমে এসেছে।
এসডিজি ৪: অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা	• ২০১৯ সালের বহুমাত্রিক গুচ্ছ জরিপ (Multiple Indicator Cluster Survey-MICS) অনুযায়ী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির (গ্রেড) শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলা পঠনের ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করেছে ২৫.৯ শতাংশ শিক্ষার্থী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে অঙ্ক কষার ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করেছে মাত্র ১৩ শতাংশ শিক্ষার্থী। ৭৪.৫ শতাংশ শিশুই স্বাস্থ্য, শিক্ষণ ও মনোসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সঠিক পথে আছে। • পূর্ণবয়স্ক সাক্ষরতার হার লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫ সালে এ হার ছিল ৫৩ শতাংশ। ২০২০ সালে তা ৭৫.৬ শতাংশে উন্নীত হয়।
এসডিজি ৫: জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন	• ২০২২ সালের বৈশ্বিক জেন্ডার গ্যাপ (Global Gender Gap Index-GGGI) সূচকে ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭১তম এবং রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান নবম। • ১990 সালে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৪ লাখ। ২০১৮ সালে তা ৮৭.৯০ লাখে উন্নীত হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৯৮০ সালে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তি ছিল ৩৯ শতাংশ, ২০১৭ সালে যা ৬৭ শতাংশে উন্নীত হয়।

এসডিজি গোল	এসডিজি অর্জন
এসডিজি ৬: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন	• ২০১৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে ৪৭.৯ শতাংশ মানুষ নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ পরিষেবার সুযোগ পেয়েছে এবং ৯৮.৫ শতাংশ খানার সদস্যদের ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নত উৎস থেকে সুপেয় পানি সংগ্রহের সুযোগ নিশ্চিত হয়েছে। • ২০১৯ সাল নাগাদ ৮৪.৬ শতাংশ খানার সদস্যদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পয়োনিষ্কাশন (স্যানিটেশন) সেবা গ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। • ৭৪.৮ শতাংশ খানায় নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুযোগ ও অভ্যাস (ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বা হাইজিন) গড়ে উঠেছে।
এসডিজি ৭: সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি	• এসডিজির হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে মাত্র ৩.৪৯ শতাংশ জ্বালানি উৎপাদিত হতো নবায়নযোগ্য উৎসের মাধ্যমে। • বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) গৃহ সৌরবিদ্যুৎ পদ্ধতির (Solar Home System-SHS) আওতায় ৫১ হাজার ৩৬৪টি সৌর প্যানেল স্থাপন করেছে। • এর বাইরে তারা ছাদের ওপরে ৩৭টি হাইব্রিড সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৪০টি সৌরচালিত সেচপাম্প, ১৪টি সৌর চার্জিং কেন্দ্র এবং ৪০টি মিটারিং পদ্ধতি স্থাপন করেছে। • সৌর প্যানেলের মাধ্যমে উৎপাদিত মোট বিদ্যুতের পরিমাণ ১৩.৩১ মেগাওয়াট (wc)।
এসডিজি ৮: স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং শোভন কাজ	• বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্ন আয় থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে সফলভাবে উন্নীত হয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত তিনটি সূচকেই ২০১৮ সালে প্রয়োজনীয় মান অর্জনে সক্ষম হয়েছে। • দেশে মাথাপিছু প্রকৃত গড় বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বগতি লক্ষণীয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ হার ছিল ৫.১ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে তা ৫.৭৪ শতাংশে উন্নীত হয়।
এসডিজি ৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	• ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ২৪.৪৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, ২০২০-২১ অর্থবছরে যা ছিল ২৩.৩৬ শতাংশ। • বাংলাদেশ বর্তমানে ১,৬০০-এর অধিক প্রকারের পণ্য রপ্তানি করে। • ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসের উপাত্ত অনুযায়ী, দেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা ১৫.৭৫ কোটি। • ২০১৮ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সফলভাবে প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণ করে। • ২০২১ সালের শেষ দিকে ৫-জি যাত্রা শুরু করেছে। থ্রি-জি ও ফোর-জি সংযোগের হার যথাক্রমে ৯৫.৫% ও ৯৮.১০% হয়েছে, যেখানে ২০২০ সালে থ্রি-জি সংযোগের হার ৯৫.৫৪% ছিল।

এসডিজি গোল	এসডিজি অর্জন
এসডিজি ১০: অসমতার হ্রাস	• বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা (Official Development Assistance-ODA) ও সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI) বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত আছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ ওডিএ পেয়েছে ৭৯৫.৭ কোটি মার্কিন ডলার। ২০২০ সালে এফডিআই এসেছে ১৫১ কোটি ডলার। • সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) ২০২০ সালে শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়িয়ে দেশের মোট জিডিপির ৩ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
এসডিজি ১১: টেকসই শহর ও জনপদ	• শহরের পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ব্যাপারে নগর পরিকল্পনার মৌলিক সুপারিশগুলো দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ ও দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-তে সন্নিবেশ করা হয়েছে।
এসডিজি ১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন	• আধুনিক পরিচ্ছন্ন শহর (Smart City) গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। • যশোর শহরে সম্প্রতি প্রথমবারের মতো সমন্বিত ভাগাড় ব্যবস্থাপনা ও বর্জ্য থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিদিনকার নগরবর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে বায়োগ্যাস, বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদন করা হচ্ছে। • সিলেট মহানগরীও 'সবুজ শহর' ধারণা প্রবর্তন করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় নাগরিক উদ্যোগে নগরীর বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে সার তৈরি করা হচ্ছে।
এসডিজি ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম	• দুর্যোগঝুঁকি প্রশমনে 'সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ২০১৫-২০৩০' ও অনুস্বাক্ষর করা অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রটোকলের সঙ্গে সংগতি রেখে সরকার 'বাংলাদেশের দুর্যোগঝুঁকি প্রশমন কৌশল (২০১৬-২০৩০)' প্রণয়ন করেছে। • জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল কর্মপরিকল্পনা (Bangladesh Climate Change Strategic and Action Plan-BCCSAP) হালনাগাদ করেছে। • জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়াতে বাংলাদেশ ২০১৮ সালে সবুজ জলবায়ু তহবিল (Green Climate Fund-GCF) থেকে অর্থায়ন পেয়েছে।
এসডিজি ১৪: জলজ জীবন	• বঙ্গোপসাগরের 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' অঞ্চলে চারটি এলাকা চিহ্নিত করে বাংলাদেশ সফলভাবে উপকূলীয় সংরক্ষিত এলাকার আওতা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে।
এসডিজি ১৫: স্থলজ জীবন	• অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি প্রধান লক্ষ্য হলো বনভূমিতে বৃক্ষের ঘনত্ব বাড়ানো। ২০১৩-১৪ সময়ে এর পরিমাণ ছিল ১.৭ শতাংশ। ২০১৯ সালে তা ৩.০৬ শতাংশ হয়েছে। ২০৩০ সাল নাগাদ যা ৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। • সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গাছ কাটায় নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ২০২২ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

এসডিজি গোল	এসডিজি অর্জন
এসডিজি ১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান	• জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা ও তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন • ২০১৫ সালে প্রতি লাখ জনগোষ্ঠীর বিপরীতে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের শিকার মানুষের হার ১.৮ জনে নেমে এসেছে। এর মধ্যে ১.৪ জন পুরুষ এবং ০.৪ জন নারী। • মানব পাচারের সংখ্যাও ২০১৫ ভিত্তি বছরের তুলনায় কমে এসেছে। এ বছর প্রতি ১ লাখ জনসংখ্যার বিপরীতে পাচারের শিকার হয়েছিল ০.৮৫ জন। ২০২০ সালে তা দশমিক ০.৪৬ জনে নেমে আসে। • কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সরকার এরই মধ্যে সুশাসনকেন্দ্রিক কিছু উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে সরকারি দপ্তরগুলোতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, সিটিজেন চার্টার ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চালু করা এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি (জিআরএস) অনুসরণ করা।
এসডিজি ১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারত্ব	• জিডিপির অনুপাতে যে মাত্রায় প্রয়োজনীয় সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছিল, সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে রাজস্ব প্রাপ্তি তার চেয়ে বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজস্ব বাড়ানোর জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে করদাতার সংখ্যা বাড়ানো এবং বিচক্ষণ কর সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বন। • বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রে স্থিতিশীল ও পরিমিত প্রবৃদ্ধি লক্ষণীয়, যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোয় জাতীয় বাজেটের অনুপাতে এ সহায়তার হার কমেছে।

সূত্র: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২০, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২২, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

অধ্যায় ২

জাতীয় ও স্থানীয় উন্নয়ন কাঠামো এবং এসডিজির সাযুজ্যতা

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

পরিকল্পনা হলো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কী কাজ করতে হবে, এ সম্পর্কে ধারণা তৈরি ও বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা। পরিকল্পনা হলো ব্যবস্থাপনা প্রাথমিক এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে একটি দেশের বা অঞ্চলের কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সুচিন্তিত ও সচেতনভাবে পরিকল্পত কর্মসূচি গ্রহণ করাকেই বোঝায়। বর্তমান যুগ উন্নয়নের যুগ এবং পরিকল্পনার যুগ। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশ জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন এবং দেশে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ব্যাপক অর্থে স্থাপিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনার নিমিত্তে অপ্রচুর সম্পদ ব্যবহারের সুস্পষ্ট নীতি বা নির্দেশকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে। আধুনিককালে বিশ্বের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচির সর্বজনীন স্বীকৃতি রয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে যেসব সমস্যা থাকে, সেগুলোর সমাধানের জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়া দরকার, তা কেবল পরিকল্পনার মাধ্যমেই লাভ করা যায়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক সমস্যাবলির সমাধান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

২.১ বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা কাঠামোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা

স্বাধীনতা- উত্তরকালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন দারিদ্র্য বিমোচন ও দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে আটটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা এবং তিনটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পরিকল্পনাগুলো হলো -

(১) প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)
(২) দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০)
(৩) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)
(৪) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)
(৫) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)
(৬) পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৮-২০০২)
(৭) ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫)
(৮) সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৫-২০)
(৯) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫)
(১০) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১
(১১) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১
(১২) বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা/ কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। বিদেশি সাহায্যনির্ভর এ পরিকল্পনাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়নি। তবুও বলা যায়, বাংলাদেশের এসব উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয়েছে। ধীরে ও অল্পহারে হলেও এ দেশে মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বাড়ার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। অর্থনীতির কাঠামোগত ও গুণগত পরিবর্তন তেমন না ঘটলেও সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।

সময়কালের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনাসমূহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যা নিম্ন ছকে উল্লেখ করা হলো–

পরিকল্পনার ধরন	উদাহরণ
দীর্ঘমেয়াদি বা প্রেক্ষিত	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ (১ম) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ (২য়) বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

পরিকল্পনার ধরন	উদাহরণ
স্বল্পমেয়াদি	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বার্ষিক পরিকল্পনা/বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

বাংলাদেশ সরকার কয়েক দশক ধরে দেশের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে একটি নীলনকশা হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) পূর্বসূরি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান পরিকল্পনাটি হলো দেশের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (FYP), যা ২০২১ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পরিকল্পনাটি ২০৩০ সালের মধ্যে SDG বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২১-২৫) নির্দিষ্ট অধ্যায়ে 'অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়ন' কৌশলের অংশ হিসেবে সেগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ নীতি বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে এবং ক্রসকাটিং হিসাবে যেসব উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি জোরদারকরণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা, সামাজিক ও আয়বৈষম্য কমানো, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, যথোপযুক্ত সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ, পিছিয়ে পড়া সামাজিক গোষ্ঠী/এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর সঙ্গে সংগতি রেখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় খাতের প্রধান অভীষ্ট হলো, 'দেশে একটি কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও সমতাভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করা।' এ খাতে গৃহীত সব প্রকল্প ও কর্মসূচি নেয়া হবে এ অভীষ্টের সঙ্গে সংগতি রেখে। বাংলাদেশকে ২০৩১ অর্থবছরের মধ্যে একটি উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর সক্ষমতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টিতে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক একটি কর্মসম্পাদনভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। অন্যান্য স্থানীয় সরকার সংস্থা যেগুলো বৈদেশিক অর্থায়ন পায়নি, সেগুলোর ক্ষেত্রেও অনুরূপ মানদণ্ড গ্রহণ করা হবে। যত দিন না স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মসম্পাদন একটি নির্দিষ্ট মান অর্জন করতে পারে, তত দিন এ অর্থায়ন ব্যবস্থা চালু রাখা হবে। এ অর্থ এডিপির অতিরিক্ত বরাদ্দ ও লভ্যাংশ হিসেবে দেয়া হবে। একটি কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও সমতাভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সীমিত সম্পদের দক্ষ বণ্টন ও ব্যবহার, শাসন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ ধরনের একটি পদ্ধতি যেসব মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হবে, তার মধ্যে রয়েছে:

(১) স্থানীয় পর্যায়ে গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন;
(২) স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সম্পদ আহরণ; এবং
(৩) শহুরে ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা সরবরাহ করা।

স্থানীয় সরকার বিভাগের তিনটি প্রধান লক্ষ্য হলো–স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসনের লক্ষ্য অর্জন; স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ আহরণে অগ্রগতি সাধন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় সরকারের মধ্যে সমন্বয় জোরদারকরণ। এ বিষয়গুলো নিম্নে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হলো: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ–

(১) স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিতকরণ

- জনগণের জন্য বিভিন্ন পরিষেবা সরবরাহের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে তাদের পৃথক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহের বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে স্পষ্ট ধারণা প্রদান;
- জাতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সংযোগ স্থাপনে বিদ্যমান নির্দেশিকার হালনাগাদকরণ;
- স্থানীয় সরকার সংস্থা, পল্লী উন্নয়ন সংস্থা ও এর সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য সংস্থার সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কর্মসম্পাদন-ভিত্তিক প্রণোদনার বিষয়টি উৎসাহিতকরণ;

- স্থানীয় উন্নয়ন বিষয়ে কার্যক্রমভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা ও তার ফলাফল সকলকে অবহিতকরণ; এবং
- স্থানীয় সরকার সংস্থা ও পল্লী উন্নয়ন সংস্থাসমূহে নারীর ক্ষমতায়ন উৎসাহিতকরণ।

(২) উন্নততর সেবা সরবরাহ

- গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন এবং টেকসই ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠাকরণ;
- 'অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়ন' এ নীতির সঙ্গে সংগতি বিধানকল্পে তৃণমূল পর্যায়ে যথাযথ পরিষেবা নিশ্চিত করা;
- টেকসই উপায়ে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা;
- ই-গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা ও পরিষেবার উন্নয়ন সাধন;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বাড়ানো; এবং
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি পরিষেবা উৎসাহিতকরণ।

(৩) জাতীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সম্পদ সংগ্রহ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোয় সরকারের বরাদ্দ ছাড়করণ ব্যবস্থার সংস্কার সাধন এবং এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্ণায়ক নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতে স্বচ্ছতার সঙ্গে ও অনুমানযোগ্যতার ভিত্তিতে বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ; এবং
- স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর সম্পদ আহরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে নাগরিকদের বিভিন্ন পরিষেবা দেয়ার বিনিময়ে গৃহীত অর্থ ও সম্পদ কর আহরণে জোর দেয়া।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য নির্ধারিত প্রধান কৌশলসমূহ

দক্ষতার সঙ্গে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতি সরকারি পরিষেবাসমূহ সরবরাহ এবং স্থানীয় সমস্যাসমূহ নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে স্থানীয় সরকারের জন্য বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি সরকারই দেখভাল করে থাকে। অধিকন্তু যথাযথ গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে সংস্কার আনা প্রয়োজন: (i) স্থানীয় সরকারসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রম; (ii) সেবা সরবরাহ কার্যক্রম; এবং (iii) সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম।

এ প্রেক্ষিতে সরকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় তিনটি কৌশল বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দেয়া হবে, যা হলো:–

সিটি কর্পোরেশনের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন কৌশল (SGICC) **(২০২০-২০৩০):** ২০২০ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে সিটি কর্পোরেশন প্রশাসনে গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনে এ কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। কৌশলটির চারটি প্রধান অভীষ্ট রয়েছে– (i) সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন; (ii) সিটি কর্পোরেশনে ধারাবাহিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি অর্জন ও উন্নয়ন; (iii) সিটি কর্পোরেশনসমূহের রাজস্ব কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং বহু বছরভিত্তিক রাজস্ব কাঠামোর ওপর ভর করে বাজেট প্রস্তুতকরণ; এবং (iv) সিটি কর্পোরেশনের মানবসম্পদের ধারাবাহিক উন্নয়ন সাধনে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট পদ্ধতি গৃহীত হবে। এছাড়া বহুমাত্রিক কৌশলগত নির্দেশনার ভিত্তিতে এসব অভীষ্ট বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সিটি কর্পোরেশনে প্রশাসনিক গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

পৌরসভার গভর্ন্যান্স কাঠামোর উন্নয়নে জাতীয় কৌশল (২০১৬-২০২৫): এই কৌশলগত দলিলের উদ্দেশ্য হলো, এটির বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌরসভাগুলো যেন ২০২৫ সালের মধ্যে এর অধিক্ষেত্রের নাগরিকদের জন্য টেকসই উপায়ে ও সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করে নির্ধারিত অগ্রাধিকারমূলক সরকারি পরিষেবাসমূহ নিশ্চিত করতে পারে। এক্ষেত্রে চারটি মৌলিক অভীষ্টকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এগুলো হলো: (i) পৌরসভাসমূহের রাজস্ব আহরণ বাড়ানো; (ii) একটি যথোপযুক্ত পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌরসভার যথাযথ আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠাকরণ; (iii) আইন, বিধি, নির্দেশনা ও অন্যান্য আইনি বিধিবিধানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে দক্ষতার সঙ্গে ও কার্যকরভাবে পৌরসভার প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন; এবং (iv) পৌরসভার মানবসম্পদের উন্নয়ন সাধন। এ লক্ষ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কৌশলগত পরিকল্পনায় পৌরসভার উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়টিকে সরকার অগ্রাধিকার দেবে।

উপজেলা পরিষদের গভর্ন্যান্স কাঠামোর উন্নয়নে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল: একটি দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই কৌশলগত দলিলে মৌলিক নীতি নির্দেশনাসমূহ স্পষ্টকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রথমেই এটিতে উপজেলা পরিষদের কর্মকৌশল নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা ২০৪১ সালের মধ্যে উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পিত ও সমন্বিত উপায়ে উন্নততর সরকারি পরিষেবাসমূহ সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ার বিষয়টিকে নির্দেশ করে। এতে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমে সমন্বয় সাধনের

বিষয়টিকে সর্বোচ্চ জোর দেয়া হয়। উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমে যখন কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত হয়, তখন উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা সরবরাহ কার্যক্রমেরও উন্নতি ঘটে। উপজেলা পর্যায়ের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে এ-সংক্রান্ত কৌশল বাস্তবায়নে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাতটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে: (i) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের উল্লম্বী ও সমান্তরাল সমন্বয় সাধন; (ii) উপজেলা কমিটিকে কার্যকর রূপদান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সঙ্গে অধিকতর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আরও বেশি অবদান রাখা; (iii) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়ন; (iv) উপজেলা পরিষদের বাজেট ও তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনগণের মতামতের প্রতিফলন নিশ্চিত করা (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এডিপি উভয় ক্ষেত্রেই); (v) সংশ্লিষ্ট আইন ও নির্দেশনা অনুসারে যথাযথ উপায়ে বাজেট ও বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ; (vi) স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট উইং কর্তৃক উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমের যথাযথ পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা; এবং (vii) সকল উপজেলা পরিষদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ -এর ভিত্তিমূলে রয়েছে দুটি প্রধান অভীষ্ট

(ক) ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে বর্তমান মূল্যে মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ মার্কিন ডলারেরও বেশি এবং যা হবে ডিজিটাল বিশ্বের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ,

(খ) বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের ঘটনা।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ -এর কৌশলগত লক্ষ্য ও মাইলফলক দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক নীতির অপরিহার্য উপাদান হিসেবে নিম্নবর্ণিত কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ অনুসরণ করা হবে:

- ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নিরসন; ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ৩ শতাংশেরও নিচে নামিয়ে আনা;
- ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন;
- রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের সাথে শিল্পায়ন কাঠামোগত রূপান্তরকে ভবিষ্যতের দিকে চালিত করবে;
- কৃষিতে মৌলিক রূপান্তরের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, যা ভবিষ্যতের জন্য পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে;
- ভবিষ্যতের সেবা খাত গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিকে প্রাথমিকভাবে শিল্প ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য সেতুবন্ধ রচনা করবে;
- একটি উচ্চ আয়ের অর্থনীতির দিকে অগ্রযাত্রা কৌশলের অপরিহার্য অংশ হবে নগরের বিস্তার;
- একটি অনুকূল পরিবেশের অপরিহার্য উপাদান হবে দক্ষ জ্বালানি ও অবকাঠামো, যা দ্রুত, দক্ষ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে;
- জলবায়ু পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলায় একটি স্থিতিশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণ; এবং
- একটি দক্ষতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে বাংলাদেশকে জ্ঞানভান্ডার দেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ -এ উন্নয়নের নির্ধারিত কৌশলে এসডিজি গোল অর্জনকে প্রাধান্য দিয়ে খাতভিত্তিক ও বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে ৮ম পঞ্চবার্ষিক এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ -এর উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত খাতসমূহ নিম্নরূপ-

এসডিজি গোল/অভীষ্ট	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়নের কৌশলপ্রাপ্ত অগ্রাধিকার খাত	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ -এ উন্নয়নের কৌশলপ্রাপ্ত অগ্রাধিকার বিষয়
এসডিজি ১: দারিদ্র্য বিলোপ	খাত-১: সাধারণ সরকারি সেবা খাত-৭: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	৩. একটি দারিদ্র্যশূন্য দেশ
এসডিজি ২: ক্ষুধামুক্তি		৫. একটি উচ্চ-আয়ের দেশে গ্রামীণ উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য টেকসই কৃষি

এসডিজি গোল/অভীষ্ট	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়নের কৌশলপ্রাপ্ত অগ্রাধিকার খাত	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ -এ উন্নয়নের কৌশলপ্রাপ্ত অগ্রাধিকার বিষয়
এসডিজি ৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ	খাত-১০: স্বাস্থ্য	
এসডিজি ৪: অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা	খাত-১১: শিক্ষা ও প্রযুক্তি	৪. মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে মানব উন্নয়ন এবং জনমিতিক লভ্যাংশ আহরণ
এসডিজি ৫: জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন	খাত-১৪: সামাজিক সুরক্ষা	
এসডিজি ৬: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন		
এসডিজি ৭: সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি	খাত-৫: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	৭. একটি উচ্চ-আয় দেশের জন্য টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি
এসডিজি ৮: স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং শোভন কাজ		২. একটি উচ্চ-আয় অর্থনীতির দিকে ত্বরান্বিত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো
এসডিজি ৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	খাত-৩: শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা খাত-১২: ডিজিটাল বাংলাদেশ ও তথ্য ও যোগাযোগ	৬. একটি ভবিষ্যৎবাদী বিশ্বব্যবস্থায় শিল্পায়ন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও কর্মসংস্থান ৮. আইসিটি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা লালনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য একটি উদ্ভাবনমুখী অর্থনীতি সৃজন
এসডিজি ১০: অসমতার হ্রাস	খাত-১৩: বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	
এসডিজি ১১: টেকসই শহর ও জনপদ	খাত-৯: গৃহায়ণ ও নাগরিক পরিষেবাসমূহ খাত-৬: পরিবহন ও যোগাযোগ	৯. অব্যাহত দ্রুত প্রবৃদ্ধির জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো বিনির্মাণ ১০. একটি উচ্চ-আয় অর্থনীতিতে নগর পরিবর্তনশীলতার ব্যবস্থাপনা
এসডিজি ১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন	খাত-৪: কৃষি	
এসডিজি ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম	খাত-৮: পরিবেশ ও জলবায়ু	১১. একটি গতিশীল প্রাণবন্ত বদ্বীপে টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও জলবায়ুসহিষ্ণু জাতি বিনির্মাণ এবং সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা উন্মোচন

এসডিজি গোল/অভীষ্ট	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়নের কৌশলপ্রাপ্ত অগ্রাধিকার খাত	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ -এ উন্নয়নের কৌশলপ্রাপ্ত অগ্রাধিকার বিষয়
এসডিজি ১৪: জলজ জীবন		
এসডিজি ১৫: স্থলজ জীবন		
এসডিজি ১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান	খাত-২: জনশৃঙ্খলা ও সুরক্ষা	১. একটি উচ্চ-আয় দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ও সুশাসন নিশ্চিতকরণ
এসডিজি ১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারত্ব		

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়নের আইনগত বাধ্যবাধকতা

বাংলাদেশ সংবিধান অনুচ্ছেদ ৫৯ অনুযায়ী, আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনভার প্রদান করা হবে। প্রতিষ্ঠানসমূহ আইনের মাধ্যমে প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবে এবং আইনে নিম্নলিখিত বিষয়-সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

(ক) প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য;

(খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা;

(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

অতএব, জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সংবিধান কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব।

সংবিধানের আলোকে সরকার পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং আইনের মাধ্যমে নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কার্যাবলি অর্পণ করেছে-

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর ধারা ৫০ অনুযায়ী পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ- পৌরসভার মূল দায়িত্ব- পৌর এলাকায় নাগরিকগণের পৌরসেবা প্রদানের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ইমারত নিয়ন্ত্রণসহ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ৩য় তফসিল অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ-
আইনের ২য় তফসিল অনুযায়ী পৌরসভাকে পরিকল্পনা প্রণয়নবিষয়ক নিম্নরূপ দায়িত্ব অর্পণ করেছে শহর পরিকল্পনা- পরিকল্পনার উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করা **উন্নয়ন** • উন্নয়ন পরিকল্পনা • সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা • বাণিজ্যিক প্রকল্প	**শহর পরিকল্পনা** • মহাপরিকল্পনা • ভূমির উন্নয়ন প্রকল্প **উন্নয়ন** • উন্নয়ন পরিকল্পনা • সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

২.২ SDG বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

বাংলাদেশ সংবিধান অনুচ্ছেদ ৫৯ আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনভার প্রদান করা হবে। প্রতিষ্ঠানসমূহ আইনের মাধ্যমে প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবে এবং আইনে নিম্নলিখিত বিষয়-সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (ক) প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য; (খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা; (গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। অনুচ্ছেদ ৬০ এ উল্লেখ রয়েছে যে ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলিকে পূর্ণ কার্যরূপদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করবেন। এ আলোকে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিম্নরূপ-

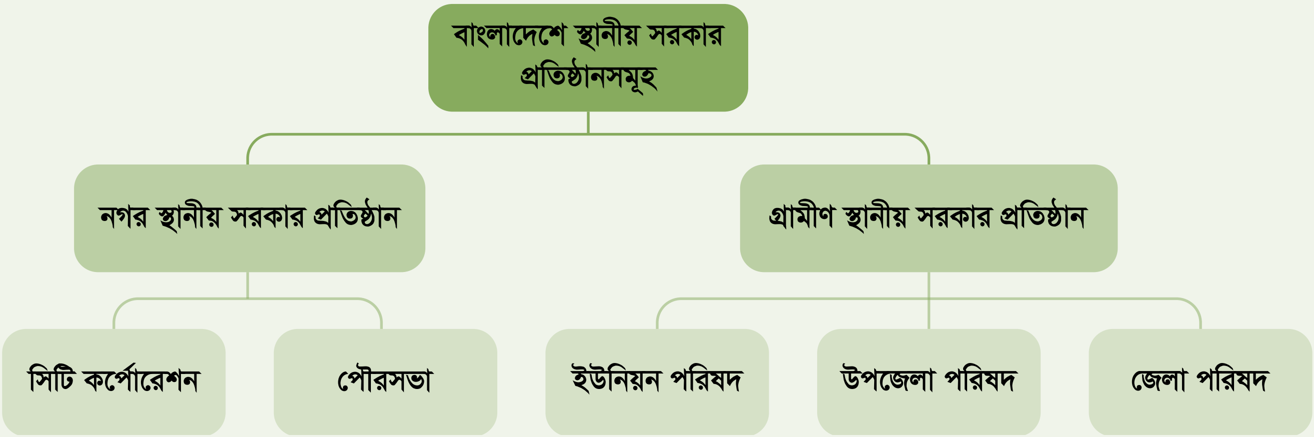

প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সরকার পৃথক আইন প্রণয়ন করে দায়িত্ব অর্পণ করেছে। মোট ৩২৯টি পৌরসভা এবং ১২টি সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নগর স্থানীয় সরকারব্যবস্থা পরিচালিত হয়। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পরিচালনার জন্য পৃথক দুটি আইন নিম্নরূপ-

- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯
- স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯

উল্লিখিত আইনের আলোকে প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের জন্য নির্ধারিত কার্যাবলি পর্যায়ক্রমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ -এর ধারা ৪১ অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হলো- (ক) কর্পোরেশনের তহবিলের সংগতি অনুযায়ী তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করা; (খ) বিধি এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাবলি

সম্পাদন করা; (গ) সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অন্য কোনো দায়িত্ব বা কার্য সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করলে উহা সম্পাদন করা। আইনের ৩য় তফসিল অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের সুনির্দিষ্ট কার্যাবলি নিম্নরূপ-

১. জনস্বাস্থ্য
- স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব
- অস্বাস্থ্যকর ইমারতসমূহ
- আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ এবং উহার ব্যবস্থাপনা
- পায়খানা ও প্রস্রাবখানা

২. জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ রেজিস্ট্রি
৩. সংক্রামক ব্যাধি
৪. স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও মাতৃসদন ইত্যাদি
৫. জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন
৬. হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি
৭. চিকিৎসা, সাহায্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি
৮. পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন প্রণালি
- পানি সরবরাহ
- পানি সরবরাহের ব্যক্তিগত উৎস
- পানি নিষ্কাশন
- পানি নিষ্কাশন প্রকল্প
- স্নান ও ধৌত করার স্থান
- ধোপী ঘাট এবং ধোপা
- সরকারি জলাধার

৯. সাধারণ খেয়া পারাপার
১০. সরকারি মৎস্যক্ষেত্র
১১. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি
- খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদিসংক্রান্ত
- দুধ সরবরাহ

১২. সাধারণের বাজার
১৩. বেসরকারি বাজার
১৪. কসাইখানা
১৫. পশু
- পশুপালন
- বেওয়ারিশ পশু
- পশুশালা ও খামার
- গবাদিপশু বিক্রয় রেজিস্ট্রিকরণ
- পশুসম্পদ উন্নয়ন
- বিপজ্জনক পশু
- গবাদিপশু প্রদর্শনী ইত্যাদি
- পশুর মৃতদেহ অপসারণ

১৬. শহর পরিকল্পনা
- মহাপরিকল্পনা
- ভূমির উন্নয়ন প্রকল্প

১৭. ইমারত নিয়ন্ত্রণ
- ইমারত সম্পর্কিত প্রবিধান

১৮. রাস্তা
- সাধারণের রাস্তা
- রাস্তা
- রাস্তা সম্বন্ধে সাধারণ বিধানাবলি
- অবৈধভাবে প্রবেশ
- রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা
- রাস্তা ধোয়ার ব্যবস্থা

১৯. যানবাহন নিয়ন্ত্রণ
- সাধারণ যানবাহন

২০. জননিরাপত্তা
- অগ্নিনির্বাপণ
- বেসামরিক প্রতিরক্ষা

২১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
২২. বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য
২৩. গোরস্তান ও শ্মশান
২৪. গাছ, পার্ক, উদ্যান ও বন
- বৃক্ষরোপণ
- উদ্যান
- খোলা জায়গা
- বন
- বৃক্ষসংক্রান্ত ক্ষতিসাধন কার্যাবলি

২৫. পুকুর ও নিম্নাঞ্চল
২৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতি
- শিক্ষা
- বাধ্যতামূলক শিক্ষা
- শিক্ষা সম্পর্কিত সাধারণ বিধানাবলি
- সংস্কৃতি
- পাঠাগারসমূহ
- মেলা ও প্রদর্শনী

২৭. সমাজকল্যাণ
২৮. উন্নয়ন
- উন্নয়ন পরিকল্পনা
- সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

পৌরসভার কার্যাবলি

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ -এর ধারা ৫০ অনুযায়ী পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ-

পৌরসভার মূল দায়িত্ব-

(ক) স্ব-স্ব এলাকাভুক্ত নাগরিকগণের এই আইন ও অন্যান্য আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধান অনুসারে সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা প্রদান করা;

(খ) পৌর প্রশাসন ও সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(গ) পৌর এলাকায় নাগরিকগণের পৌরসেবা প্রদানের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ইমারত নিয়ন্ত্রণসহ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা; এবং

(ঘ) নাগরিক নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষা করা।

পৌরসভার কার্যাবলি হইবে-

(ক) আবাসিক, শিল্প এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য পানি সরবরাহ;

(খ) পানি ও পয়োনিষ্কাশন;

(গ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে রাস্তা, ফুটপাত, জনসাধারণের চলাচল, যাত্রী এবং মালামালের সুবিধার্থে টার্মিনাল নির্মাণ ;

(চ) জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯ নং আইন) এ প্রদত্ত কার্যাবলি;

(ছ) পরিবহন ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, পথচারীদের সুবিধার্থে যাত্রীছাউনি, সড়কবাতি, যানবাহনের পার্কিং স্থান এবং বাসস্ট্যান্ড বা বাস স্টপের ব্যবস্থা করা;

(জ) নাগরিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঝ) বাজার ও কসাইখানা স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা;

(ঞ) শিক্ষা, খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন, আমোদ-প্রমোদ এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ সৃষ্টি ও প্রসারে সহায়তা, পৌর এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি ; এবং

(ট) আইন, বিধি, প্রবিধি, উপ-আইন বা সরকার প্রদত্ত আদেশে অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলি।

পৌরসভার নিজস্ব কারিগরি ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে নাগরিক সুবিধার্থে উপরি-উক্ত কার্যাবলি স্থগিত করা যাবে না। উল্লিখিত কোনো কার্য সম্পাদিত না হলে সরকার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতে পারবে। উপরোক্ত কার্যাবলি ছাড়াও পৌরসভা তার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করবে। ২য় তফসিলে বর্ণিত কার্যাবলি নিম্নরূপ-

জনস্বাস্থ্য	**পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন**
১. স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব	১০. পানি সরবরাহ
২. অস্বাস্থ্যকর ইমারতসমূহ	১১. পানি সরবরাহের ব্যক্তিগত উৎস
৩. আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা	১২. পানি নিষ্কাশন
৪. পাবলিক টয়লেট	১৩. পানি নিষ্কাশন প্রকল্প
৫. জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ নিবন্ধন	১৪. স্নান ও ধৌত করার স্থান
৬. সংক্রামক ব্যাধি	১৫. ধোপী-ঘাট এবং ধোপা
৭. জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন	১৬. সরকারি জলাধার
৮. হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি	১৭. সাধারণ খেয়া পারাপার
৯. চিকিৎসা, সাহায্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা, ইত্যাদি	১৮. সরকারি মৎস্যক্ষেত্র

খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি

১৯. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি
২০. দুধ সরবরাহ
২১. সাধারণের বাজার
২২. বেসরকারি বাজার
২৩. কসাইখানা

পশু

২৪. পশুপালন
২৫. বেওয়ারিশ পশু
২৬. পশুশালা ও খামার
২৭. গবাদিপশু বিক্রয় নিবন্ধিকরণ
২৮. পশুসম্পদ উন্নয়ন
২৯. বিপজ্জনক পশু
৩০. গবাদিপশু প্রদর্শনী, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি
৩১. পশুর মৃতদেহ অপসারণ

শহর পরিকল্পনা

৩২. মহাপরিকল্পনা
৩৩. জমির উন্নয়ন প্রকল্প
৩৪. জমি উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করা

ইমারত নিয়ন্ত্রণ

৩৫. ইমারত নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ
৩৬. ইমারত সমাপন, ইমারত পরিবর্তন, ইত্যাদি
৩৭. ইমারত নিয়ন্ত্রণ

সড়ক

৩৮. সাধারণের সড়ক
৩৯. সড়ক
৪০. সড়ক সম্বন্ধে সাধারণ বিধানাবলি
৪১. সড়ক বাতির ব্যবস্থা
৪২. সড়ক ধোয়ার ব্যবস্থা
৪৩. যানবাহন নিয়ন্ত্রণ
৪৪. সাধারণ যানবাহন

জননিরাপত্তা

৪৫. অগ্নিনির্বাপণ
৪৬. বেসামরিক প্রতিরক্ষা
৪৭. বন্যা
৪৮. বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য
৪৯. গোরস্তান ও শ্মশান

বৃক্ষ, পার্ক, উদ্যান ও বন

৫০. বৃক্ষরোপণ
৫১. উদ্যান
৫২. খোলা জায়গা
৫৩. বনরাজ
৫৪. বৃক্ষের ক্ষতিসাধন- সংক্রান্ত কার্যাবলি
৫৫. পুকুর ও নিম্নাঞ্চল

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি

৫৬. শিক্ষা
৫৭. বাধ্যতামূলক শিক্ষা
৫৮. শিক্ষা- সম্পর্কিত সাধারণ বিধানাবলি
৫৯. সংস্কৃতি
৬০. পাঠাগারসমূহ

সমাজকল্যাণ

৬১. সমাজকল্যাণ

উন্নয়ন

৬২. উন্নয়ন পরিকল্পনা
৬৩. সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা
৬৪. বাণিজ্যিক প্রকল্প

২.৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

আইন দ্বারা নির্ধারিত এসডিজি দায়িত্ব ও কার্যাবলি পালনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ অর্জন সম্ভব। আইনের ধারা এবং ধারার আলোকে অর্পিত সুনির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পর্ক স্থাপন করে একটি ছকের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। সংযুক্তি ১ -এ তা স্থাপন করা হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার কার্যাবলিসমূহ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অনুযায়ী লক্ষ্যকে সাযুজ্য করে সংযুক্তি ১ -এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে এসডিজি স্থানীয়করণ

অধ্যায় ৩

৩.১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ সম্পর্কিত ধারণা

স্থানীয়করণ

স্থানীয়করণ হলো একটি বৈশ্বিক অভীষ্ট বা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্দেশ্যের লক্ষ্য ও পরিধিকে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নীতিনির্ধারণে নিয়মিতভাবে ও ধারাবাহিকভাবে আত্মীকরণ করা। উদ্দেশ্যকে স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি, প্রয়োজন, চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ করে উপস্থাপন করায় স্থানীয়করণ। একটি সফল স্থানীয়করণ প্রক্রিয়া, আন্তর্জাতিক বা বৈশ্বিক উদ্দেশ্যের অর্জনকে সহজতর করে থাকে। স্থানীয়করণের ফলে স্থানীয় ও ভৌগোলিক প্রয়োজন বা চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য করে উদ্দেশ্যটিকে পরিবর্ধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা যেতে পারে। এতে উদ্দেশ্যের অর্জিত অর্জন স্থায়িত্ব ও স্বীকৃতি ও স্থানীয় চাহিদাবান্ধব হয়ে থাকে। এককথায় স্থানীয়করণ হলো সামগ্রিকভাবে উদ্দেশ্য অর্জনের একটি প্রক্রিয়া (TechTarget, 2015)।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ হলো SDG-২০৩০ এর এজেন্ডাগুলো অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ প্রক্রিয়ায় SDG এজেন্ডাগুলোর নির্ধারিত লক্ষ্য ও সূচকগুলোর বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ, অগ্রগতি পরিমাপ এবং মনিটরিং করা হয়। SDG স্থানীয়করণ SDG এজেন্ডাগুলোকে সরকারের স্থানীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন নীতিমালায় একীভূত করে অর্জনে করণীয় নির্ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ SDG এজেন্ডা বাস্তবায়নের কাঠামো প্রণয়ন করে থাকে SDG স্থানীয়করণ প্রক্রিয়া (Strategies and Plans, 2020)।

৩.২ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশে SDG বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার নেতৃত্বের জন্য সর্বোচ্চ ফোরাম SDG বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা কমিটি। জাতীয় পর্যায়ের এ সর্বোচ্চ কমিটিকে সহায়তা করছে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বাস্তবায়ন কমিটিসমূহ। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জাতীয় পর্যায়ের মতামতের পাশাপাশি স্থানীয় অংশীজনদের মতামত গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নেওয়া হয়। বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিসমূহ নিম্নরূপ-

নিম্নরূপ এসডিজি পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন স্তরে কমিটি গঠন করা হয়েছে–

- SDG বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা কমিটি
- SDG বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সংক্রান্ত বিভাগীয় কমিটি
- SDG বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সংক্রান্ত জেলা কমিটি
- SDG বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি

SDG বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা কমিটি

পর্যালোচনা কমিটির কার্যপরিধি:

- এসডিজির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান
- এসডিজি সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা।
- SDG বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবগতি/অনুমোদনের জন্য প্রতি ৬ মাসে রিপোর্ট দাখিল করা।
- প্রতিবছর কমিটির অন্তত ২টি সভা অনুষ্ঠিত হবে; এসডিজি সংক্রান্ত কোনো জরুরি সিদ্ধান্ত নিতে যে কোনো সময় সভা অনুষ্ঠান হতে পারে।

নিম্নোক্ত ছকে SDG বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা কমিটির সদস্যদের তালিকা দেওয়া আছে।

প্রধান সমন্বয়কারী (SDG বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	আহ্বায়ক
সচিব: ১. জননিরাপত্তা বিভাগ ২. নিরাপত্তা সেবা বিভাগ ৩. স্থানীয় সরকার বিভাগ ৪. পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৫. অর্থ বিভাগ ৬. কৃষি মন্ত্রণালয় ৭. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৮. স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ৯. চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ১০. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১১. গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ১২. খাদ্য মন্ত্রণালয় ১৩. মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ ১৪. কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ ১৫. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১৬. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ১৭. সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ১৮. পরিসংখ্যান ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ ১৯. জ্বালানি বিভাগ ২০. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২১. শিল্প মন্ত্রণালয় ২২. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২৩. মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় ২৪. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২৫. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১. চেয়ারম্যান, PKSF ২. মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ৩. প্রকল্প পরিচালক, a2i ৪. সভাপতি, FBCCI ৫. জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী ৬. নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ	পর্যবেক্ষক সদস্য
সদস্য, জিইডি, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য সচিব

SDG বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সংক্রান্ত বিভাগীয় কমিটি

বিভাগীয় কমিশনার	চেয়ারপারসন
প্রতিনিধি • স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান • ব্যবসা এবং পেশাগত সংস্থা • এনজিও এবং সিএসও • প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী • জেলা প্রেসক্লাব	সদস্য

এসডিজি বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সংক্রান্ত জেলা কমিটি

মাননীয় সংসদ সদস্য (সকল)	উপদেষ্টা
জেলা প্রশাসক	চেয়ারপারসন
প্রতিনিধি • স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান • ব্যবসা এবং পেশাগত প্রতিষ্ঠান • এনজিও এবং সিএসও প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী • জেলা প্রেসক্লাব	সদস্য

এসডিজি বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি

মাননীয় সংসদ সদস্য (সকল)	প্রধান উপদেষ্টা
উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	উপদেষ্টা
উপজেলা নির্বাহী অফিসার	চেয়ারপারসন
প্রতিনিধি • স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান • ব্যবসা এবং পেশাগত প্রতিষ্ঠান • এনজিও এবং সিএসও • প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী • জেলা প্রেসক্লাব	সদস্য

৩.৩ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এসডিজি স্থানীয়করণ অনুশীলন

অনুশীলন ৩.১: এসডিজি হুইল (The SDG Wheel)

উন্নয়নের মৌলিক নীতিমালাগুলোকে একটি সুসংগঠিত ও পরিমাপযোগ্য ফলাফলে রূপান্তর করা ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল লক্ষ্য। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিজস্ব বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন করেছে। বিশ্বব্যাপী ২৩২টি সূচকের মাধ্যমে অভীষ্ট অর্জনসমূহ পরিমাপ করা হবে।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলোর সঙ্গে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে সম্পর্কিত করা এবং তা অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এজেন্ডা ২০৩০-এর বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি শহর কোন অবস্থানে আছে, তা মূল্যায়ন করা সম্ভব। এমনকি স্থানীয় পর্যায়ে মৌলিক তথ্য উপাত্ত না পাওয়া গেলেও একটি ধারণাভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শহরের অবস্থান বোঝা যায়। এক্ষেত্রে যত বেশিসংখ্যক অংশীজনকে নিয়ে আলোচনা করা যাবে, তত বেশি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে।

করণীয়

ধাপ ১: প্রশিক্ষণার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করা হবে।

ধাপ ২: প্রশিক্ষণার্থীরা পুরো দলের সাথে আলোচনা করে তার শহরের জন্য তিনটি সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নির্বাচন করবেন।

ধাপ ৩: নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নির্বাচিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টগুলোর জন্য বর্তমান অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও লিপিবদ্ধ করবেন (সর্বোচ্চ ৩টি)।

ধাপ ৪: শহরের জন্য নির্বাচিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টগুলোর ও এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে শহর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমকে এসডিজি হুইলে নির্দিষ্ট স্তরে চিহ্নিত করবেন।

ধাপ ৫: এসডিজি হুইলে চিহ্নিত অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রাগুলো পর্যালোচনা সাপেক্ষে বিভিন্ন অভীষ্টের ক্ষেত্রে সফলতা ও ব্যর্থতার কারণসমূহ নিরূপণ করে তার সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ধাপ ৬: এ অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি সকলের সামনে উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ করা হবে।

হুইলটিতে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টই তুলে ধরা হয়েছে, যা স্থায়িত্বের পদ্ধতির সার্কেলে সংজ্ঞায়িত চারটি স্থায়িত্বের মাত্রা অনুসরণ করার জন্য পুনর্গঠন করা হয়েছে (https://www.circlesofsustainability.com)।

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টর মোট ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৬৬টি লক্ষ্যমাত্রার শহরের সঙ্গে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হিসেবে চিহ্নিত করা এবং এই টেমপ্লেটে দেখানো হয়েছে।
- বৃত্তের কেন্দ্র এবং পরিধির মধ্যবর্তী দৈর্ঘ্যটি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্তরের মাত্রা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নলিখিত শ্রেণিবিভাগ অনুসারে (সবচেয়ে কেন্দ্রীয় দিয়ে শুরু): সবচেয়ে গুরুতর, খারাপ, অত্যন্ত অসন্তোষজনক, অসন্তোষজনক, মৌলিক, সন্তোষজনক, অত্যন্ত সন্তোষজনক, ভালো ও প্রাণবন্ত – এই ক্রমধারায় ফলাফলগুলো সাজানো হয়েছে।

উপাদানসমূহ

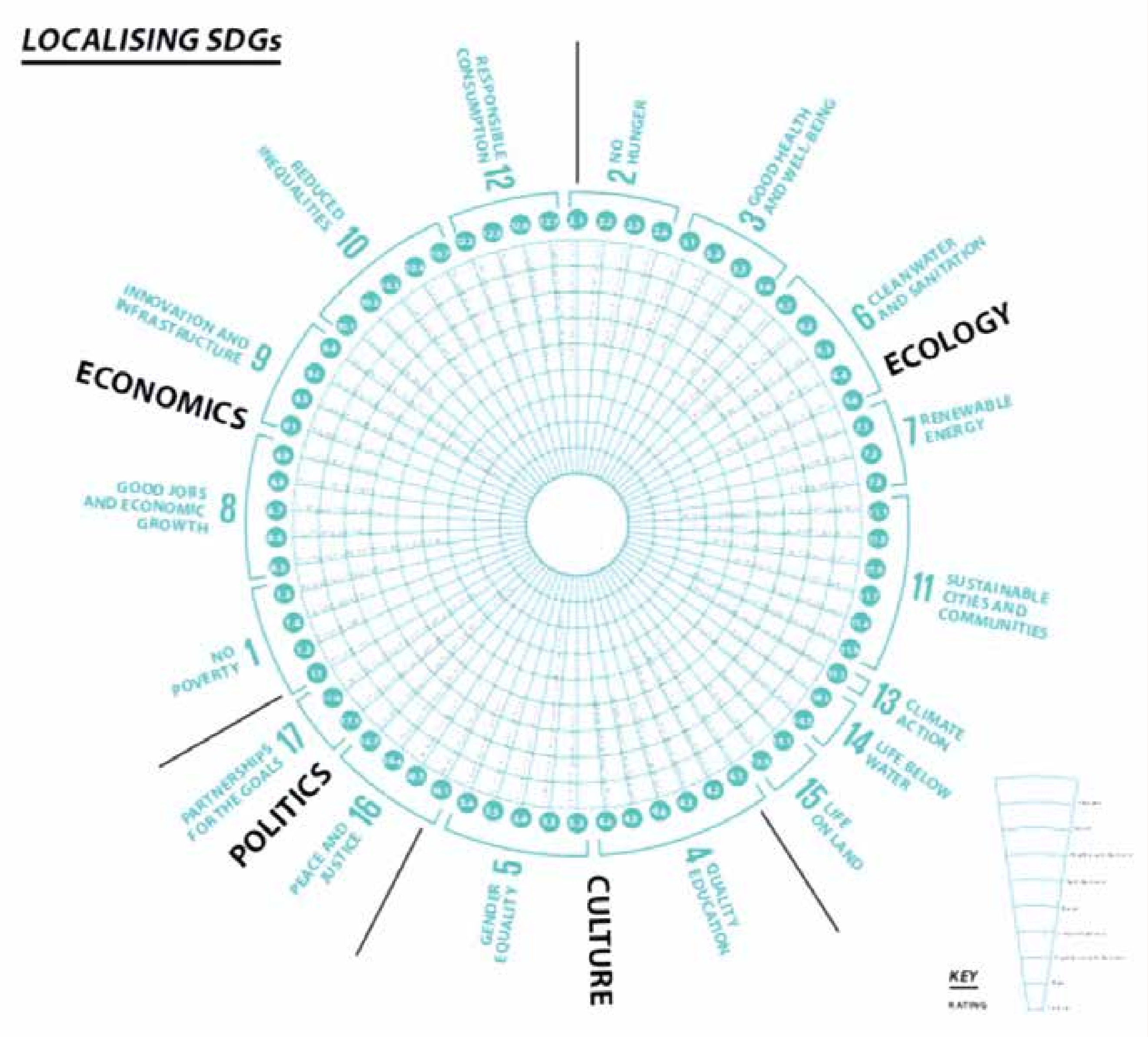

চিত্র ৩.১: এসডিজি চক্র: স্থায়িত্ব পদ্ধতি চক্রের ভিত্তিতে প্রণীত এসডিজি চক্র/স্বপ্রণোদিত মূল্যায়ন

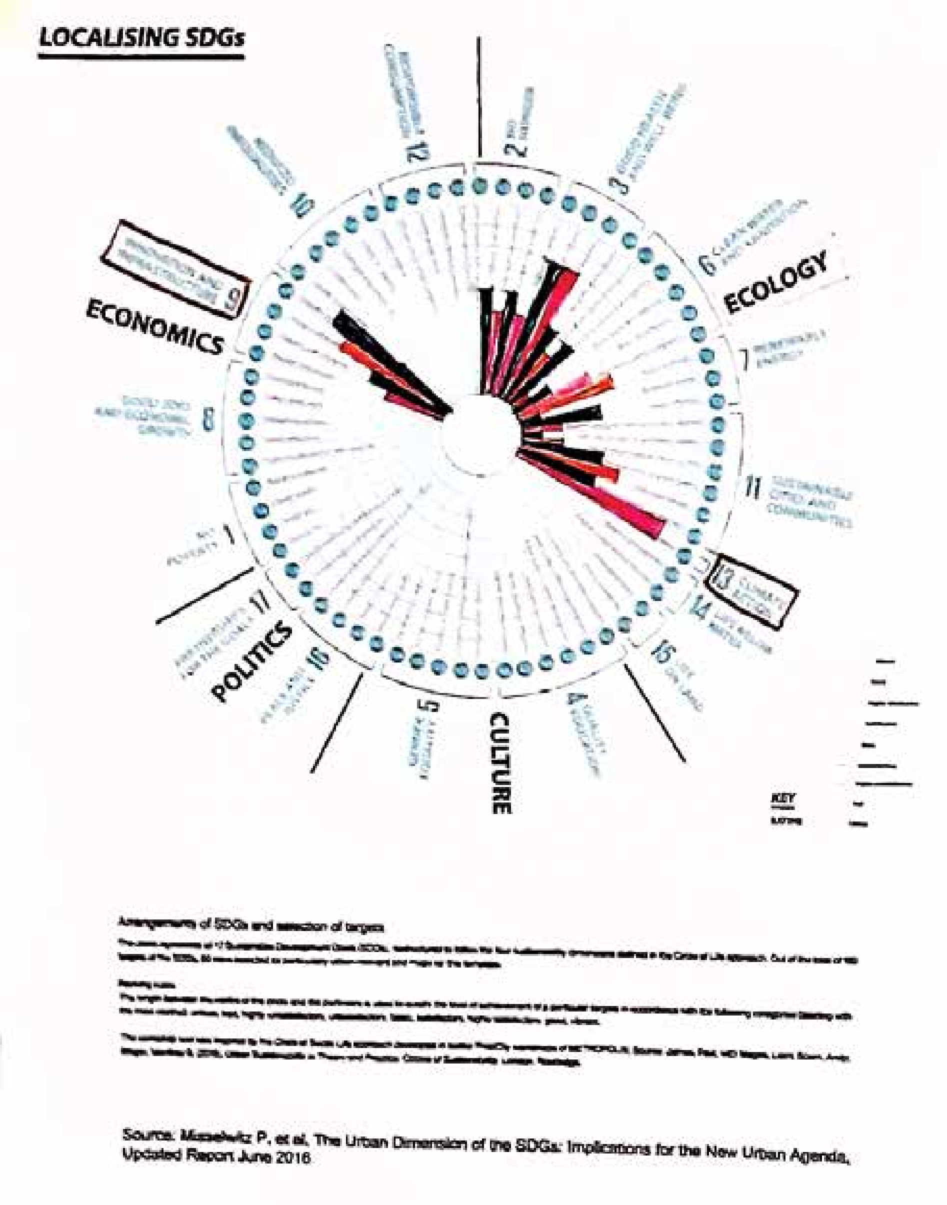

চিত্র ৩.২: খুলনায় পাইলট প্রশিক্ষণে অনুশীলিত এসডিজি হুইল

নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটে আপনি City WORKS-এর উপাদানের বিষয়ে আরও বেশি তথ্য/Reference পেতে পারেন:

https://localising-global-agendas.org/city-works-toolkit/understand-current-situation/self-assessment/

https://localising-global-agendas.org/city-works-toolkit/raise-awareness/rapid-assessment-of-main-priorities-dots-and-wheels/

টুলটি City WORKS ওয়েবসাইটে একটি অ্যাপ্লিকেশনে রূপান্তরিত হয়েছে। এটি আপনাকে নির্দিষ্ট টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্বাচনের পাশাপাশি অনলাইনে স্বপ্রণোদিত মূল্যায়ন ও ফলাফলগুলো মুদ্রণ/বের করতে সহায়তা করবে।

প্রকল্প প্রণয়নে এসডিজি (Logical Framework)

অধ্যায় ৪

৪.১ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কাঠামো

প্রেক্ষাপট

মার্কিন সেনাবাহিনী তাদের প্রকল্প পরিকল্পনাকে পদ্ধতিগত করার লক্ষ্যে ১৯৫০ -এর দশকে Logical Framework তৈরি করে। এটি Logframe নামে বেশি পরিচিত এবং উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তার জন্য ১৯৬০ -এর দশক থেকে USAID ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ব্যবহার করছে।

একটি লগ ফ্রেম বা যৌক্তিক কাঠামো হলো প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের উন্নতির জন্য একটি টুল। এটি একটি প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম এবং সংস্থানগুলো সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করে।

প্রকল্প পরিকল্পনা ও মূল্যায়নে বিভিন্নভাবে Logical Framework -কে ব্যবহার করা হয়। এটি যদিও সাধারণভাবে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহৃত হয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই জটিল/দুরূহ programme -গুলোর পরবর্তী মূল্যায়নের জন্যও টুল হিসেবেও বহুল ব্যবহৃত। আজকাল অনেক সংস্থা ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবেও Logical Framework ব্যবহার করে (Logframer, 2012)।

Logical Framework প্রকল্পের নকশা প্রস্তুতকরণ, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নকে নির্ধারিত ধাপ অণুসরণপূর্বক বাস্তবায়ন করার একটি টুল। অর্থাৎ এটি প্রকল্প চক্রে সর্বাধিক ব্যবহার করা হয়। এটি বিভিন্ন আইডিয়াকে ধাপ অনুযায়ী সংগঠিত করতে, কর্মক্ষমতা সূচক ঠিক করতে, দায়িত্ব বণ্টন করতে এবং কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে সহায়তা করে (WEDC, 2011)|

সম্পূর্ণ প্রকল্প চক্র জুড়ে অংশমূলক পদ্ধতিতে Logical Framework প্রয়োগ করলে প্রকল্পের দুর্বলতাসমূহকে মোকাবিলা করা সহজ হয়। সরকার ও দাতা সংস্থা এবং এনজিও কর্মীদের জন্য লগফ্রেমের মূল ধারণা, প্রয়োগ, সম্ভাব্য সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা বোঝা দরকার। এটি মূলত অংশীদারদের সম্মত সব পদক্ষেপ কীভাবে এবং কখন করতে হবে, তার পরিবর্তে কী করতে হবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি টুল।

Log Frame মাধ্যমে চ্যালেঞ্জসমূহ সুনির্দিষ্টকরণ

Log Frame মূলত প্রকল্পের নিম্নরূপ চ্যালেঞ্জের দিকগুলো উপস্থাপন করার জন্য তৈরি করা হয়:

- পার্টনার/অংশীদারদের মধ্যে প্রকল্পে কী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সে সম্পর্কে সাধারণ বোঝার অভাব;
- সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অভাব;
- প্রকল্পের মূল ঝুঁকি এবং অনুমানগুলো অপর্যাপ্তভাবে চিহ্নিত এবং সমাধান করা হলে;
- বিভিন্ন স্তরে উদ্দেশ্যের মধ্যে কারণ এবং প্রভাবের সংযোগগুলো পর্যাপ্তভাবে বিশ্লেষণের অভাব;
- কার্যক্রম এবং আউটপুট যা উচ্চক্রম লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমষ্টিগতভাবে অপর্যাপ্ত; এবং
- পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের অভাব।

Log Frame গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উন্নয়ন কার্যক্রম খুব কম সময়ই একটি কাঠামো অনুসরণ করে; প্রতিটি পর্যায়ের অভিজ্ঞতা এবং পরিবর্তন হয় এবং তাই অনুশীলনে, পরিকল্পনা প্রণয়নের টুলসগুলো/সরঞ্জামগুলো প্রতিটি পর্যায়ে প্রকল্প অংশীদার এবং মূল স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নেওয়া উচিত। এর ব্যবহার অধিকতর কার্যকর পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নকে উৎসাহিত করতে পারে এবং ত্রাণ ও উন্নয়ন কাজের জন্য আরও কঠোর এবং জবাবদিহিমূলক পদ্ধতি নিশ্চিত করে। দ্রুত পরিবর্তিত পরিবেশে, এই ধরনের কাঠামো নিখুঁত থেকে কম এবং সব স্টেকহোল্ডারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী চাহিদা পূরণ করার জন্য ঘন ঘন পরিবর্তন করতে হবে (WEDC, 2011)।

সরকারি প্রকল্পে ব্যবহৃত প্রজেক্ট প্রোফর্মা

একটি প্রকল্প প্রোফর্মা (DPP) হলো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকল্প প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য একটি আদর্শ বিন্যাস। একটি প্রকল্প প্রফর্মা (PP) কমপক্ষে ছয়টি ফর্ম নিতে পারে, যা নিম্নরূপ-

১. উন্নয়ন প্রকল্প প্রোফর্মা /প্রস্তাব (DPP) (সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পের জন্য)
২. উন্নয়ন প্রকল্প প্রোফর্মা /প্রস্তাব (DPP) (সম্পূর্ণ GOB অর্থায়নকৃত প্রকল্পের জন্য)
৩. সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রোফর্মা /প্রস্তাব (RDPP) (সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পের জন্য)
৪. সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রোফর্মা /প্রপোজাল (RDPP) (সম্পূর্ণ GOB অর্থায়নকৃত প্রকল্পের জন্য)
৫. প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্প প্রোফর্মা /প্রস্তাব (TPP)
৬. সংশোধিত প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্প প্রোফর্মা /প্রস্তাব (RTPP)

কিছু ক্ষেত্রে, উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই /জরিপের জন্য প্রস্তাব জমা দেওয়ার পূর্বে কিছু ফর্ম ব্যবহার করা হয়, যেগুলোর জন্য আবার, প্রাক্-সম্ভাব্যতা দেখার প্রয়োজন হয়। এটি একটি প্রকল্পের প্রাথমিক সম্ভাব্যতা হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যেখানে একটি সম্পূর্ণ ডিপিপি প্রণয়নের আগে বৈদেশিক সহায়তা পাওয়ার জন্য আলোচনা করা প্রয়োজন অথবা যদি একটি প্রকল্পের জন্য এটি বাধ্যতামূলক বিবেচনায় ADP-তে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হয়। কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য TPP ব্যবহার করা হয়। এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে:

ক. প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং কাঙ্ক্ষিত অধিগ্রহণের বিষয়ে বাংলাদেশের একটি সংস্থা কীভাবে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির কাঠামোর মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ এবং/অথবা যন্ত্রপাতি আমদানি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে তা জানবে;
খ. বিনিয়োগের প্রস্তাব/প্রোগ্রাম এবং প্রবাসী বিশেষজ্ঞদের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুতিমূলক সহায়তা;
গ. একটি প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প ভালোভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের নিয়োগ;
ঘ. নির্বাচিত এলাকায় বাংলাদেশের কর্মীদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ;
ঙ. প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন।

এছাড়া অন্যান্য প্রোফর্মা রয়েছে, যা প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে (IMED) প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা নিচে উল্লেখ করা হলো:

- উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির জন্য প্রোফর্মা;
- প্রকল্পের বার্ষিক ভৌত অগ্রগতির জন্য প্রোফর্মা
- প্রকল্পের সমাপ্তির প্রতিবেদনের জন্য প্রোফর্মা।
- এছাড়া, বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (পিআইপি) প্রস্তুত করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে অপারেশনাল প্ল্যান প্রোফর্মা /প্রস্তাব যা জিওবি বা প্রকল্প সাহায্য থেকে অর্থ সংক্রান্ত সমস্ত প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য।

Log Frame কাঠামো:

সাধারণত একটি লগফ্রেমকে চারটি সারিতে বিভক্ত করা হয়, যা কোনো প্রকল্পের দীর্ঘ থেকে স্বল্পমেয়াদি উদ্দেশ্যগুলোকে পর্যায়ক্রমে চিহ্নিত করে:

- লক্ষ্য (সামগ্রিক লক্ষ্য)।
- ফলাফল/উদ্দেশ্য (কী অর্জন করা হবে, কে উপকৃত হবে এবং কখন)।
- আউটপুট (নির্দিষ্ট ফলাফল যা প্রকল্পতে প্রত্যাশিত)।
- বিভিন্ন কার্যক্রম (আউটপুট অর্জনের জন্য যে যে কাজ করা দরকার)।

এগুলো বাঁম থেকে ডানে শিরোনাম অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত করা হয়:

- প্রকল্পের সারাংশ (উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা)।
- উদ্দেশ্যমূলকভাবে যাচাইযোগ্য সূচক (কীভাবে আপনি অর্জনগুলো পরিমাপ করবেন)।
- যাচাইয়ের উপায় (আপনি কীভাবে সূচকগুলোর জন্য তথ্য সংগ্রহ করবেন)।
- ঝুঁকি এবং অনুমান (ফলাফল অর্জনে বাহ্যিক অবস্থার প্রয়োজন)।

Log Framework নমুনা কাঠামো

সারাংশ	বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাইযোগ্য সূচক (OVI)	যাচাইয়ের উপায় (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
প্রকল্পের উদ্দেশ্য (PDO) প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা, এবং পৌরসভায় পাইলট হিসেবে এইচএলপি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।			
সামগ্রিক লক্ষ্য সকলের জন্য বিশেষ করে বাংলাদেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মঙ্গল সাধনে অবদান রাখার জন্য এলজিআইগুলোর সক্ষমতা এবং জবাবদিহি বৃদ্ধি করা।	**ফলাফল ১:** জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (NILG) কর্তৃক বাস্তবায়িত 'পারস্পরিক শিখন কর্মসূচি প্রকল্প বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার সকল নাগরিক বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের মঙ্গল সাধনে অবদান রাখবে।		স্থানীয় পর্যায়ে স্থিতিশীলতা
	প্রকল্পটির মাধ্যমে ৩৩টি জেলার ২০০টি উপজেলা, ১৫০টি পৌরসভা এবং ২০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। মূলত এ প্রকল্পের আওতায় ভালো শিখনসমূহের তথ্যপত্র, ওয়েব ভার্সন (ডাটা বেজ) এবং তথ্যভান্ডার তৈরি করাসহ জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচি (এইচএলপি) বিষয়ক সভা, সেমিনার প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে।	এলজিআইগুলোর বার্ষিক পরিকল্পনা এবং বাজেট বই, MIS সিস্টেমের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য; এবং এনআইএলজি, SDC ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	
	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের দরিদ্র এবং পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর কল্যাণের ওপর কমপক্ষে ২০ টি ভাল শিখন চিহ্নিতকরণ।	এলজিআইগুলোর বার্ষিক পরিকল্পনা এবং বাজেট বই, MIS সিস্টেমের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য।	
	এইচএলপি বিষয়ক ন্যূনতম একটি সেশন এনআইএলজির প্রতিটি প্রশিক্ষণে নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা।	প্রশিক্ষণ মডিউল, কারিকুলাম, সিডিউল, কোর্স নির্দেশিকা।	
	এনআইএলজির বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রমটি ভালো শিখন চিহ্নিত ইউনিয়ন ও পৌরসভায় আয়োজন করা।	মাঠ পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক।	

অনুশীলন ৪.১: লগফ্রেমের পরিভাষাসমূহের সাথে পরিচিতকরণ

করণীয়

লগফ্রেমের পরিভাষাসমূহের (‘ইনপুট’, ‘কার্যকলাপ’, ‘আউটপুট’, ‘ফলাফল’, ‘লক্ষ্য’) সাথে পরিচিতিকরণ

ধাপ ১: Facilitator -রা বোর্ডটি নিম্নভাবে সাজাবে। প্রশিক্ষণার্থীদের একটি সমস্যা নির্দিষ্ট করে তার সাথে সম্পর্কিত ছবি দেয়া হবে (নমুনা ছবি সংযুক্ত)।

ধাপ ২: প্রশিক্ষণার্থীরা প্রদত্ত অনুশীলনের (শহরে দরিদ্র মানুষের আবাসন সমস্যা) সমাধানের ব্যাপারে দলের মধ্যে আলোচনা করবে এবং প্রদত্ত ছবিসমূহকে লগ ফ্রেমের বিভিন্ন পরিভাষার সাপেক্ষে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে।

ধাপ ৩: প্রশিক্ষণার্থীরা বোর্ডে প্রদত্ত ছকে (নিম্নরূপ) লগফ্রেমের পরিভাষার সাথে সম্পর্কিত ছবিগুলো নির্দিষ্ট স্থানে বসাবে।

ছবি	লক্ষ্য/(Goal)
ছবি	↑ আউটপুট/(Output)
ছবি	↑ (ফলাফল)/(Outcome)
ছবি	↑ ক্রিয়াকলাপ/(Activity)
ছবি	↑ ইনপুট/(Input)
ছবি	↑ সমস্যা/(Problem)

চিত্র ৪.১: লগফ্রেমের পরিভাষাসমূহের সাথে পরিচিতকরণের অনুশীলনের ছক

অনুশীলন ৪.১: লগফ্রেমের পরিভাষাসমূহের সাথে পরিচিতিকরণ (নমুনা ছবিসমূহ ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত)

সূত্র : এন্ড্রু মার্কাস, ২০১৮

সূত্র : ইন্ডিয়া টাইমস, ২০২৩

সূত্র: ঢাকা ট্রিবিউন, ২০২৩

সূত্র: কুয়েই এশিয়া, ২০১৭

সূত্র: কুয়েই এশিয়া, ২০১৭

উদাহরণ

লগফ্রেমের পরিভাষাসমূহ বোঝার জন্য একটি উদাহরণ নিচে দেয়া হলো:

	লক্ষ্য/ Goal
	ফলাফল/ Outcome
	আউটপুট/ Output
	কার্যকলাপ/ Activity
	ইনপুট/ Input
	সমস্যা/ Problem

চিত্র ৪.২: লগফ্রেমের পরিভাষাসমূহের সাথে পরিচিতকরণের অনুশীলন

প্রশিক্ষণের সময় প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের এলাকার যেকোনো একটি সমস্যার জন্য অনুশীলনটি করতে পারে।

মতামতসমূহ

অনুশীলন ৪.২: লজিক্যাল ফ্রেমওয়াক ও সূচক (Logical Framework and Indicators)

এ অনুশীলনে জাতীয় প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত যৌক্তিক কাঠামো (লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক) বিন্যাস ব্যবহার করা যেতে পারে (ডিপিপি নির্দেশিকা)।

কোনো প্রকল্পের জন্য ইনপুট/আউটপুট, কার্যকলাপ, ফলাফল এবং প্রভাবের কথা মাথায় রেখে একটি যৌক্তিক কাঠামো সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের আমন্ত্রণ জানানো হবে।

করণীয়

ধাপ ১: প্রশিক্ষণার্থীরা তার এলাকার একটি সমস্যার মূল কারণ অনুসন্ধানের জন্য তিন বা ততোধিক কারণ চিহ্নিত করবেন। সহজ ভাষায় বললে, সমস্যাটা কেন হচ্ছে, তার মূল কারণগুলো বের করবে।

উদাহরণ:

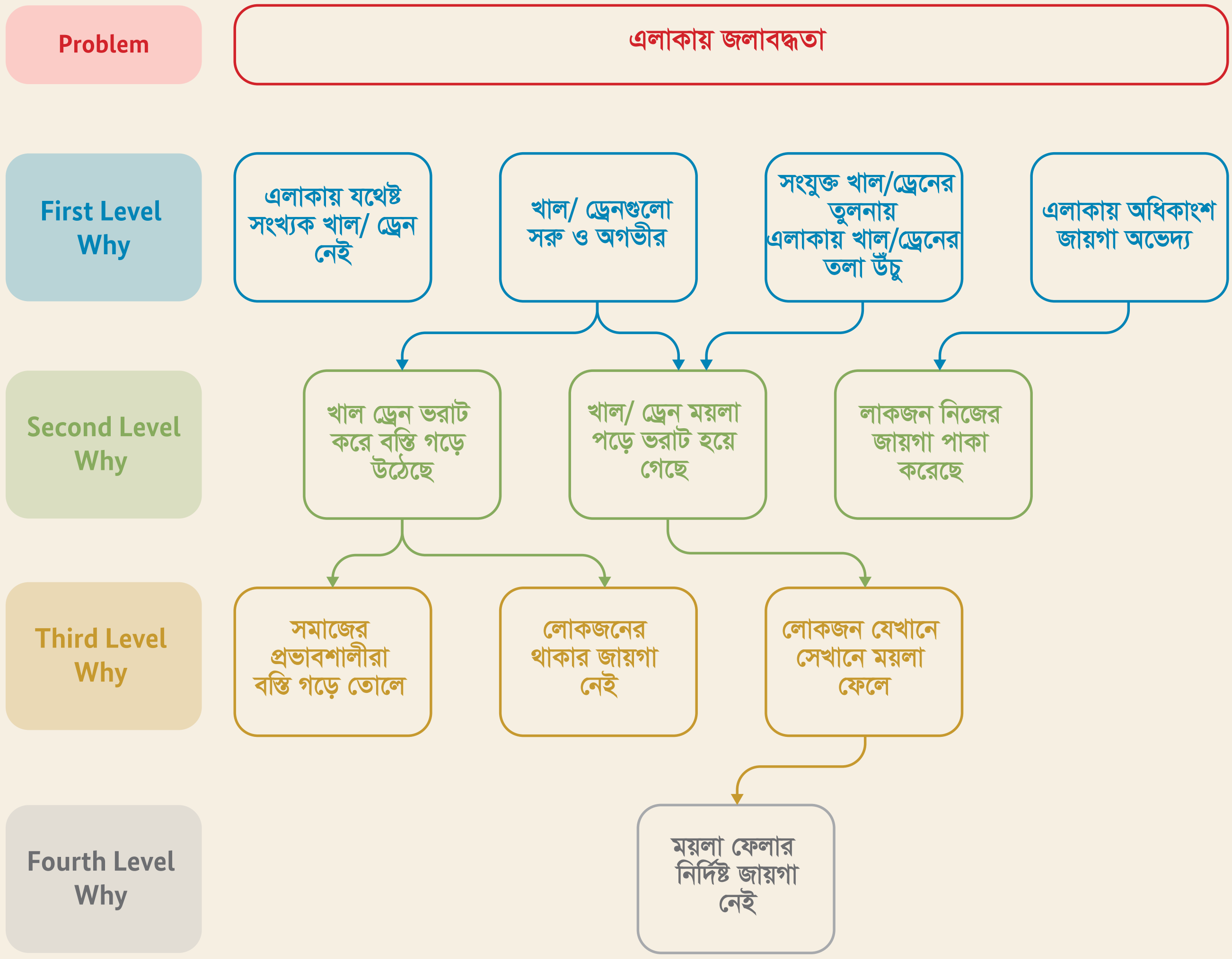

চিত্র ৪.৩: চারটি কারণ চিহ্নিতকণের উদাহরণ

ধাপ ২: সংশ্লিষ্ট লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করবেন।

ধাপ ৩: প্রতিটি কাঠামোর স্তরের জন্য একটি সূচক সংজ্ঞায়িত করবেন (প্রভাব, ফলাফল, আউটপুট, ইনপুট)।

উপাদানসমূহ

সারণি ৪.১. প্রকল্পের যৌক্তিক কাঠামোর (Logical Framework) ছক

	বিবরণ	সূচক
লক্ষ্য	জলাবদ্ধতা সমস্যা প্রশমন	১। জলাবদ্ধতা সমস্যায় ভুক্তভোগী জনগণের সংখ্যা (SDG indicator 11.5.1 and 13.1.1) ২। জলাবদ্ধতার কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি (SDG indicator 11.5.2) ৩। জলাবদ্ধতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো (SDG indicator 11.5.2) ৩। জলাবদ্ধ এলাকার আয়তন ৪। বছরে জলাবদ্ধ দিনের পরিমাণ ৫। জলাবদ্ধতার সর্বোচ্চ উচ্চতা
ফলাফল	১। নতুন খাল/ড্রেন তৈরি হয়েছে ২। খালের গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩। খাল চওড়া হয়েছে ৪। অভেদ্য জায়গা তৈরির ধারা	১.১ খাল/ ড্রেনের দৈর্ঘ্য ২.১ খালের গভীরতা ৩.১ খালের প্রশস্ততা ৪.১ অভেদ্য জায়গার পরিমাণ (SDG indicator 11.7.1)
আউটপুট	১। নতুন খাল/ ড্রেন ২। ময়লামুক্ত খাল/ ড্রেন ৩। বস্তিবাসীর জন্য আবাসন ৪। সচেতন এলাকাবাসী	১.১ খাল/ ড্রেনের দৈর্ঘ্য ২.১ খালে ময়লার পরিমাণ ৩.১ বস্তিবাসীদের জন্য ঘরের সংখ্যা (SDG indicator 11.1.1) ৪.১ পাকা করার কারণে জলাবদ্ধতা তৈরি হয় এ তথ্য জানা এলাকাবাসী ১.১ খাল/ ড্রেনের দৈর্ঘ্য ২.১ ডাস্টবিনের সংখ্যা
কার্যক্রম	১। নতুন খাল খনন/ড্রেন তৈরি করা হবে ২। এলাকায় ডাস্টবিন তৈরি করা হবে। ৩। বাসা থেকে ময়লা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হবে ৪.১ বস্তিবাসীর আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে ৪.২ প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ৫। সচেতনতা সভা	১.১ খাল/ড্রেনের দৈর্ঘ্য ২.১ ডাস্টবিনের সংখ্যা ৩.১ বাসা থেকে ময়লা সংগ্রহের ব্যবস্থা ৩.২ ময়লা সংগ্রহের পরিমাণ (SDG indicator 11.6.1) ৪.১ বস্তিমুক্ত খাল ৪.২ খাল দখলের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা ৫। সচেতনতা সভার সংখ্যা

নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটে আপনি সিটি ওয়ার্কসের উপাদানের বিষয়ে আরও বেশি তথ্য/নির্ঘণ্ট পেতে পারেনঃ
https://localising-global-agendas.org/city-works-toolkit/keep-track-of-progress/action-learning-logical-framework/
https://localising-global-agendas.org/city-works-toolkit/keep-track-of-progress/action-learning-logical-framework-2/

প্রকল্প প্রণয়নে এসডিজিসমূহ সুস্পষ্টকরণ

সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বিগত এবং চলতি বছরের বার্ষিক পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে একটি ছকের মাধ্যমে তা সুস্পষ্ট করবে। এ বিষয়টি আলোচনায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো হতে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক তথ্য ও প্রমাণক সংগ্রহ করে তা উপস্থাপন করা হবে।

৪.২ এসডিজি বাস্তবায়নে অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও সম্পৃক্তকরণ

অংশীজন বা স্টেকহোল্ডার এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যা একটি কর্মসূচির বা প্রকল্পের বা সংস্থার সফলতা বা ব্যর্থতার বা ফলাফল তাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত বা প্রভাবিত করে। বিভিন্ন অংশীজনের একটি কর্মসূচি বা প্রকল্পের বা সংস্থার সফলতায় বিভিন্ন ধরনের আগ্রহ বা স্বার্থ জড়িত থাকে। অংশীজন সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির অভ্যন্তরীণ বা বাইরের ব্যক্তি বা সংস্থা বা গোষ্ঠী হতে পারে। অংশীজন চিহ্নিতকরণ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা তাদের সিদ্ধান্ত বা মতামতের মাধ্যমে প্রকল্পে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অর্থাৎ অংশীজন বা স্টেকহোল্ডার হচ্ছে এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান বা সমর্থনে বাস্তবায়িত উদ্যোগসমূহ তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। একটি কর্মসূচির বা প্রকল্পের মূল অংশীজন বা স্টেকহোল্ডার শনাক্ত করে তাদের চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

পক্ষান্তরে মূল দায়িত্ব/ভূমিকা পালনকারী (Actor) হচ্ছে এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা সংস্থা যারা কর্মসূচির সিস্টেমের মধ্যে থেকে সরাসরি বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করে থাকে। Actor এবং অংশীজনের মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে উদ্যোগ বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ভূমিকার ওপর। এককথায় Actor হলো যেকোনো উদ্যোগ বা কর্মসূচি বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালনকারী, পাশাপাশি অংশীজন হলো উদ্যোগ বা কর্মসূচিটি হতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে বা তার অবদানের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাকে মূল ভূমিকা পালনকারী এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের সকল অংশীজনের সাথে সক্রিয় ও কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কোনো গৃহীত কর্মসূচির মূল অংশীজন করা তা শনাক্ত করতে এবং তাদের প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে প্রাক্- সম্ভাব্যতা দেখার ম্যাপিং জরুরি। একইসাথে আইনগতভাবে এর বাধ্যবাধকতাও রয়েছে। বিধান মোতাবেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য স্টেকহোল্ডার বা অংশীজন বা Stakeholder এবং Stakeholder অন্তর্ভুক্তির বাধ্যবাধকতা নিম্নরূপ -

নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	মূল ভূমিকা/দায়িত্ব পালনকারী (Actor)	অংশীজন বা Stakeholder	Stakeholder Consultation আইনগত বাধ্যবাধকতা
সিটি কর্পোরেশন	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪৯ (১৫) অনুযায়ী বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, ধারা ৫ অনুযায়ী গঠিত কর্পোরেশন, ধারা ৫০ অনুযায়ী স্থায়ী কমিটিসমূহ, ধারা ৫২ অনুযায়ী অন্যান্য কমিটিসমূহ (যদি থাকে)	সকল উপকারভোগী, ভোটার, সাধারণ নাগরিক, করদাতা, সকল পেশাজীবী, মাঠ প্রশাসন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এনআইএলজি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দপ্তর বা সংস্থা, পরিদর্শক, অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি	আইনের ধারা ৪৪ এ কর্পোরেশন নাগরিক সনদ প্রকাশ (সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি) করবে; ধারা ৫৩ -এ 'যে কোন ব্যক্তিকে কর্পোরেশনের কাজে সম্পৃক্তকরণ' এর বিধান রয়েছে, ধারা ৫৪ এ 'কর্পোরেশনের সভায় জনসাধারণের প্রবেশাধিকার' এর বিধান রয়েছে। ধারা ৫৭ অনুযায়ী নাগরিকগণ কর্পোরেশনের সাধারণ ও স্থায়ী কমিটির অনুমোদিত কার্যবিবরণী নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণপূর্বক সরবরাহ করবেন; ধারা ৬১ অনুযায়ী কর্পোরেশন প্রতিবেদন প্রকাশ করবে; এবং ধারা ১১০ অনুযায়ী 'জননিরাপত্তার স্বার্থে সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত যে কোনো নাগরিকের সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত যে কোনো তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে'। এছাড়াও সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) উন্নয়ন কৌশলপত্র, ২০২০-২০৩০ এর ক্রমিক নং ২.৩.৬ এ নাগরিক সম্পৃক্ততার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের সেবা কার্যক্রমের উন্নতি ও নগরায়ণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সিটি কর্পোরেশনকে আরও স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও কার্যকর হতে নাগরিকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কৌশলপত্র অনুযায়ী নাগরিক সম্পৃক্ততার তিনটি দিক হলো- (১) সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন মাধ্যমে নাগরিকদের সাথে তথ্য বিনিময়; (২) নাগরিকগণ তাদের চাহিদা/মতামত ব্যক্ত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ; এবং (৩) সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	মূল ভূমিকা/দায়িত্ব পালনকারী (Actor)	অংশীজন বা Stakeholder	Stakeholder Consultation আইনগত বাধ্যবাধকতা
পৌরসভা	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬ অনুযায়ী গঠিত পৌর পরিষদ; ধারা ১৪ অনুযায়ী ওয়ার্ড কমিটি, ধারা ৭৩ অনুযায়ী পৌরসভা কর্মকর্তা-কর্মচারী, ধারা ৫৫ অনুযায়ী স্থায়ী কমিটি; এবং শহর পর্যায় সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি) এবং ধারা ৭৫ অনুযায়ী ন্যস্তকৃত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী	সকল উপকারভোগী, ভোটার, সাধারণ নাগরিক, করদাতা, সকল পেশাজীবী, মাঠ প্রশাসন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এনআইএলজি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দপ্তর বা সংস্থা, পরিদর্শক, অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি	আইনের ধারা ৫৩ নাগরিক সনদ প্রকাশ; ধারা ৫৭ অনুযায়ী পৌরসভার সভায় নাগরিকগণের উপস্থিত থাকার বিধান, ধারা ১১৫ অনুযায়ী পৌরসভা তার এলাকার জনগণের সাথে মতবিনিময় করবেন।

প্রসঙ্গ

শহরগুলোয় বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং অংশীজনদের মিথস্ক্রিয়া - জনপ্রশাসন, বেসরকারি খাত এবং নাগরিক সমাজ থেকে সমস্ত এজেন্ডা-সম্পর্কিত প্রকল্প এবং পদক্ষেপগুলোর সফল বাস্তবায়ন নির্ধারণ করবে।

যেকোনো প্রকল্পের বাস্তবায়ন একটি অংশগ্রহণমূলক এবং সহযোগিতামূলক উপায়ে পরিচালিত হওয়া উচিত। বিভিন্ন প্রক্রিয়াজুড়ে বিভিন্ন সংখ্যক অনুঘটককে জড়িত করতে হবে। এই অনুঘটকেরা তাদের উদ্বেগ, আগ্রহ এবং কাজ করার ক্ষমতা অনুসারে ভিন্ন এবং সেজন্য তাদের এই প্রক্রিয়ায় জড়িত হওয়া উচিত।

অনুশীলন ৪.৩: পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অংশীজনদের জড়িত করার পদক্ষেপ (Steps to Engage Stakeholders in the Planning Process)

করণীয়

এই অনুশীলন অধিবেশন পরিচালনার জন্য একটি অনুমানভিত্তিক প্রকল্প নির্বাচন করা প্রয়োজন

এই অনুশীলনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি প্রকল্পের সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। অনুশীলনটি নির্বাচিত প্রকল্পের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে পরিচালিত হবে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্পের গুরুত্ব প্রদর্শনের জন্য প্রশিক্ষণের আগে কিছু মৌলিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

ধাপ ১: অংশীজনদের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত, অংশীজনদের অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা শনাক্তকরণ।

যদিও প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে ইনপুট পাওয়ার জন্য যেকোনো প্রকল্পে অংশীজনদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি প্রকল্পে অংশীজন জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা প্রায়ই একটি অনানুষ্ঠানিক উপায়ে সম্পন্ন করা হয়। এভাবে সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা মোকাবিলা করা এবং সম্ভাব্য সুযোগগুলো ব্যবহার করার জন্য প্রকল্পে অংশীজনদের অন্তর্ভুক্তির সুযোগ এবং সীমাবদ্ধতাগুলো নিয়ে আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

ধাপ ২: আপনার প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক অংশীজনদের তালিকা প্রণয়ন করুন।

বৈশ্বিক (আর্থিক/প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানকারী উন্নয়ন অংশীদার), জাতীয় (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা) এবং স্থানীয় পর্যায়ে (এলজিআই, স্থানীয় এনজিও, সিবিও, ব্যবসায়িক সংস্থা, নারী, খানার প্রতিনিধি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) থেকে সম্ভাব্য অংশীজনদের চিহ্নিত করার জন্য অংশগ্রহণকারীরা একটি “চিন্তাভাবনার অধিবেশন (Brainstorming Session)” অধিবেশনে নিযুক্ত থাকবেন।

এই অধিবেশনে অংশীজনদের অংশগ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার থেকে কোনো বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন কি না, সে বিষয়টি অংশগ্রহণকারী গোষ্ঠীগুলো চিহ্নিত করবে।

ধাপ ৩: প্রতিটি অংশীজনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের জন্য অংশগ্রহণকারীদের পাঁচ/ছয়টি দলে বিভক্ত করুন।

প্রত্যেক অংশীজনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের (প্রায় ২৫-৩০ জন) পাঁচ/ছয়টি দলে বিভক্ত করা হবে।

প্রতিটি গোষ্ঠীকে নিশ্চিত করতে হবে যে, তারা যাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সমস্যা, আগ্রহ, সুবিধা এবং ব্যয়ের ওপর মনোযোগ দিচ্ছেন।

ধাপ ৪: প্রকল্পে অংশীজন গোষ্ঠীকে প্রকল্পের সঙ্গে পরিচিত করার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুর সঙ্গে প্রকল্পের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে অবহিত করতে হবে।

SDG এবং জলবায়ু-বিষয়ক অভীষ্টসমূহের সঙ্গে প্রকল্পের সংযোগ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের সংবেদনশীল করার জন্য প্রকল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হবে।

ধাপ ৫: অংশীজন বিশ্লেষণ: অংশীজনদের বুঝুন, মূল্যায়ন করুন, বিশ্লেষণ করুন ও অগ্রাধিকার দিন।

প্রতিটি স্টেকহোল্ডার গ্রুপকে প্রস্তাবিত প্রকল্পে তাদের ক্ষমতা এবং আগ্রহের মূল্যায়ন করতে বলা হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পে অংশীজনদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে বলা হবে এবং নিম্নলিখিত চিত্র ৪-এ তাদের অবস্থান চিহ্নিত করতে বলা হবে (পাওয়ার-ইন্টারেস্ট ম্যাট্রিক্স)।

প্রকল্পের জন্য প্রবর্ধক এবং চ্যালেঞ্জার হিসেবে অংশীজনদের চিহ্নিত করতে চিত্র ৪.১ ব্যবহার করা হবে। বৃত্তের আকার বিষয়গতভাবে অংশীজনদের ক্ষমতাকে উপস্থাপন করবে।

এই বিশ্লেষণ অংশীজন গ্রুপের প্রকৃতি, ক্ষমতা এবং স্বার্থ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পেতে সহায়তা করবে।

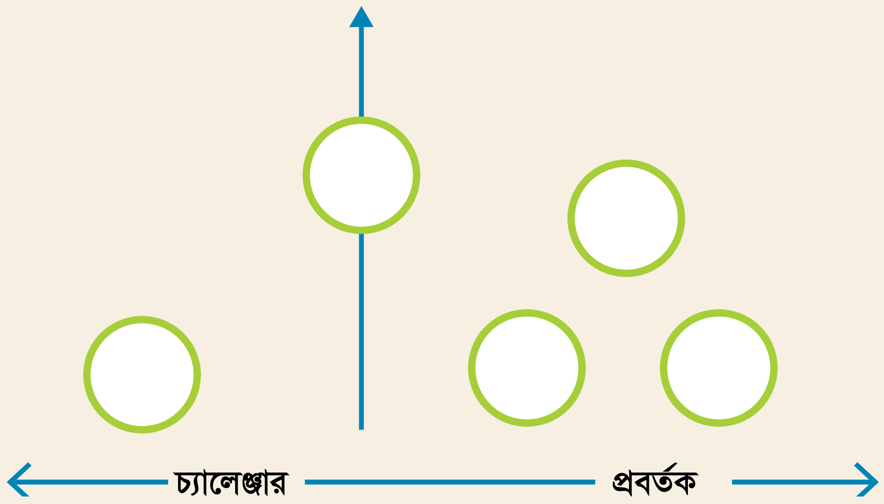

ধাপ ৬: পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায়ে অংশীজনদের সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা ও সময়সূচি।

একটি ধারাবাহিক অংশীজন কর্মশালার রূপরেখা প্রণয়ন করা দরকার। সেজন্য একটি সুবিধাজনক সময় এবং সময়সূচি চিহ্নিত করা প্রয়োজন। উপরোক্ত বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, কিছু অংশীজনের পরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে নির্ধারিত সব কর্মশালায় যোগদানের প্রয়োজন না-ও হতে পারে।

এই অনুশীলন অধিবেশনে অংশীজন গোষ্ঠীগুলো গ্রুপ আলোচনার পরে সময় সম্পর্কে তাদের পছন্দ উল্লেখ করবে।

ধাপ ৭: পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে অংশীজনদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি পরিকল্পনা প্রক্রিয়া বেশ কয়েকটি ধাপ নিয়ে গঠিত। অংশীজন গোষ্ঠীগুলোকে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতিটি ধাপে তাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে বলা হবে। তারা সম্ভাব্য মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতি নির্বাচন করবেন।

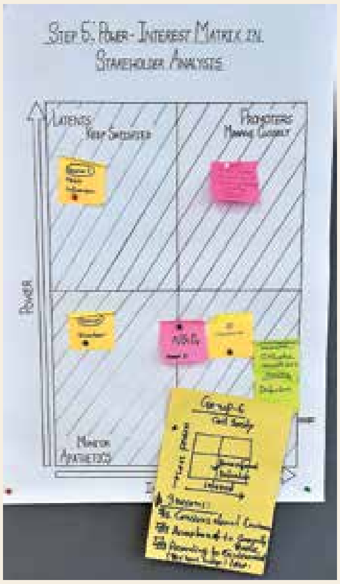

চিত্র ৪.৬: খুলনায় পাইলট প্রশিক্ষণে অনুশীলিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অংশীজনদের জড়িত করার পদক্ষেপ

নিম্নোক্ত ওয়েব লিংকে অংশীজনদের বিষয়ে আরও কিছু সিটি ওয়ার্কস টুলস পাওয়া যাবেঃ
https://www.projectmanager.com/blog/what-is-a-stakeholder
https://localising-global-agendas.org/city-works-toolkit/collect-information/preparation-tool-1/
https://localising-global-agendas.org/city-works-toolkit/supporting-activities/identify-and-engage-stakeholders/

মতামতসমূহ

৪.৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের স্থানীয়করণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ এবং বিদ্যমান সুযোগসমূহ বিশ্লেষণ

প্রেক্ষাপট

সকল বৈশ্বিক এজেন্ডা (এজেন্ডা ২০৩০ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ, প্যারিস জলবায়ু চুক্তি, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক, নতুন শহুর এজেন্ডা ইত্যাদি) অন্তর্নিহিতভাবে একে অন্যের সাথে যুক্ত। নগর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এজেন্ডাভুক্ত বিভিন্ন অভীষ্ট ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারে। সব এজেন্ডা সুসংগতভাবে বাস্তবায়নের উপায়গুলো প্রত্যক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে।

বিভিন্ন শহর বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ ও সুযোগের সম্মুখীন হয়। শহর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের জন্য বৈশ্বিক এজেন্ডার সঙ্গে সম্পৃক্ত সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ ও একটির সঙ্গে অন্যটির আন্তঃনির্ভরশীলতা এবং আন্তঃসম্পর্ক ও সহ-সুবিধাগুলো একটি ভালো সুযোগ এনে দিতে পারে। এটি প্রকৃতপক্ষে বৈশ্বিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের বিষয় নয়, বরং এটি বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা এবং উপলব্ধ সুযোগগুলো ব্যবহার করার বিষয়ে স্থানীয় অনুঘটকদের জন্য সুযোগ করে দেয়। এতৎসত্ত্বেও একটি শহর সমজাতীয় নয়। ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকলের এবং প্রতিটি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এই সমস্যাগুলো অনুধাবন করা জরুরি। এটি আপনাকে আশেপাশের আরও বেশি সমস্যাসঙ্কুল এলাকাগুলো শনাক্ত করতে সহায়তা করবে, যেখানে নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলো শহরের অন্যান্য অংশের তুলনায় আরও জরুরিভাবে মোকাবিলা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আশেপাশের এলাকাগুলোকেও বিশ্লেষণ করা জরুরি এবং এই নির্দিষ্ট স্থানীয় প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান বাড়তি চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলো সম্পর্কেও চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ।

ধারণা ও সংজ্ঞা

জাতিসংঘের দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কার্যালয় (UNDRR, যা আগে UNISDR নামে পরিচিত ছিল) হচ্ছে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের জন্য জাতিসংঘের প্রধান সংস্থা। বিগত ২০ বছরে এ কার্যালয়ের একটি প্রধান কাজ ছিল দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত মূল ধারণা ও পরিভাষাগুলোর বিষয়ে একটি সাধারণ বোঝাপড়া সৃষ্টি করা। সে কারণে নিম্নে উপস্থাপিত বেশির ভাগ সংজ্ঞা UNDRR ও সহযোগী সংস্থাগুলো প্রস্তুত করেছে এবং বাংলা পরিভাষা জাতীয় দুর্যোগ কোষ হতে নেয়া হয়েছে।

দুর্যোগ (Disaster) ‘A serious disruption of the functioning of a community or a society at any scale due to hazardous events interacting with conditions of exposure, vulnerability and capacity, leading to one or more of the following: human, material, economic and environmental losses and impacts.’ (UNDRR, 2020)

দুর্যোগ হলো একটি মারাত্মক পরিস্থিতি, যা প্রকৃতি বা মানবসৃষ্ট আপদের ফলে দেখা দেয়। এই পরিস্থিতি চলমান সমাজজীবনকে গভীরভাবে ব্যাহত করে এবং মানুষ, সম্পদ ও পরিবেশের এত ক্ষতি সাধন করে, যা মোকাবেলায় একটি সমাজকে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি হয় তা শুধু নিজস্ব সম্পদ দিয়ে প্রায়ই পূরণ করা সম্ভব হয় না বরং বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। (দুর্যোগ কোষ, ২০০৯)

দুর্যোগ প্রতিরোধে নগরের সক্ষমতা (Urban Resilinece): ‘The measurable ability of any urban system, with its inhabitants, to maintain continuity through all shocks and stresses, while positively adapting and transforming toward sustainability.’ (Urban Resilience Hub - UN-Habitat, 2020)

দুর্যোগ-সহনশীলতা (Disaster Resilience): দুর্যোগঝুঁকি প্রশমন, অভিযোজন ও পুনর্গঠনে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও ব্যবস্থার এমন সক্ষমতা, যা দীর্ঘস্থায়ী বিপদাপন্নতা হ্রাস করে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। (দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি, ২০১৯)

দুর্যোগ-ঝুঁকি (Disaster Risk): ‘The potential loss of life, injury, or destroyed or damaged assets which could occur to a system, society or a community in a specific period of time, determined probabilistically as a function of hazard, exposure, vulnerability and capacity.’ (UNDRR, 2020).

কোনো আপদ বা আপদসমূহ, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ও তার আয়, সম্পদ এবং পরিবেশ– এই তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রণের ফলে (Interaction) ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভাবনা। (দুর্যোগ কোষ, ২০০৯)

আপদ (Hazard): ‘A process, phenomenon or human activity that may cause loss of life, injury or other health impacts, property damage, social and economic disruption or environmental degradation. ’ (UNDRR, 2020)

আপদ একটি অস্বাভাবিক ঘটনা, যা প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট কারিগরি ত্রুটির কারণে ঘটতে পারে এবং যা মানুষের জীবন ও জীবিকার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে। (দুর্যোগ কোষ, ২০০৯)

অপাবরণ (Exposure): 'The situation of people, infrastructure, housing, production capacities and other tangible human assets located in hazard-prone areas.' (UNDRR, 2020)

কোনো সুরক্ষা ছাড়া সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে আপদের মুখোমুখি হওয়া হলো অপাবরণ (প্রসার, ২০১২)

বিপদাপন্নতা (Vulnerability): 'The conditions determined by physical, social, economic and environmental factors or processes which increase the susceptibility of an individual, a community, assets or systems to the impacts of hazards. ' (UNDRR, 2020)

বিপদাপন্নতা বলতে বুঝি বস্তুগত, আর্থসামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা, যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কার ইঙ্গিত দেয় এবং যা কোনো ঘটনাকে মোকাবিলা করার জন্য এর সক্ষমতাকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করে। (দুর্যোগ কোষ, ২০০৯)

সামর্থ্য (Capacity): 'The combination of all the strengths, attributes and resources available within an organization, community or society to manage and reduce disaster risks and strengthen resilience.' (UNDRR, 2020)

সামর্থ্য হচ্ছে সত্যিকার অথবা কাল্পনিক কোনো দুর্যোগ-সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক উপায়ে সাড়া দেবার সার্বিক সক্ষমতা। অর্থনৈতিক, জ্ঞান ও দক্ষতা সামাজিক সম্পর্ক, কারিগরি সক্ষমতা ও ভৌত সম্পদের অভিগম্যতা সবগুলোর মিলিত রূপই সার্বিক সক্ষমতা। (দুর্যোগ কোষ, ২০০৯)

বিভিন্ন ধরনের বিপদ শহরকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে। সেগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করার বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে UN-HABITAT -এর Urban Resilinece Hub নিম্নলিখিত বিপত্তিগুলোকে বিবেচনা করে:

- **জৈবিক:** সংক্রামক রোগ, সংক্রমণ
- **প্রাকৃতিক:** খরা, চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া পরিস্থিতি, দাবানল, ভূমিকম্প, গণ-আন্দোলন, আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ, বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস
- **পরিবেশগত:** পানি-মাটির অবক্ষয়, বায়ুদূষণ, নদীভাঙন, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতি
- **সামাজিক:** আর্থসামাজিক ধাক্কা, সামাজিক-স্থানিক ধাক্কা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধাক্কা, সামাজিক-রাজনৈতিক ধাক্কা, অপরাধ, সাইবার-আক্রমণ, সন্ত্রাসবাদ, সংঘাত
- **প্রযুক্তিগত:** শিল্প ও খনি দুর্ঘটনা, শিল্পবহির্ভূত দুর্ঘটনা, অবকাঠামো ও পরিষেবাগত ব্যর্থতা
- **জটিল:** সরবরাহের ব্যর্থতা (খাদ্য, পানি বা জ্বালানি সংকট)

অনুশীলন ৪.৪: মানচিত্রে চ্যালেঞ্জ ও সুযোগসমূহের স্থানীয়করণ (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, জলবায়ু সংক্রান্ত ঘাতসহনশীলতা) (Spatializing Challenges and Opportunities (SDGs, Climate, Resilience) in the Map)

করণীয়

ধাপ ১: প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিটি দল তার শহরের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও জলবায়ু সহনশীলতা সংক্রান্ত প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ও সুযোগসমূহ চিহ্নিত করবে এবং প্রদত্ত রঙিন কাগজে তা লিপিবদ্ধ করবেন।

ধাপ ২: প্রশিক্ষণার্থীরা শহরের মানচিত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ ও সুযোগসমূহকে শহরের কোন স্থানে প্রযোজ্য তা চিহ্নিত করবে। যদি সম্ভব হয়, এ কাজটি সম্পন্নের জন্য বিভিন্ন রং ও চিহ্ন ব্যবহার করবেন।

ধাপ ৩: যেসব চ্যালেঞ্জ ও সুযোগসমূহ স্থানিক আওতার বাইরে, সেগুলোর বিষয়েও আলোচনা করবেন।

ধাপ ৪: চিহ্নিত প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সম্ভাব্য বিভিন্ন অভিঘাত ও সংশ্লিষ্ট চাপ শনাক্ত করবেন।

ধাপ ৫: চিহ্নিত প্রতিটি অভিঘাত ও সংশ্লিষ্ট চাপের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের ক্ষেত্রগুলোর মানচিত্রায়ণ করবেন।

ধাপ ৬: সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ/সম্ভাব্যতা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সঙ্গে সংযোগ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন/অভিযোজন ও ঘাত সহনশীলতার উপাদানসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত সূত্র ছক অনুযায়ী পূরণ করবেন।

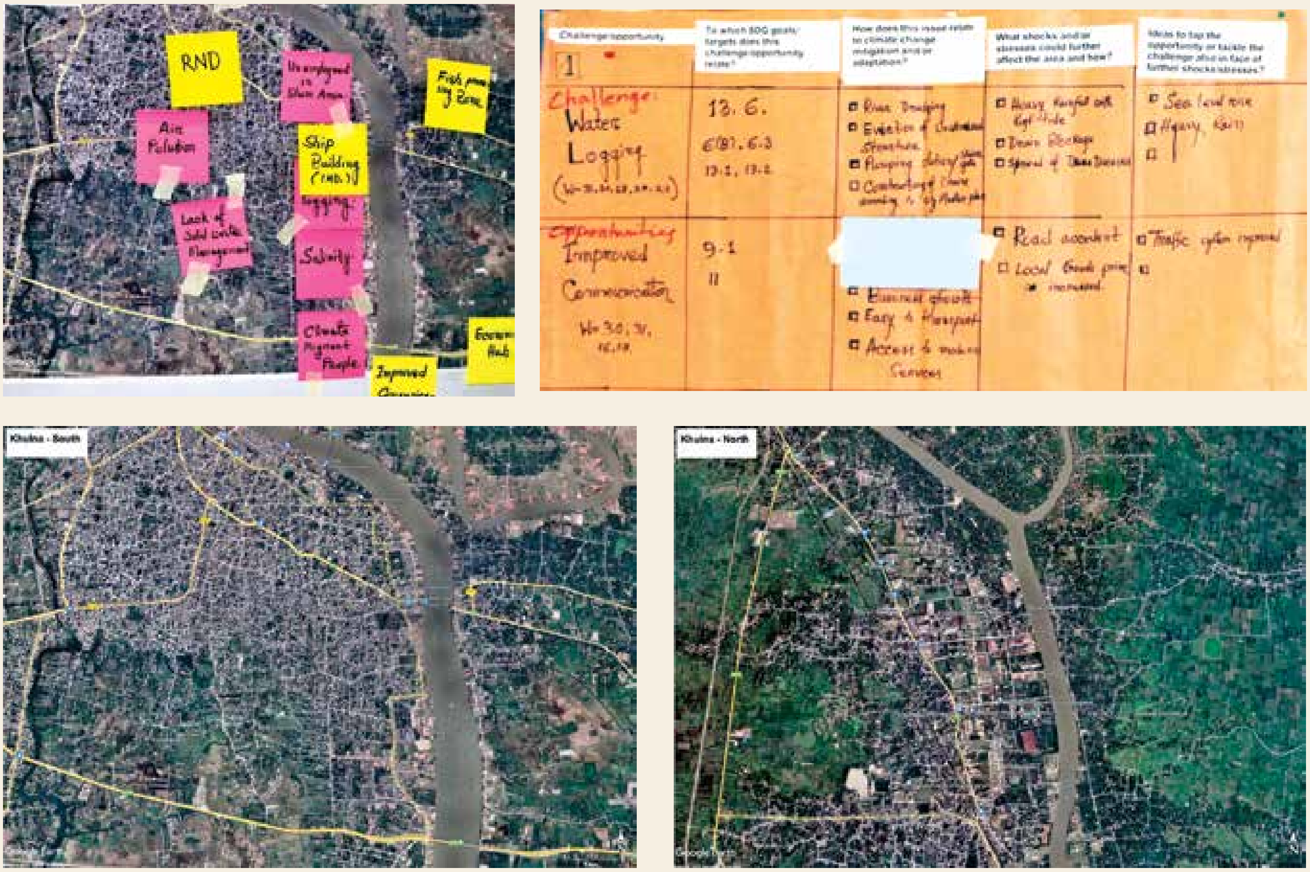

চিত্র ৪.৭: খুলনায় পাইলট প্রশিক্ষণে অনুশীলিত মানচিত্রে চ্যালেঞ্জ ও সুযোগসমূহের স্থানীয়করণ

সিটি ওয়ার্কস ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে আপনি আরও বেশি তথ্য/নির্ঘণ্ট পেতে পারেনঃ

https://localising-global-agendas.org/city-works-toolkit/understand-current-situation/localising-issues-in-the-city-map/

https://localising-global-agendas.org/city-works-toolkit/understand-current-situation/spatialising-challenges-and-opportunities-resilience-addition/

অনলাইন টুল

https://app.localising-global-agendas.org/sdg-resilience-mapping

গ্রুপ ওয়ার্কে অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা: (আপনার বিভাগের নাম উল্লেখ করুন)

সারণি ৪.২ সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের ছক

চ্যালেঞ্জ/ সম্ভাব্যতা	এই চ্যালেঞ্জ/সুযোগটি এসডিজির কোন অভীষ্ট ও লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?	এ বিষয়ে কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি প্রশমন এবং/বা অভিযোজনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত	আরও কী ধরনের ঝুঁকি এবং/বা চাপ ওই এলাকাটিকে প্রভাবিত করতে পারে এবং কোন উপায়ে?	অধিকতর ধাক্কা/চাপের মুখেও সুযোগ কাজে লাগানো বা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার ধারণা
উদাহরণ: চ্যালেঞ্জঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১২.৪.২/টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩.১	– মিথেন গ্যাস নির্গমন/মিথেন হ্রাসকরণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন – পানি/মাটিদূষণ – পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে অভিযোজন	ভারী বর্ষণের জন্য নর্দমায় ময়লা-আবর্জনার কারণে সম্ভাব্য জলাবদ্ধতা	শূন্য বর্জ্য কৌশল/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মহাপরিকল্পনা
উদাহরণ: সুযোগ: নদীর পূর্ব প্রান্তে খোলা প্রান্তর	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৮/টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩	– জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (সবুজ ও নীল অবকাঠামো) ও ইটিপি	অর্থনৈতিক কর্মএলাকা থেকে সম্ভাব্য বায়ু ও নদীদূষণ	সবুজ প্রযুক্তি ও ইটিপি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিকাশ ঘটানো

মতামত

৪.৪ স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও ব্যবহার

স্থানীয় সম্পদ

সম্পদ হলো কোনো উপযোগিতাসম্পন্ন উদ্দেশ্য অর্জন বা সুবিধাদি উৎপাদনের একটি উৎস। যেমন কোনো প্রতিষ্ঠানের জনবল প্রতিষ্ঠানটির জন্য একটি সম্পদ। সম্পদ তিন ধরনের, যেমন প্রাকৃতিক, মানব সৃষ্ট এবং মানবসম্পদ। প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত সম্পদগুলোকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদ হলো এলাকার ভূমি/জমি/ভূখণ্ড, জলাশয় এবং স্থানীয় জনগণ ইত্যাদি। অপরদিকে আভিধানিক অর্থে সম্পত্তি হলো প্রয়োজনীয় বা মূল্যবান পণ্যসামগ্রী বা জিনিস বা ব্যক্তি। সম্পত্তি এমন কিছু যা মূল্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। সম্পত্তির সাথে ইতিবাচক অর্থনৈতিক মূল্য উৎপাদনের সরাসরি সম্পর্ক। অর্থাৎ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পত্তি হলো সরকার নির্ধারিত হারে ব্যবসা, পেশা, বৃত্তি এবং গৃহ হতে আয় করা। এককথায় কর, রেইট, টোল, ফি, ইজারালব্ধ আয় ইত্যাদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পদ এবং এ উৎসগুলো হতে নিয়মমাফিক আয় করে মূল্য উৎপাদন করা হলে তা হবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সম্পত্তি।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় সম্পদ আহরণের আইনগত ভিত্তি

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬০ ‘স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা’ অনুযায়ী, সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলিকে পূর্ণ কার্যকরতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইন দ্বারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ করার ক্ষমতা প্রদান করবে। নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশে স্থানীয় শাসনভার প্রদান করা হবে। সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের আলোকে সরকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আইন, বিধিমালা ও তফসিল প্রণয়নের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদ হতে আয়ের উৎসসহ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দিয়েছে। পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের জন্য স্থানীয় সম্পদ বা সম্পত্তি বা আয়ের উৎসসমূহ নিম্নরূপ

সিটি কর্পোরেশন	পৌরসভা
স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮০ সিটি কর্পোরেশনের সম্পত্তি; ২য় অধ্যায়ের ধারা ৮২ হতে ৯০; এবং আইনের ৪র্থ তফসিলে উল্লিখিত ২৬টি আয়ের উৎস সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ সিটি কর্পোরেশন হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল, ২০২১ সিটি কর্পোরেশন (করারোপণ) বিধিমালা, ১৯৮৬	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৯৮ হতে ১০৫ আইনের ৩য় তফসিল পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩

অনুশীলন ৪.৫: সম্পদ সংহতকরণ (Mobilising Resources)

করণীয়

ধাপ ১: প্রশিক্ষণার্থীরা যেকোনো একটি প্রকল্প নির্বাচন করবেন।

ধাপ ২: প্রকল্পের তথ্যসমূহ প্রদত্ত ছকে লিপিবদ্ধ করবেন।

ধাপ ৩: প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কী কী ধরনের সম্পদ প্রয়োজন এবং এই সম্পদের ব্যবস্থা কীভাবে করা যেতে পারে, তা আলোচনা করবেন।

ধাপ ৪.:এ প্রকল্পে প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থানের ক্ষেত্রে যে সকল সংস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে তাদের চিহ্নিত করবেন।

সারণি ৪.৩ সম্পদ চিহ্নিতকরণের ছক

প্রকল্প	মেয়াদ	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, সংখ্যা)	উপকারভোগী	প্রয়োজনীয় সম্পদসমূহ (ধরনসমূহ)*	সম্পদের উৎস (অনুঘটকসমূহ)
উদাহরণ: আবাসনের উন্নয়ন সাধন	২৪ মাস	৫০টি আবাসন	২০টি নিম্ন আয়ের পরিবার	উপকরণসমূহ শ্রম কারিগরি সহায়তা অর্থ	নির্মাণ সংস্থা (উপকরণসমূহ সরবরাহকরণ) স্থানীয় সরকার (অর্থ) এনজিও (কারিগরি সহায়তা) খানাসমূহ (শ্রম)

মানবসম্পদ, ভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদ, অবকাঠামো, সময়, অর্থ, জ্ঞান ইত্যাদিকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

1 NO POVERTY
2 ZERO HUNGER
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
4 QUALITY EDUCATION
5 GENDER EQUALITY
6 CLEAN WATER AND SANITATION
39 +1
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
PRIORITY INDICATORS
10 REDUCED INEQUALITIES
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION
14 LIFE BELOW WATER
15 LIFE ON LAND
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

এসডিজি ডাটা রিপোর্টিং ও মনিটরিং টুলস ব্যবহার

অধ্যায় ৫

অনুশীলন: অভ্যন্তরীণ এসডিজি ট্র্যাকিং টুলস (এক্সেল টুল)

অনুশীলন ৫.১: স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পরিবীক্ষণ (SDG Monitoring at the Local Level)

করণীয়

এই টুলের মূল উদ্দেশ্য হলো গৃহীত প্রকল্পটি আপনার শহরে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে কীভাবে অবদান রাখতে পারে, তা মূল্যায়ন করা। প্রশিক্ষণার্থীরা অনুশীলনের চূড়ান্ত ফলাফল দেখে এবং এসডিজির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা উপস্থাপন করতে পারবেন এবং প্রকল্পের বিষয়ে বিভিন্ন ধারণা ও এর বিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন, যাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পূরণের তাদের স্থানীয় পর্যায়ের ভূমিকা পরিবীক্ষণ করা যাবে।

প্রশিক্ষণার্থীদের কাজ হবে টুলটি বিস্তারিতভাবে প্রত্যক্ষ করা।

উপকরণ

- ➔ প্রতিক্রিয়া ও পরীক্ষণের জন্য এক্সেল টুলস

অনুশীলন ৫.২: অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে উপাত্তের অভাব মোচনের সৃজনশীল পদ্ধতি চিহ্নিতকরণ (Data Challenges and Brainstorming Ideas)

আপনার করণীয়

এখন প্রশিক্ষণার্থীদের কিছু সূচকের বিষয়ে আরও বিশদভাবে জানার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

ধাপ ১: প্রশিক্ষণার্থীরা পূর্ববর্তী অনুশীলনে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যমাত্রাগুলোর সূচকসমূহ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উপাত্তের উৎস সম্পর্কে চিন্তা করবেন।

ধাপ ২: প্রতিটি সূচকের উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/অংশীজনদের চিহ্নিত করবেন।

ধাপ ৩: উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা হতে পারে তা চিহ্নিতকরণ এবং তার পাশাপাশি সম্ভাব্য উদ্ভাবনীমূলক সমাধানের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

নিম্নলিখিত সারণিতে প্রশিক্ষণার্থীরা ফলাফলগুলোর সারসংক্ষেপ তুলে ধরতে পারেন। তালিকাভুক্ত সূচকগুলো কেবল অনুশীলনের জন্য উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

সূচক	উপাত্তের সম্ভাব্য উৎস	দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান/অংশীজন	চ্যালেঞ্জসমূহ	সৃজনশীল সমাধানসমূহ
উদাহরণ: **১১.৬.১** বিভিন্ন নগর ভেদে নগর হতে নির্গত কঠিন বর্জ্য নিয়মিত সংগ্রহ করা এবং সংগৃহীত মোট কঠিন বর্জ্যে উপযুক্তভাবে নিক্ষেপণের অনুপাত	খানা জরিপসমূহ (Household Survey) বর্জ্য সংগ্রহকারী সংস্থা	পৌরসভা	উপাত্তসমূহ পুরোনো বা অসম্পূর্ণ হতে পারে, অথবা সেগুলো কেবল শহরের কোনো একটি নির্দিষ্ট অংশের ওপর ভিত্তি করে হতে পারে	সংগৃহীত ও ব্যবস্থিত বর্জ্যের পরিমাণ ধারণা পাওয়ার জন্য বর্জ্য সংগ্রহকারীদের সাথে আলোচনা

ঐচ্ছিক: প্রশিক্ষণার্থীরা চাইলে স্থানীয় পর্যায়ে তাদের কাছে থাকা উপলভ্য উপাত্ত ব্যবহার করেও বিশ্লেষণ শুরু করতে পারেন (জনশুমারি, প্রশাসনিক উপাত্ত ইত্যাদি)। বিশ্লেষণের জন্য আরেকটি সম্ভাব্য বিন্যাস নিম্নরূপ:

ধাপ ১. পূর্ববর্তী অনুশীলনে সংজ্ঞায়িত সূচকসমূহ রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

ধাপ ২. প্রতিটি দল নিম্নের প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করবেন:

- অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সমস্যাটির ক্ষেত্রে শহরের কোন ধরনের উপাত্ত সহজলভ্য ছিল?
- অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সমস্যাটির প্রবণতা এবং অগ্রগতি নিরীক্ষণের জন্য প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ কি উপযুক্ত ছিল?
- উপাত্ত বিষয়ে চ্যালেঞ্জগুলো কী কী?
- এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার সম্ভাব্য সমাধান কী?

নিম্নলিখিত সারণিতে প্রশিক্ষণার্থীরা ফলাফলগুলোর সারসংক্ষেপ তুলে ধরতে পারেন। তালিকাভুক্ত উপাত্তটি কেবল অনুশীলনের জন্য উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৫.২ উপাত্ত বিশ্লেষণের ছক

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ইস্যুটি প্রত্যক্ষ করার সময় আপনার শহরে বিদ্যমান উপাত্তসমূহ	সংশ্লিষ্ট ইস্যুটির প্রবণতা এবং অগ্রগতি নিরীক্ষণের জন্য কি এটি উপযুক্ত	দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান/ অংশীজন	উপাত্ত বিষয়ে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান	চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার সম্ভাব্য সমাধান কী
উদাহরণ: বর্জ্য সংগ্রহ বাবদ খানাগুলোর পরিশোধিত ফি সংক্রান্ত উপাত্ত	আনুষ্ঠানিক উপাত্ত বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থার আবর্তন বোঝার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে	স্থানীয় অর্থায়ন/কর সংগ্রহকারী বিভাগ	অন্যান্য রেজিস্ট্রির সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ হতে পারে (যেমন, সম্পত্তি ক্যাডাস্টে)	উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন রেজিস্ট্রি সামঞ্জস্যপূর্ণ করুন

প্রেক্ষিত

যেকোন বিষয় ব্যবস্থাপনা করার জন্য পরিমাপ করা জরুরি। সূচকেরপ্রাথমিক অবস্থা নিরূপণ করা এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার বিশ্লেষণ করার জন্য উপাত্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য উপাত্তের প্রাপ্যতা একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ। ‘যে ধরনের উপাত্ত পাওয়া যায় এবং যা প্রয়োজন তার মধ্যে একটি পার্থক্য থাকে।’

প্রকল্পগুলো নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার জন্য সূচকগুলোর একটি স্মার্ট সেট প্রয়োজন। সূচক নির্বাচন/প্রণয়নের জন্য কিছু পরামর্শ:

পরামর্শ ১: ফলাফল (উদ্দেশ্য/লক্ষ্য) বিষয়ে বিবৃতি স্পষ্ট করুন
পরামর্শ ২: আদর্শ সূচক আছে কি না, তা অন্বেষণ করুন
পরামর্শ ৩: প্রতিটি সূচকের কেবল একটি বিষয় পরিমাপ করা উচিত
পরামর্শ ৪: একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য লগ-ফ্রেম অনুক্রমের সূচকগুলোর মিশ্রণ তৈরি করুন
পরামর্শ ৫: একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য পরিমাণগত ও গুণগত সূচকগুলোর মিশ্রণ ঘটান
পরামর্শ ৬: প্রতিটি উদ্দেশ্য বা ফলাফল ট্র্যাক করতে ব্যবহৃত সূচকের সংখ্যা কয়েকটিতে (দুই বা তিনটি) সীমাবদ্ধ রাখুন
পরামর্শ ৭: যে জনগোষ্ঠীকে বিবেচনায় রেখে কাজ করছেন (টার্গেট অডিয়েন্স) তাদের বিষয়টি বিবেচনায় রাখুন
পরামর্শ ৮: অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া

ভবিষ্যৎ করণীয়

অভীষ্ট: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) স্থানীয়করণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য একটি রূপরেখা প্রতিষ্ঠাকরণ

প্রশিক্ষণার্থীরা এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা থেকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) স্থানীয়করণ প্রক্রিয়া সমন্ধে প্রায়োগিক ধারণা নিয়ে যাবেন। তারা তাদের পৌরসভায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণের প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পৌরসভার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান, তাদের সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা কী হবে তা নিম্নলিখিত ছকে লিপিবদ্ধ করবেন।

তালিকাতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ কেবল অনুশীলনের জন্য উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৫.৩ কর্ম সম্পাদনের রূপরেখা বিষয়ক ছক

এলাকা	তাৎক্ষণিক করণীয়	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা
সচেতনতা বৃদ্ধি/স্থানীয় প্রতিশ্রুতি উদ্দীপ্তকরণ	উদাহরণ: বিভাগসমূহের সঙ্গে সভা অনুষ্ঠান ও অবহিতকরণ	বিভাগ প্রধান	২-৩ সপ্তাহের মধ্যে
মৌলিক সমীক্ষা পরিচালনা/ শহরের বিদ্যমান পরিস্থিতি অনুধাবন	উদাহরণ: স্থানীয় পর্যায়ে প্রাপ্য উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা	পরিসংখ্যান বিভাগ	৬ সপ্তাহের মধ্যে
অংশীজনদের মানচিত্রায়ণ ও তাদের অন্তর্ভুক্ত করার বিন্যাস চিহ্নিতকরণ			
বৈশ্বিক এজেন্ডার বিষয়ে একটি টাস্কফোর্স প্রতিষ্ঠাকরণ			
একটি কর্মপরিকল্পনার বিকাশ সাধন			
জাতীয় এজেন্ডা ও কৌশলসমূহের সঙ্গে স্থানীয় কার্যক্রমের সংগতিসাধন			
কার্য সম্পাদনের জন্য একটি কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন (আর্থিক সম্পদ)/বাজেট প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংগতি বিধানকরণ			
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অগ্রগতি			
সক্ষমতার উন্নয়ন ও উত্তম চর্চার প্রচার			

দ্বিতীয় ধাপে প্রক্রিয়ায় অন্যান্য অংশীজনকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করার পর (যেমন: একটি টাস্কফোর্স তৈরি করা) মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্ম সম্পাদনের জন্য একটি রূপরেখা তৈরির সুপারিশ করা হবে।

সিটি ওয়ার্কসের নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে আপনি আরও তথ্য পেতে পারেন

https://localising-global-agendas.org/city-works-toolkit/plan-for-action/

সংযুক্তি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলির সাথে এসডিজির সাযুজ্যতার ম্যাট্রিক্স

অভীষ্ট ১: সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান করা।

লক্ষ্যমাত্রা	সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি	পৌরসভার কার্যাবলি
১.১। ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বত্র সকল মানুষের জন্য, বর্তমানে দৈনন্দিন মাথাপিছু আয় ১.২৫ ডলারের কম -এ সংজ্ঞানুযায়ী পরিমাপকৃত চরম দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান	২৭. সমাজকল্যাণ (ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ) (চ)	(৬১) সমাজকল্যাণ (গ) (ঘ) (ঙ) (চ)
১.৩। ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তাসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা		৪৫। অগ্নিনির্বাপণ (ক) (খ) (গ); (ঘ) (ঙ) (চ) ৪৬। বেসামরিক প্রতিরক্ষা
১.৫। ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিঘাতসহনশীলতা বিনির্মাণ এবং জলবায়ু সম্পৃক্ত চরম ঘটনাবলি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অভিঘাত ও দুর্যোগে তাদের আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি কমিয়ে আনা		৪৭। বন্যা ৬১। সমাজকল্যাণ (ক) (খ) ৬৩। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা
১.ক: দারিদ্র্যকে এর সকল মাত্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্মূলকল্পে গৃহীত কর্মসূচি ও নীতিমালা বাস্তবায়নের স্বার্থে উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে পর্যাপ্ত ও কাম্য সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে বর্ধিত উন্নয়ন সহায়তাসহ বিবিধ উৎস হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ আহরণ নিশ্চিত করা		৬১। সমাজকল্যাণ ৬৩। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা
১.খ: দারিদ্র্য নিরসন কার্যাবলিতে বর্ধিত বিনিয়োগ সহায়তা প্রদানকল্পে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দরিদ্রবান্ধব ও জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন কৌশলভিত্তিক শক্তিশালী নীতিকাঠামো প্রণয়ন		৬১। সমাজকল্যাণ ৬৩। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

অভীষ্ট ২: ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং উন্নত পুষ্টি আর টেকসই কৃষির প্রসার।

লক্ষ্যমাত্রা	সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি	পৌরসভার কার্যাবলি
২.১। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে, অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো।	১১. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি -১১.১, ১১.২, ১১.৩.	১৯। খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি (১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) ২০। দুধ সরবরাহ (১) (২)
২.২। ২০২৫ সালের মধ্যে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী খর্বকায় ও বিকাশরুদ্ধ বিষয়ক আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত সকল অভীষ্ট অর্জন এবং কিশোরী গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের অপুষ্টির অবসান	১১. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি (ঘ) (ঙ) (চ)	

লক্ষ্যমাত্রা	সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি	পৌরসভার কার্যাবলি
২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদীবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎস্যচাষিদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা এবং এ লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপনন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষিবহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরক্ষিত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করাসহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ করা		১৬। সরকারি জলাধার (২)

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

অভীষ্ট ৩ : সব বয়সের সকলের সুস্থ জীবন নিশ্চিত করা ও কল্যাণ বর্ধিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা	সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি (৩য় তফসিলের ক্রম অনুযায়ী)	পৌরসভার কার্যাবলি (২য় তফসিলের ক্রম অনুযায়ী)
৩.১। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মাতৃমৃত্যুর অনুপাত প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে ৭০ এর নিচে নামিয়ে আনা	৪. স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও মাতৃসদন ইত্যাদি (ক) (খ) (গ) (ঘ)	আইনের ধারা ৫০ (২) (জ) নাগরিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান
৩.২। ২০৩০ সালের মধ্যে নবজাতক ও অনূর্ধ্ব ৬ বছর বয়সী শিশুর প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু বন্ধের পাশাপাশি সকল দেশের লক্ষ্য হবে প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে নবজাতকের মৃত্যুহার কমপক্ষে ১২-তে এবং প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ৬ বয়সী শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে ২৬-এ নামিয়ে আনা	৫. জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ৬ হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি ৭. চিকিৎসা, সাহায্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি	আইনের ধারা ৫০ (২) (জ) নাগরিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান তফসিল-২ ১. স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব ৬। সংক্রামক ব্যাধি ৭। জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ৮। হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি ৯। চিকিৎসা, সাহায্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা, ইত্যাদি
৩.৩। ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস, যক্ষ্মারোগ, ম্যালেরিয়া ও উপেক্ষিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগসমূহের মহামারির অবসান ঘটানো এবং হেপাটাইটিস, পানিবাহিত রোগ ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মোকাবেলা করা	৩. সংক্রামক ব্যাধি- ৩.২ , ৩.৩	
৩.৪। প্রতিরোধ ও চিকিৎসার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগের কারণে অকাল মৃত্যু এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনা এবং মানসিক স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতে সহায়তা করা	২৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতি ২৬.৭ (জ) (ঝ) (ঞ) (ট) (ঠ)	আইনের ধারা-৫০ (২) (ঞ) শিক্ষা, খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন, আমোদ-প্রমোদ এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ সৃষ্টি ও প্রসারে সহায়তা, পৌর এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি ৯। চিকিৎসা, সাহায্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা, ইত্যাদি (ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ) (চ) ৫১। উদ্যান (১) (২) ৫২। খোলা জায়গা (১) (২)
৩.৫। চেতনাবিনাশী ওষুধ ও অ্যালকোহলের অপব্যবহারসহ সকল প্রকার মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও চিকিৎসা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা	৬. হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি	৮। হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি (১) (২) (৩)

লক্ষ্যমাত্রা	সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি (৩য় তফসিলের ক্রম অনুযায়ী)	পৌরসভার কার্যাবলি (২য় তফসিলের ক্রম অনুযায়ী)
৩.৬। বিশ্বব্যাপী সড়ক দুর্ঘটনার মৃত ও আহতের সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা	১৮. রাস্তা সাধারণের রাস্তা- ১৮.৪. রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা ১৮.১২. ১৯. যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ১৯.১.	আইনের ধারা ৫০ (২) (ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে রাস্তা, ফুটপাত, জনসাধারণের চলাচল, যাত্রী এবং মালামালের সুবিধার্থে টার্মিনাল নির্মাণ ৪৩। যানবাহন নিয়ন্ত্রণ
৩.৭। ২০৩০ সালের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, তথ্য ও শিক্ষাসহ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবায় সর্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যকে জাতীয় কৌশল ও কর্মসূচির অঙ্গীভূত করা	৫. জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ৭. চিকিৎসা, সাহায্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি (ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ) (চ)	৭। জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন
৩.৮। সকলের জন্য অসুস্থতাজনিত আর্থিক ঝুঁকিতে নিরাপত্তা, মানসম্মত অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ, কার্যকর, মানসম্মত আবশ্যক ওষুধ ও টিকা সুবিধা প্রাপ্তির পথ সুগম করাসহ সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জন	৬. হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি ৬.১ ৬.২	
৩.৯। ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং বায়ু, পানি ও ভূমি দূষণ ও সংক্রমণে ব্যাধি ও মৃত্যুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা	১. অস্বাস্থ্যকর ইমারতসমূহ ১.২ (ক) (খ) (গ) (ঘ) ১.৩	১৬। সরকারি জলাধার (৩)

অভীষ্ট ৪: সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক আর ন্যায়ানুগ ও মানানসই শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং জীবনভর শিক্ষার সুযোগ প্রসার করা।

লক্ষ্যমাত্রা	সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি (তফসিলের ক্রমানুসারে)	পৌরসভার কার্যাবলি (ধারা ও তফসিলের ক্রমানুসারে)
৪.১। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুণগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা	২৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতি ২৬.২.	আইনের ধারা ৫০ (২) (ঞ) শিক্ষা, খেলাধুলা, চিত্ত বিনোদন, আমোদ-প্রমোদ এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ সৃষ্টি ও প্রসারে সহায়তা, পৌর এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি
৪.৩। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চ শিক্ষায় সকল নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা	২৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতি ২৬.৪. ২৬.৬ (ছ) (২)	৫৬। শিক্ষা ৫৬ (৪)
৪.৪। চাকরি ও শোভন কর্মে সুযোগলাভ এবং উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমানো	২৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতি ২৬.৪. ২৬.৬ (ছ) (২)	৫৬। শিক্ষা ৫৬ (৪) ৫৮ (গ)
৪.৫। অরক্ষিত জনগোষ্ঠীসহ অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) জনগোষ্ঠীর, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী-পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো	২৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতি ২৬.৫. ২৬.৬ (ঙ)	৫৭। বাধ্যতামূলক শিক্ষা

লক্ষ্যমাত্রা	সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি (তফসিলের ক্রমানুসারে)	পৌরসভার কার্যাবলি (ধারা ও তফসিলের ক্রমানুসারে)
৪.৬। নারী ও পুরুষসহ যুবসমাজের সবাই এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সাক্ষরতা ও গণনা-দক্ষতা অর্জনে সফলকাম হয়, তা নিশ্চিত করা	২৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতি ২৬.৫. ২৬.৬ (ঘ)	৫৭। বাধ্যতামূলক শিক্ষা
৪.৭। অপরাপর বিষয়ের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন ও টেকসই জীবনধারার জন্য শিক্ষা, মানবাধিকার, নারী-পুরুষ সমতা, শান্তি ও অহিংসামূলক সংস্কৃতির বিকাশ, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও টেকসই উন্নয়নে সংস্কৃতির অবদান সম্পর্কিত উপলব্ধি অর্জনের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থী যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা	২৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতি ২৬.৬ (ছ) (৩) ২৬.৬ (জ) ২৬.৮. ২৬.৬ (খ) (গ)	৫৮। শিক্ষা সম্পর্কিত সাধারণ বিধানাবলি (ক) (খ) (চ)
৪.ক। শিশু, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা) ও জেন্ডার বিষয়ে সংবেদনশীল শিক্ষা সুবিধার নির্মাণ ও মানোন্নয়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ প্রদান করা		
৪.খ। উন্নত দেশ ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কারিগরি, প্রকৌশল ও বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচিসহ উচ্চশিক্ষায় ভর্তির জন্য উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রদেয় বৃত্তির সংখ্যা বৈশ্বিকভাবে ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো		
৪.গ। শিক্ষক প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা		

অভীষ্ট ৫: জেন্ডার সমতা অর্জন আর সর্বত্র সকল নারী এবং কন্যাসন্তানদের ক্ষমতায়ন।

লক্ষ্যমাত্রা	সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি	পৌরসভার কার্যাবলি
৫.১। সর্বত্র সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটানো	২৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতি (ট) (ঙ)	৫৯। সংস্কৃতি (ঝ) ৬০। পাঠাগারসমূহ ৬১। সমাজকল্যাণ (ঙ) (চ)
৫.২। পাচার, যৌন হয়রানি ও অন্য সব ধরনের শোষণ-বঞ্চনাসহ ঘরে-বাইরে সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের সহিংসতার অবসান	২৭. সমাজকল্যাণ (গ)	৬১। সমাজকল্যাণ (গ)

অভীষ্ট ৬: সকলের জন্য টেকসই পানি আর স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা	সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি	পৌরসভার কার্যাবলি
৬.১। ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ ও স্বল্পমূল্যের খাওয়ার পানিতে সকলের সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক প্রবেশাধিকারের লক্ষ্য অর্জন		১০। পানি সরবরাহ (১) (২) (৩) ১১। পানি সরবরাহের ব্যক্তিগত উৎস (১) (২) ১২। পানি নিষ্কাশন (১) (২) (৩) ১৩। পানি নিষ্কাশন প্রকল্প (১) (২) (৩) (৪) (ক) (খ) (গ) ১৪। স্নান ও ধৌত করার স্থান (১) (ক) (খ) (গ) (২) ১৫। ধোপী-ঘাট এবং ধোপা (১) (২) ১৬। সরকারি জলাধার (১) (২) (৩) (৪)
৬.২। নারী ও মেয়েসহ অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক পয়োনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনরীতিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা ও খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবসান ঘটানো	১. জনস্বাস্থ্য ১.৮ ১.৯ ১.১০ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	
৬.৩। দূষণ হ্রাস করে, পানিতে আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ করে এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক ও পদার্থ ও উপকরণের নির্গমন ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে এসে, অপরিশোধিত বর্জ্যপানির অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে এনে এবং বৈশ্বিকভাবে পুনশ্চক্রায়ন (রিসাইকলিং) ও নিরাপদ পুনর্ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে পানির গুণগত মান বৃদ্ধি করা	১. জনস্বাস্থ্য আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ এবং উহার ব্যবস্থাপনা ১.৪ ১.৫ ১.৬ ১.৭	

অভীষ্ট ৭: সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক শক্তির/এনার্জির ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার সহজলভ্য করা।

লক্ষ্যমাত্রা	সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি	পৌরসভার কার্যাবলি
৭.১। ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য মূল্যসাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক জ্বালানি সেবায় সর্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা	১৬. শহর পরিকল্পনা মহাপরিকল্পনা ১৬.১. (ক) (খ) ১৮. রাস্তা রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা ১৮.১২. ১৮.১৩.	৩৯। সড়ক (২) ৪১। সড়ক বাতির ব্যবস্থা (১) (২) ৬২। উন্নয়ন পরিকল্পনা ৬৩। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ৬৪। বাণিজ্যিক প্রকল্প
৭.২। ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা		
৭.৩। জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নের বৈশ্বিক হার ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করা		
৭.ক। ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা এবং উন্নততর ও নির্মলতর জীবাশ্ম-জ্বালানি প্রযুক্তিসহ পরিচ্ছন্ন জ্বালানি গবেষণা ও প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং জ্বালানি অবকাঠামো ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগের প্রবর্ধন		
৭.খ। ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের নিজস্ব সহায়ক কর্মসূচি অনুযায়ী সকলের জন্য আধুনিক টেকসই জ্বালানিসেবা সরবরাহকল্পে জ্বালানি অবকাঠামোর বিস্তারসহ প্রযুক্তির উন্নতি সাধন		

অভীষ্ট ৮: সবার জন্য জুতসই অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণ ও কার্যকর কর্মসংস্থান এবং উপযুক্ত কর্মের প্রসার ঘটানো।

লক্ষ্যমাত্রা	সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি	পৌরসভার কার্যাবলি
৮.২। উচ্চ মূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্বারোপসহ বহুমুখিতা, প্রযুক্তিঘন উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন		২৪। পশুপালন (১)
৮.৩। আর্থিক সেবা সহজলভ্য করার মাধ্যমে এবং উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড, শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসায়িক উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনা সহায়ক উন্নয়নমুখী নীতিমালা প্রবর্ধন এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রমিত ব্যবসায়িক মান অনুসরণ ও ক্রমোন্নতিতে উৎসাহিত করা		২৬। পশুশালা ও খামার (১) (২)
৮.৬। কর্মে, শিক্ষায় বা প্রশিক্ষণে নিয়োজিত নয়, এমন যুবকদের অনুপাত ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা		৫৮। শিক্ষা সম্পর্কিত সাধারণ বিধানাবলি (গ) (চ) (ঙ) (খ)
৮.৭। জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানব পাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান ও শিশু সৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশু শ্রমের অবসান ঘটানো	২৭. সমাজকল্যাণ কর্পোরেশন (ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ) (চ) ২৮. সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ২৮.২.	৬৩। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।
৮.৯। স্থানীয় সংস্কৃতি ও পণ্যসম্ভারের প্রবর্ধন সহায়ক ও কর্মসৃজনমূলক টেকসই পর্যটনশিল্প প্রসারের অনুকূলে ২০৩০ সালের মধ্যে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	২৬. সংস্কৃতি ২৬.৭. (ট) (ঠ) (ঝ) (ঞ)	৫৯। সংস্কৃতি পৌরসভা- (ক) (খ) (ঙ) (চ) (ছ) (জ) (ঝ) (ঞ)

অভীষ্ট ৯: স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই শিল্পায়ন।

লক্ষ্যমাত্রা	সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি	পৌরসভার কার্যাবলি
৯.১। সকলের জন্য মূল্যসাশ্রয়ী ও ন্যায়সংগত প্রবেশাধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্বদানসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণে সহায়তার জন্য আঞ্চলিক ও আন্তঃসীমান্ত অবকাঠামোর নির্মাণসহ মানসম্মত, নির্ভরযোগ্য টেকসই ও অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো বিনির্মাণ		১২। পানি নিষ্কাশন ১৩। পানি নিষ্কাশন প্রকল্প ১৪। স্নান ও ধৌত করার স্থান ১৫। ধোপী-ঘাট এবং ধোপা ১৬। সরকারি জলাধার ১৭। সাধারণ খেয়া পারাপার ৩৮। সাধারণের সড়ক ৩৯। সড়ক ৪০। সড়ক সম্বন্ধে সাধারণ বিধানাবলি ৪১। সড়ক বাতির ব্যবস্থা ৪২। সড়ক ধোয়ার ব্যবস্থা ৪৩। যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ৪৪। সাধারণ যানবাহন

লক্ষ্যমাত্রা	সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি	পৌরসভার কার্যাবলি
৯.২। অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান ও জিডিপিতে শিল্প খাতের অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এই খাতের অবদান দ্বিগুণ করা		১৮। সরকারি মৎস্যক্ষেত্র ২১। সাধারণের বাজার ২২। বেসরকারি বাজার ২৩। কসাইখানা
৯.৩। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুদ্র শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের অনুকূলে আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ বাড়ানো এবং স্বল্প সুদে ঋণদানসহ সমন্বিত মূল্যশৃঙ্খল ও বাজারে এদের অঙ্গীভূত করা		২৪। পশুপালন ২৬। পশুশালা ও খামার ২৮। পশুসম্পদ উন্নয়ন
৯.৪। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের সকল দেশের নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী অবকাঠামোর উন্নয়নসহ (সংযোজন কাজের মাধ্যমে) শিল্পকারখানার ব্যাপক সংস্কার সম্পন্ন করা, যাতে সেগুলো বর্ধিত সম্পদ ব্যবহার দক্ষতা এবং পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও শিল্প উৎপাদনপ্রক্রিয়ার অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়ন ধারার প্রসারণ ঘটাতে পারে।		৩২। মহাপরিকল্পনা ৩৩। জমির উন্নয়ন প্রকল্প ৩৪। জমি উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করা

অভীষ্ট ১০: দেশের অভ্যন্তরীণ আর আন্তঃদেশীয় বৈষম্য হ্রাস করা।

লক্ষ্যমাত্রা	সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি	পৌরসভার কার্যাবলি
১০.১। ২০৩০ সালের মধ্যে আয়ের দিক থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থানকারী ৪০% জনসংখ্যার আয়ের প্রবৃদ্ধি হার পর্যায়ক্রমে জাতীয় গড় আয়ের চেয়ে বেশি অর্জন করা এবং অর্জিত হার বজায় রাখা	২৭. সমাজকল্যাণ ২৮. উন্নয়ন সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ২৮.২. কর্পোরেশন নির্ধারিত পদ্ধতিতে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে। বাণিজ্যিক প্রকল্প ২৮.৩. কর্পোরেশন নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।	৫৬। শিক্ষা ৫৮। শিক্ষা সম্পর্কিত সাধারণ বিধানাবলি ৬১। সমাজকল্যাণ ৬২। উন্নয়ন পরিকল্পনা ৬৩। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ৬৪। বাণিজ্যিক প্রকল্প
১০.২। বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান), ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতায়ন এবং এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রবর্ধন	২৭. সমাজকল্যাণ ২৮. উন্নয়ন সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ২৮.২. কর্পোরেশন নির্ধারিত পদ্ধতিতে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।	৬২। উন্নয়ন পরিকল্পনা ৬৩। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা
১০.৩। প্রয়োজনের নিরিখে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্বল্পোন্নত দেশ, আফ্রিকার দেশসমূহ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের জাতীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচি অনুযায়ী বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগসহ সরকারি উন্নয়ন সহায়তা ও আর্থিক প্রবাহে উৎসাহ প্রদান করা	২৮. উন্নয়ন বাণিজ্যিক প্রকল্প ২৮.৩. কর্পোরেশন নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।	৬৪। বাণিজ্যিক প্রকল্প

অভীষ্ট ১১: টেকসই নগর ও জনপদ

লক্ষ্যমাত্রা	সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি	পৌরসভার কার্যাবলি
১১.১। ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মূল্যসাশ্রয়ী আবাসন এবং মৌলিক সুবিধায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাসহ বস্তির উন্নয়ন সাধন	১. জনস্বাস্থ্য ২. জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ রেজিস্ট্রি ৩. সংক্রামক ব্যাধি ৪. স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও মাতৃসদন ইত্যাদি ৫. জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ৬. হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি ৭. চিকিৎসা, সাহায্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি ৮. পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন প্রণালি ১৭. ইমারত নিয়ন্ত্রণ ১৮. রাস্তা ২০. জননিরাপত্তা	১। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব ৫। জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ নিবন্ধন ৬। সংক্রামক ব্যাধি ৭। জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ৮। হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি ৯। চিকিৎসা, সাহায্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা, ইত্যাদি ১০। পানি সরবরাহ ১১। পানি সরবরাহের ব্যক্তিগত উৎস
১১.২। অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, নারী, শিশু, অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) ও বয়োবৃদ্ধ মানুষের চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে প্রধানত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত যানবাহনের সম্প্রসারণ দ্বারা সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সুলভ ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থায় সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা	১৮. রাস্তা ১৯. যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ২০. জননিরাপত্তা ২১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ২২. বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য	৩৫। ইমারত নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ ৩৭। ইমারত নিয়ন্ত্রণ ৩৮। সাধারণের সড়ক ৩৯। সড়ক ৪০। সড়ক সম্বন্ধে সাধারণ বিধানাবলি ৪১। সড়ক বাতির ব্যবস্থা ৪৩। যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ৪৪। সাধারণ যানবাহন ৪৫। অগ্নিনির্বাপন ৪৬। বেসামরিক প্রতিরক্ষা ৪৭। বন্যা ৪৮। বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য
১১.৩। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগরায়ণ ব্যবস্থার প্রসার এবং অংশগ্রহণমূলক, সমন্বিত ও টেকসই জনবসতি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি	২৮. উন্নয়ন	৩২। মহাপরিকল্পনা
১১.৫। দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে ২০৩০ সালের মধ্যে পানি সম্পৃক্ত দুর্যোগসহ অন্যান্য দুর্যোগে বৈশ্বিক জিডিপির অংশ হিসেবে সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা এবং সেই সাথে এসব দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত ও মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা	১১. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি ১২. সাধারণের বাজার ১৩. বেসরকারি বাজার	৬। সংক্রামক ব্যাধি ১৭। সাধারণ খেয়া পারাপার ১৩। পানি নিষ্কাশন প্রকল্প ১৪। স্নান ও ধৌত করার স্থান ৪৭। বন্যা ৫০। বৃক্ষরোপণ ১৬। সরকারি জলাধার

13 CLIMATE ACTION

অভীষ্ট ১৩: জলবায়ু পরিবর্তন রোধ ও তার প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

লক্ষ্যমাত্রা	সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি	পৌরসভার কার্যাবলি
১৩.১। সকল দেশে জলাবায়ু সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিঘাত সহনশীলতা (Resilience) ও অভিযোজন সক্ষমতা (Adaptive capacity) বৃদ্ধি করা	২৪. গাছ, পার্ক, উদ্যান ও বন এর ২৪.১.; ২৪.৬.; ২৪.৯.	৫০। বৃক্ষরোপণ (১) (২) ৪৭। বন্যা
১৩.২। জাতীয় নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা।	২১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ২৫. পুকুর ও নিম্নাঞ্চল ২৮. উন্নয়ন এর ২৮.৩.	৫৪। বৃক্ষের ক্ষতিসাধন সংক্রান্ত কার্যাবলির (৩) (৪)
১৩.৩। শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, অভিযোজন, প্রভাবহ্রাস ও দ্রুত সতর্কতার ব্যাপারে মানুষ ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা উন্নত করা;	২২. বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য-এর ২২.১.; ২২.২. (ক) (খ) (গ)	৫৫। পুকুর ও নিম্নাঞ্চল ৪৮। বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য (১) (২. ক) (৩)
১৩.। নারী, যুবসমাজ, স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর প্রাধিকারসহ স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যকর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে কর্মপদ্ধতির প্রবর্ধন	১৬. শহর পরিকল্পনা এর ১৬.১. (ক) (খ) (গ) (ঘ) ২৭। সমাজকল্যাণ: (ক) (ঙ)	৬২। উন্নয়ন পরিকল্পনা (১) (২) (ক) ৬১। সমাজকল্যাণ পৌরসভা (ক) (ঘ) (ঙ)

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

অভীষ্ট ১৬: টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের প্রসার, সকলকে ন্যায়বিচারের অধিকার প্রদান করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

লক্ষ্যমাত্রা	সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি	পৌরসভার কার্যাবলি
১৬.১। সবর্ত্র সকল ধরনের সহিংসতা ও সহিংসতাজনিত মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যহারে কমিয়ে আনা	২৮. উন্নয়ন ২৮.২. সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন	৬৩. সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন
১৬.২। শিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশু পাচারের মতো ঘৃণ্য তৎপরতার অবসান	২৮. উন্নয়ন ২৮.২. সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন	৬৩. সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন
১৬.৩। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনের শাসন প্রসার করা এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সকলের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা		বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে
১৬.৬। সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ।	আইনশৃঙ্খলা এবং সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কার্যাবলি	স্থায়ী কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি (ডব্লিউসি) এবং টিএলসিসি
১৬.৭। সকল স্তরে প্রতিক্রিয়াশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা।		স্থায়ী কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি (ডব্লিউসি) এবং টিএলসিসি
১৬.৯। ২০৩০ সালের মধ্যে জন্মনিবন্ধনসহ সবার বৈধ পরিচয়পত্র প্রদান করা।	২.১ জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ রেজিস্ট্রি এবং ক্ষেত্রমতে পরিসংখ্যান বা তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করিবে।	৫। (১) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন করবে এবং জন্ম-মৃত্যুর তথ্যাদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবে এবং উহা সংরক্ষণ করবে;

লক্ষ্যমাত্রা	সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি	পৌরসভার কার্যাবলি
১৬.ক। সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদ দমন ও অপরাধ প্রতিরোধে সকল স্তরে সক্ষমতা তৈরি করা, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা।	২০. জননিরাপত্তা ২০.৩. কর্পোরেশন বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান করিবে।	৪৬। বেসামরিক প্রতিরক্ষা

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

অভীষ্ট ১৭: বাস্তবায়নের মাধ্যমসমূহকে শক্তিশালী করা এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈশ্বিক অংশীদারত্ব পুনরুজ্জীবিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা	সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি	পৌরসভার কার্যাবলি
১৭.১। ট্যাক্স ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের জন্য স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমসহ দেশীয় সম্পদ প্রবাহ শক্তিশালী করা।	আইনের ৪র্থ তফসিল সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬	আইনের ৩য় তফসিল পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল ২০১৪

তথ্যসূত্র

1. *Campbell, B. M., Hansen, J., Rioux, J., Stirling, C. M., Twomlow, S., & Wollenberg, E. (2018). Urgent Action to Combat Climate Change and Its Impacts (SDG 13): Transforming Agriculture and Food Systems. Environmental Sustainability, 34, 13-20. Retreived from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877343517302385 on 18 February, 2023*
2. *Durjog Kosh. (2009). Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP).*
3. *GED. (2020). Sustainable development Goals Bangladesh Progress Report 2020. General Economics Division (GED). Retrieved from https://gedkp.gov.bd/knowledge-archive/sdgs-mdgs/?cn=sdgs-mdgs on 18 February, 2023*
4. *GED. (2022). Sustainable development Goals Bangladesh Progress Report 2022. General Economics Division (GED). Retrieved from https://gedkp.gov.bd/knowledge-archive/sdgs-mdgs/?cn=sdgs-mdgs on 18 May, 2023*
5. *Logframer. (2012, April 19). Logframer. Retrieved from The Logical Framework: https://logframer.eu/content/what-logical-framework on 18 February, 2023*
6. *O'Brien, K. L., & Leichenko, R. M. (2000). Double Exposure: Assessing the Impacts of Climate Change within the Context of Economic Globalization. Global Environmental Change, 10, 221-232. Retreived from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378000000212 on 18 February, 2023*
7. *PROSHAR. (2012). Manual for Disaster Risk Reduction. Program for Strengthening Household Access to Resources (PROSHAR).*
8. *Strategies and Plans. (2020). Retrieved from Sustainable Development Helpdesk: https://sdghelpdesk.unescap.org/e-library/localizing-sdgs-strategies-and-plans on 18 February, 2023*
9. *Sakib SMN (2022) Climate change displaced millions of Bangladeshis in 2022: WHO retrived from https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/climate-change-displaced-millions-of-bangladeshis-in-2022-who/2750491#:~:text=Over%207.1%20million%20Bangladeshis%20were,of%20around%20168%20million%20people. on 20th February 2023*
10. *TechTarget. (2015, October). TechTarget. Retrieved from Localization: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/localization on 18 February, 2023*
11. *UNDRR. (2020). Sendai Framework Terminology on Disaster Risk Reduction. Retrieved from United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR): https://www.undrr.org/terminology on 18 February, 2023*
12. *UN-Habitat. (2020). Resilience and Risk Reduction. Retrieved from UN-HABITAT: https://unhabitat.org/topic/resilience-and-risk-reduction#:~:text=The%20measurable%20ability%20of%20any,catalyst%20for%20sustainable%20urban%20development on 18 February, 2023*
13. *WEDC. (2011). An introduction to the Logical Framework. Leicestershire: Loughborough University. WEDC. (2011). An introduction to the Logical Framework. Leicestershire: Loughborough University. Retrieved from https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/resources/booklets/G006-The-Logical-Framework-booklet.pdf on 18 February, 2023*
14. *Wade, K., & Jennings, M. (2016). The Impact of Climate Change on the Global Economy. Schroders. Retrieved from https://prod.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/us/pdfs/the-impact-of-climate-change.pdf on 18 February, 2023*

জনাব মো. আবদুল খালেক

জনাব মো. আবদুল খালেক বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। তিনি ১৩তম বিসিএসের মাধ্যমে ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। মাঠপর্যায়ে সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিএসসি এজি (অনার্স) এবং এমএসএস (সরকার ও রাজনীতি) ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি যুগ্ম-পরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)-এ কর্মরত। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় গ্রাম পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা শীর্ষক প্রশিক্ষণ হ্যান্ডবুক, জেলা পরিষদ আইন, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ও অডিট শীর্ষক প্রশিক্ষণ হ্যান্ডবুক, জেলা পরিষদ প্রশাসন ও অফিস ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ হ্যান্ডবুক, উপজেলা পরিষদের ‘কমিটিসমূহের দায়িত্ব কর্তব্য অবহিতকরণ এবং কার্যকরকরণ’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ হ্যান্ডবুক, উপজেলা পরিষদ বিধিমালাসমূহ অবহিতকরণ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ হ্যান্ডবুক, পৌরসভা প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ইউনিয়ন পরিষদের জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ হ্যান্ডবুক, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিবগণের ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণ হ্যান্ডবুক এবং বুনিয়াদি রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত হ্যান্ডবুক প্রণয়নে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর পার্বত্য জেলাসমূহের ইউনিয়ন পরিষদের আয় এবং ব্যয়ের প্রকৃতি, Delivering E- service through Union Digital Centers (UDC), Challenges and Opportunities of Elected women Representatives in Urban Local Government: A Study on City Corporation in Bangladesh, The Role of Union Parishad in Building awareness and addressing SDG (2.2, 2.4, 12.1, 12.4,12.8) regarding chemical use in leafy vegetables at farmer level এবং বিরোধ মীমাংসা(পৌর এলাকা) বোর্ড আইন, ২০০৪: একটি মূল্যায়ন শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধসমুহ এনআইএলজির ষান্মাসিক জার্নাল ‘দি জার্নাল অব লোকাল গভর্মেন্ট’ এর এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

জনাব কামরুন নাহার

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটে (এনআইএলজি) সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হতে অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। তিনি স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন বিষয় স্থানীয় বিচারব্যবস্থা, স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়, শিক্ষাব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, নিবন্ধ, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ও মডিউল, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ও মডিউল এবং হ্যান্ডবুকের প্রণেতা। তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে এবং অ্যাডভান্স প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। অদ্যাবধি তার মোট ১০টি গবেষণা, ১টি প্রয়োগিক গবেষণা, ৬টি নিবন্ধ, ৩টি প্রশিক্ষণ কার্যকারিতা নিরূপণ এবং ১টি কর্মসূচি যাচাই কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ৪টি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ১৫টিরও অধিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং মডিউলভিত্তিক ম্যানুয়ালের প্রণেতা। সবশেষ তিনি হেলভিটাস বাংলাদেশের কারিগরি সহযোগিতায় এনআইএলজি কর্তৃক প্রণীত ইউনিয়ন পরিষদের সচিবগণের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য মডিউলভিত্তিক ম্যানুয়াল প্রণয়ন করেছেন। তিনি এনআইএলজি কর্তৃক পরিচালিত গবেষণাসমূহের মূল্যায়নকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বর্তমানে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং GIZ বাংলাদেশ এর কারিগরি সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন Improved Coordination of International Climate Finance (ICICF) প্রকল্পের আওতায় জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) কর্তৃক নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য SDG Localization Methods & Tools বিষয়ক প্রশিক্ষণ হ্যান্ডবুকের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রণয়নকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করছেন।

জনাব মনিকা মিত্র

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটে (এনআইএলজি) গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ ও এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অনুষদের আওতায় ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ থেকে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেন, যেখানে তার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল: 'Impact of Depletion of Forest on Environment: A Case Study of Madhupur Pleistocene Terrace Area in District of Tangail'। তিনি স্থানীয় সরকার, পরিবেশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, নিবন্ধ, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও মডিউল, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ও মডিউল এবং হ্যান্ডবুকের প্রণেতা। তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। অদ্যাবধি তার ১০টি গবেষণা কাজ, ৫টি জার্নাল আর্টিকেল (দেশে ও বিদেশে), ১২টি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, ২০টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও মডিউলসহ অন্যান্য প্রকাশনা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সুইস সরকারের আর্থিক সহায়তায় এনআইএলজি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘বাংলাদেশে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প’-এ উপ-প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

অধ্যাপক ইশরাত ইসলাম

অধ্যাপক ইশরাত ইসলাম বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক ও বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদের ডিনের দায়িত্ব পালন করছেন। অধ্যাপক ইসলাম, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থাপত্যে স্নাতক, ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র থেকে নগর পরিকল্পনায় স্নাতকোত্তর ও রিতসুমাকেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তার গবেষণার মূল আগ্রহ জলাধার ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু অভিযোজন। তিনি UNDP, UNICEF, GIZ -সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন।

অধ্যাপক মোহাম্মদ শাকিল আখতার

অধ্যাপক মোহাম্মদ শাকিল আখতার বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে বর্তমানে কর্মরত। অধ্যাপক আখতার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি পান। পরবর্তীকালে KTH স্টকহোম, সুইডেন থেকে পরিবেশ প্রকৌশল ও টেকসই অবকাঠামো তে স্নাতকোত্তর ও টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু অভিযোজন তিনি গবেষণা করেন। তিনি UNDP, UNICEF, GIZ -সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন।

মিজ সাদিয়া আফরোজ

সাদিয়া আফরোজ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের একজন সহকারী অধ্যাপক। তার প্রাথমিক গবেষণার ক্ষেত্র হলো জলবায়ু সমস্যাগুলোকে নীতি ও পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন, স্থানিক পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জিআইএস প্রযুক্তি প্রয়োগের অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। তাঁর পূর্বের গবেষণাসমূহে বিভিন্ন সরকারি মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা যেমন GIZ এবং UNDP-এর সাথে সহযোগিতায় প্রাথমিক অংশীজন এবং অনুশীলনকারীদের মধ্যে প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ প্রচারের ওপর দৃষ্টিপাত করা হয়।

মিজ সুমাইয়া তাবাসসুম

সুমাইয়া একজন নগর পরিকল্পনাবিদ। তিনি বুয়েটের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ থেকে ২০২১ সালে স্নাতক পাস করে বর্তমানে একই বিভাগে স্নাতকোত্তরে অধ্যয়নরত। তিনি বুয়েট দলের অংশ হিসেবে জিআইজেডের সাথে একজন গবেষণা সহকারী হিসেবে কাজ করছেন। পরিবেশ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়ন -এগুলো তার আগ্রহের জায়গা। তিনি বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমকে স্থানীয় পর্যায়ে প্রাসঙ্গিককরণের কাজ করে থাকেন।

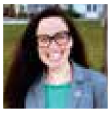

মিজ লুসিয়ানা মায়া

লুসিয়ানা একজন পরিবেশবিদ ও নগরবিদ, পরামর্শদাতা, ইঞ্জিনিয়ার, সহায়ক ও গবেষক এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী। ১৫ বছর ধরে উন্নয়ন/ আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় কাজ করার পাশাপাশি তিনি বর্তমানে জড়িত আছেন শহুরে স্টেকহোল্ডারদের স্থানীয়ভাবে গ্লোবাল এজেন্ডা বাস্তবায়নে সক্ষমতা নিশ্চিত করার সাথে। এটি এমন একটি পদক্ষেপ, যা শহর এবং শহুরে স্টেকহোল্ডারদের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) স্থানীয় দর্শন ও বাস্তবতা বুঝতে এবং সংযোগ করতে সহায়তা করে। লুসি একজন অভিজ্ঞ প্রকল্প ব্যবস্থাপক, প্রশিক্ষক ও নেটওয়ার্কার। তিনি প্রধানত সরকারি ও গবেষণা সংস্থার সাথে জড়িত এবং এর পাশাপাশি তিনি জার্মানি এবং বিশ্ব দক্ষিণে যেমন, বাংলাদেশ, ভারত, চীন, ঘানা ও ব্রাজিলের এনজিও এবং সমিতিগুলোর সাথে জড়িত।

জনাব ইভান্দ্রো হোলজ

ইভান্দ্রো একজন নগর প্রকৌশলী, যিনি ৩০টিরও বেশি দেশে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তার কাজের মধ্যে রয়েছে নগর উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতি কার্যকর করা এবং নীতি গ্রহণ করা, যেমন শহুরে স্থিতিস্থাপকতা, আবাসন এবং বস্তি উন্নয়ন। তিনি ক্লারব নামক একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে আছেন। যা সবচেয়ে কম রিসোর্সযুক্ত শহরগুলোর জন্য সহজ এবং সাশ্রয়ী সফটওয়্যার সরবরাহ করার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এর পাশাপাশি তিনি ইউএন-হেবিটেট, জিআইজেড এবং বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিগত উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করছেন।

জনাব মারিয়ানো রোসি

মারিয়ানো রোসি নগর ও জননীতিবিষয়ক একজন পরামর্শদাতা। তিনি টি ইউ বার্লিন, ল্যাটিন আমেরিকান সোশ্যাল সায়েন্সেস স্কুল এবং বুয়েনেস এইরেস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নগর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। সরকারি ব্যবস্থাপনা, বেসরকারি খাত ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, শহুরে দুর্যোগ প্রতিরোধ, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন, অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা, উন্মুক্ত উপাত্ত এবং আর্জেন্টিনায় ও বিদেশে নগর ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে তাঁর ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি একটি সফটওয়্যার কোম্পানির প্রধান হিসেব আছেন, যে কোম্পানিটি স্থানীয় সরকারের জন্য সমাধান উন্নয়নে মনোনিবেশ করে এবং টেকসই বাড়াতে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সামাজিক ন্যায়বিচারের সাথে অন্তর্ভুক্ত শহর অর্জনের জন্য স্মার্ট এবং উদ্ভাবনী সমাধান তৈরি করা মারিয়ানোর চূড়ান্ত লক্ষ্য।